সীতা-চরিত।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায়
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা
নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০০।

ভূমিকা।

(গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর লিখিত)

সীতা-চরিত, ক্রমে দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু, আমি কোন দিন পড়িবার সুযোগ পাই নাই। এই তৃতীয়বার মুদ্রনকালে ইহার সংশোধন কার্য্য, যদিচ, পরম পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি প্রুফ দেখিবার ভার, আমার প্রতি অর্পিত হয়, তজ্জন্য, ইহা আমাকে মনোযোগের সহিত পড়িতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি পাঠের সময় অভিনিবিষ্ট হইয়াও, অনেক স্থানে ছন্দের কৌশল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম না। একদিন, ইহার এক স্থানের পাঠে কিছু দুরন্বয় দেখিয়া গ্রন্থকার রাজা বাহাদুরকে সংশোধন নিমিত্ত অনুরোধ করি। তিনি সংশোধন সময় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তাশীল হইলেন; আমি, প্রথমে সেই চিন্তার তত গুরুত্ব বুঝিলাম না। কিন্তু, পরে তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলে দেখিলাম যে, ইহার অনেক গুলি ছন্দেই কিছু অভিনব কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে; তখন বুঝিলাম আমি অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিয়াও, পূর্ব্বে গ্রন্থকারের গুরুতর চিন্তাশীলতার মূল্য জানিতে পারি নাই। অতএব, অন্যে আমার ন্যায় ভ্রমে পতিত না হইতে পারেন, তন্নিমিত্তই এই ভূমিকার অবতারণা।

প্রথমে গ্রন্থকারকে না চিনিলে, আর তাঁহার হৃদয় না বুঝিলে, তল্লিখিত পুস্তকের ভাব এবং রচনা চাতুর্য্যে প্রবেশ করিতে কিছু গোলযোগ হয়। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা না বুঝাইলেও, বোধ হয়, কাহারই অবোধ্য থাকে না। কিন্তু, বর্ত্তমান কালে দৃষ্টান্তশূন্য আলোচনা, অনেকের নিকটেই অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সেই অনুরোধে বর্ত্তমান নব্যসমাজের কবিচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং তাঁহার রচিত কয়টী কবিতামাত্র এস্থানে উপস্থিত করিতেছি। কবি-চূড়ামণি, বঙ্গভাষাকে উল্লেখ করিয়া, অতি কাতর কণ্ঠে, গাইয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে—— ——অবহেলা করি,

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে————————
——— ———পাইলাম কালে
মাতৃ ভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণি জালে”

এই কথা কয়টী বুঝিবার সময়, কবি, যে, প্রথম বয়সে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, তাহাতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, এবং বঙ্গভাষাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, কিন্তু পরে সে ঘৃণা, তাঁহার আর অধিক দিন ছিল না। কোন সময়ে তিনি, অন্যের অনুরোধে, সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের, ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বুঝিলেন যে, মাতৃভাষার ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন সকল রহিয়াছে। তাহার পরেই দত্তকবি, অল্পদিন মধ্যে বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। এই বিষয় গুলি জানা থাকিলে, তাঁহার রচিত প্রস্তাবিত কবিতার মাধুর্য্য এবং উদ্দেশ্য বুঝিযা, কবির অনুতপ্ত হৃদয়ের দুর্দ্দম উচ্ছাসে, পাঠক, আপনার হৃদয় মিশাইয়া, যেরূপ সহানুভূতির আনন্দ লাভ করিতে পারেন, শুদ্ধ কবিতামাত্র পাঠে সেরূপ হয় না।

অন্য একস্থানে দত্ত কবি আশ্বিন মাসকে (যে আশ্বিন মাস বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রের ভক্তি ও আনন্দের মহোৎসবময়) লক্ষ্য করিয়া গাইয়াছেন,—

“সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে,—
* * * *
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি”

কবির এই আত্মগ্লানি, এই অনুতাপসহ সজলনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, বুঝিতে হইলে, তিনি, যে, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, বয়স পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, আবার তাঁহার হৃদয়ে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইযাছিল, এবং সেই অনুতাপের উচ্ছাস স্বরূপ প্রস্তাবিত কবিতা, তাঁহার হৃদযকন্দর হইতে দুর্দ্দম বেগে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা জানা থাকিলে প্রস্তাবিত কবিতার মাধুর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়।

এই জন্য সংক্ষেপে এই পুস্তকপ্রণেতার কিছু পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইনি বারেন্দ্রকুলসম্ভূত—নিরাবিলপঠিব কুলীন; এবং ইনি কুলে যেমন শ্রেষ্ঠ, স্বদেশে সম্পত্তি ও সম্মানেও সেই গৌরবান্বিত। রাজসাহী জেলার কুড়মৈল (বলিহাব) গ্রামে ইহাঁব বাস। বাজসাহী জেলার ভূম্যধিকাবী সমাজে এখন ইহাঁব ন্যায় প্রবীণবয়স্ক আব কেহ নাই। ইনি বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, এরূপ বৈষয়িক বিপদে আক্রান্ত হইযাছিলেন, যে, আপনার জন্য, আপনি চেষ্টা না কবিলে ইহাঁব অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিত কিনা, সন্দেহ। সুতরাং, সেকালের কদর্য্য পাঠশালা ব্যতীত ইহাঁব সুপ্রণালীসিদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয নাই। ইনি, সনাতন আর্য্যধর্ম্মে আশৈশব নিষ্ঠাবান। দেশীয় প্রচীন শিল্পচাতুর্য্যে ইহাঁর অত্যন্ত অনুবাগ। চিত্র, স্থাপত্য এবং প্রাচীন প্রণালীর কৃষি ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে ইনি, অসাধারণ অধ্যবসাযেব সহিত প্রচুর পবিশ্রম কবিযা থাকেন। তদ্ভিন্ন পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীতত্ত্ববিজ্ঞান, সুরুচি-সঙ্গত গার্হস্থ্য নীতির সুব্যবস্থা এবং প্রাচীন সমাজনীতিব আলোচনায়, ইনি, বিশেষ ক্ষমতাব পরিচয দিয়া থাকেন। ইহাঁব বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা, সত্য-নিষ্ঠা, সরল ও নিরভিমান আড়ম্বরশূন্য ব্যবহাব এবং মিষ্ট আলাপে সকলেই বশীভূত। অনেক বডলোকে নিজে ঘোব বিবাদকাবী হইয়াও, অন্যেব নিকট আপনাকে পবম মীমংসকরূপে প্রতিপন্ন করিযা,—অসাধারণ প্রজাপীড়ক হইয়াও, প্রজার দুঃখ, প্রজার হিত কাগজ কলমে প্রকাশ কবিয়া, আত্ম-প্রকৃতি গোপনের চেষ্টা কবিযা থাকেন। কিন্তু, ইনি, সে প্রণালীর কপটাচারী, অথবা অসাব যশঃপ্রত্যাশী নহেন। ইনি, প্রজাসাধাবণেব সহিত, ঠিক আপনার পবিবারস্থ ব্যক্তিব ন্যায ব্যবহার কবিযা থাকেন; অতি নীচজাতীয় দরিদ্রের সহিতও মিলিয়া মিশিযা নানাগল্প ও সদয ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাঁর গৃহে বিস্তব প্রহবী থাকিলেও, ইহাঁর নিকট ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষুক, সকলের সম্বন্ধেই অবাবিতদ্বাব। এই সকল কারণে, প্রজা মাত্রেই ইহাঁকে প্রকৃতই পিতার ন্যায বিবেচনা করিযা থাকে। মোকর্দ্দমা কি বিবাদ কবাকে ইনি, বড়ই অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ইহাঁর কর্ম্মচাবীদিগেব মধ্যে কেহ, সেরূপ প্রকৃতির হইলে ইনি, তাহাকে উপযুক্তরূপে শাসন কবিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ কেহ, ফৌজদারী মোকদ্দমা কবিলে, ইহাঁর নিকট তাঁহার অন্ন সংস্থান করা কঠিন। বিবাদ মাত্রেই ইনি আপনাব কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও

মীমাংসার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অতএব, ইহাঁর সংসাবে আদালতের মোক-দ্দমার সংখ্যাও অতি অল্প। ইনি, ইতর ভদ্র যাবদীয় আশ্রিতকে সমান ভাবে,—সমান চক্ষে দেখিযা থাকেন, ববং নিঃস্বার্থ পরপোকাবে ইনি, কায়িক পরিশ্রম করিতেও বিন্দুমাত্র অপমান,কিম্বা কষ্ট বোধ করেন না। ইনি, এখনও এই প্রাচীন বয়সে এরূপ বিরক্তিহীন শ্রমপটু, এবং ক্লেশ সহিষ্ণু যে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ইনি যদিচ বাল্যকালে সুপ্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা পাইযা ছিলেন না, তথাপি, আপনার অসাধারণ অধ্যবসায এবং অধ্যযন পটুতায়, ক্রমে, নূতন প্রণালীর বঙ্গভাষা, সাধাবণরূপে বুঝিবাব উপযুক্ত সংস্কৃত এবং উত্তমরূপে উর্দ্দূভাষায অধিকাব লাভ কবিযাছেন। ইহাঁব সংগীত শাস্ত্রে অভিনিবিষ্টতা এবং মৃগযাপটুতাও, সামান্য নহে। দৃষ্টান্তেব সহিত সকল বিষয লিখিতে গেলে, অনেক বাহুল্য হইযা যায; সেকারণ প্রকৃত বিষয় আলোচনায প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান কালের ভূবি ভূবি ইংবেজি ভাবাপন্ন, বাঙ্গলা পুস্তক, এবং বাঙ্গলা সম্বাদ পত্র পাঠ করিযা, অথবা এখনকার নানাপ্রকাব শিল্প চাতুর্য্য দেখিয়াও, ভাষা কিম্বা শিল্পে ইহাঁর প্রাচীন মৌলিকতাব কিছুই ব্যত্যয হয নাই। কবিতা এবং গান রচনাশক্তি ইহাঁব স্বভাবজ হইলেও প্রাচীন কবি, কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভাবতচন্দ্র, বামপ্রসাদ এবং দাশবথি রায প্রভৃতিব বচনা পাঠে, ক্রমে, সেই শক্তিব উন্নতি হইযাছে। ইনি, বর্ত্তমান কবিদিগেব অনেককেই শ্রদ্ধা কবিলেও, মৃত বঙ্গকবি মধুসূদনেবই, বিশেষ পক্ষপাতী।

ইনি, এই সীতা-চবিত ব্যতীত ক্রমে "এখন আসি" নামে একখানি গদ্য ও "সুখ-ভ্রম"নামক একখানি পদ্য ও পবমার্থ সংক্রান্ত অনেকগুলি সুন্দব ভাব পূর্ণ গীত রচনা কবিযা গীতাবলী নামে প্রকাশিত করিযাছেন। যাহা হউক, সীতা চরিত, প্রাচীন উপাদানে প্রাচীন প্রণালীতে বচিত হইলেও,প্রণেতাব উদ্ভাবিনী শক্তির কিছু নবীনত্ব আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ, রচনা চাতুর্য্য প্রকাশের জন্য, ললিত পয়াব, ললিত ত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী, প্রভৃতি নানা কঠিন ছন্দেব অব-তারণা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা অতি অল্প মাত্র বিষয়ই রচনা করি-তেন। কঠিন ছন্দের বেড়ি পায়ে দিয়া ভাবের উদ্যানে বেড়াইতে অনেকেই কষ্ট অনুভব করিতেন। আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সুবিখ্যাত কবি-

গণও, কঠিন ছন্দে সকল স্থানে রস,ও ভাব লালিত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অলঙ্কার এবং ব্যাকরণ দোষহীন রচনা, জগতে একরূপ দুর্ল্লভ। এই নিমিত্তই মিত্রাক্ষরকে উদ্দেশ করিয়া দত্ত কবি, বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন,—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
* * * *
চীন নারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে ?"

এই দুঃখে দত্ত কবি, কঠিন দুরান্তাং, সবল মিত্রাক্ষর ছন্দ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দেব অবতারণা করেন। ফলতঃ মিত্রাক্ষব রচনায় কবিতা অপেক্ষা, কবিব হাত পা আগে বদ্ধ হয়। কবি, ভাবেব উদ্যানে নানা প্রকাব সুগন্ধ ও মনোহব ফুলরাজী দেখিযা, তুলিবার নিমিত্ত আগ্রহে ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু কি কষ্ট! কঠিন মিত্রাক্ষব রজ্জুতে তিনি আবদ্ধ বলিয়া, ইচ্ছামত হস্ত প্রসাবণের শক্তি নাই। তখন, তাঁহাব হৃদযে যে, কিরূপ তীব্র যাতনা,—কিরূপ উৎকণ্ঠাব বৃশ্চিক দংশন,—কিরূপ হতাশাব ক্ষোভ, তাহা যিনি দুইছত্র লিখিতে বসিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন।

অতএব, এই গ্রন্থকাব, ইহাব প্রণযনকালে তাদৃশ কষ্ট পাইয়াছেন কিনা সহজেই বুঝা যায়। ইনি শিল্পনিপুণ কবি, সুতবাং প্রস্তাবিত কঠিন ছন্দ সকল, আপনাব উদ্ভাবিনীশক্তি প্রভাবে আবও কঠিনতম বন্ধনে, প্রায় সমস্ত খানি পুস্তকই শেষ কবিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাব যে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, ইহাই পরম আশ্চর্য্য। অত্রাবস্থায় ছন্দ ও অলঙ্কারে নিখুঁত, কিম্বা রস এবং ভাবে নির্দ্দোষ করিবাব আশা, এক প্রকার অসম্ভব। সেরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলেও, প্রকৃত ভাব নিপুণ উৎসাহশীল কবি, স্বভাবজ কল্পনার বেগ ধারণ কবিতে অশক্ত। অতএব, গ্রন্থকাব রাজাবাহাদুরেব এই মানস কুসুম "সীতা-চবিত" নির্দ্দোষ হইয়াছে ইহাও যেমন বলিতে পাবিনা, আর তাঁহার কল্পনাকেও সেইরূপ দোষ দিতে পারি না। সীতা-চরিতে দোষ থাকিলেও, গুণও বিস্তর আছে। তবে পরমারাধ্য গ্রন্থকার রাজাবাহাদুর, আমার পিতৃ-

স্থানীয় বিধায়, তাঁহাব গুণ সমালোচনার প্রবৃত্ত হইলে অনেকেই আমাকে স্তাবক বলিতে পাবেন। সেইজন্য আমি তাঁহাব পরিচয়, প্রণয়নেব পরিশ্রম, এবং ছন্দেব কৌশল দেখাইয়াইযাই উপসংহাব করিব। পুস্তকেব গুণ দোষ, পুস্তকেই আছে, এখন পাঠকেরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে তাহার সমালোচনা কবিতে পাবেন। আমি এইমাত্র বলিতে পাবি যে—শিল্পে আব কবিত্বে, ভাবরাজ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, দুই বিষয়ের কার্য্যক্ষেত্র বড়ই স্বতন্ত্র। ইহাতে একাধাবে শিল্প ও কবিত্ব বড়ই দুর্লভ। আবাব, ধনীর গৃহে কবির জন্মও অল্পই হইয়া থাকে। এই গ্রন্থকাব, ধনী হইযাও কবি; আর, কবি হইযাও শিল্পী। আব ইহাও বলিতে পারি যে, এইরূপ কঠিনতম ছন্দের অবতারণায় পুর্ব্বাপর রস, ভাব, এবং পদ্যেব সম্পূর্ণ লক্ষণ বক্ষা দুবাস্তাং কেবল কথাব যোজনা দ্বারা বৃত্তান্তটী মাত্র প্রকটন করাই, এখনকাব অনেক কবির বিরক্তিকর অথবা কষ্টসাধ্য। দত্ত কবির পব হইতে বঙ্গভাষায় বড়ই যথেচ্ছাব আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ পদ্যে ববং অত্যাচাবেব মাত্রা কিছু অধিক হইযাছে। বর্ত্তমানকালের অনেক কবিতাই (ছন্দের প্রধান অবলম্বন) তান লয় যোগে তন্ত্রীকণ্ঠে উঠিতেই, অধঃপাতিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

সম্ভবতঃ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "কবিতামাত্রই যে তানলয়যোগে গান কবিতে হইবে, ইহাব কোন নিয়ম নাই।" এই উপলক্ষে এ কথাব উত্তর প্রদান করা তত আবশ্যক না হইলেও, মাতৃভাষাব দুববস্থা দেখিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা, সংস্কৃত-মাতৃক এদেশীয ভাষা। সুতবাং বঙ্গভাষা, কুলাচার-সঙ্গত আপনাব মাতৃ অভবণ, সীথায সিন্দূব আব হাতে শাঁখা খাড়ু, ছাড়িয়া বিলাতী আমদানী পাউডাব, ব্রোচ, ব্রেশলেট পবিলে, এবং রাঙ্গা শাড়ী ছাড়িয়া গাউন পরিলে, তাহাকে কুলটা না বলিলে, কুলটা শব্দের প্রকৃত অর্থ গৌরব থাকে না। অতএব, বাঙ্গালাব মাতৃভাষা হইতেই কবিতার লক্ষণ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবিব। আর সে দৃষ্টান্তও অন্যেব না দিযা শ্লোকেব (কবিতার) সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি বাল্মীকির চরণেই শরণ লইব।

মহর্ষি বাল্মিকি, স্নানার্থ তমসাতীরে গমন পূর্ব্বক কেলিমুগ্ধ বকদম্পতীর মধ্যে বককে ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হইতে দেখিয়া অকস্মাৎ শোকে—"মা নিষাদ ——" আদি যে কয়টী কথা বলিয়াছিলেন। সেই কয়টী কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া সেই মুহূর্ত্তে স্ব শিষ্য ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন,—

"পাদবদ্ধোক্ষর সম স্তন্ত্রীলয় সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্থ প্রবৃত্তোমে শ্লোকোভবতুনান্থথা ॥"*

অর্থাৎ পাদবদ্ধ, সমাক্ষর, বীণাদি তন্ত্রী লয় সমন্বিত (উক্ত কথা) আমার শোকার্ত্ত সময়ে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা শ্লোক নামে অভিহিত হউক।

তৎপরে অন্য স্থানে—

"পাঠ্যে গেয়েচ মধুরং প্রমাণেস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥
রসৈঃশৃঙ্গার করুণ হাস্য রৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভীরসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥"†

অর্থাৎ পাঠ করিতে ও গান করিতে মধুর, দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত, এই তিন প্রকার প্রমাণ যুক্ত, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত জাতি (সপ্তস্বর) সম্পন্ন, এবং তন্ত্রী (নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ তাঁত দ্বারা নির্ম্মিত বীণাদি যন্ত্র বিশেষ) লয় সমন্বিত; শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, ও বীর, এই ছয় রসযুক্ত এই কাব্য (কুশীলব) গান করিতেছিল।

তাহার পরে মহর্ষি, সেই গানের স্থান মূর্চ্ছনাদিরও প্রকার বুঝাইতে ক্রটী করেন নাই। তৎসমুদয় উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বঙ্গকাব্যের জন্মদাতা কীর্ত্তিবাস মুকুন্দরাম, এবং ভারতচন্দ্রাদির রচিত কাব্যও, তাঁহাদের সময় হইতে, যে এ পর্য্যন্ত গীত হইতেছে, তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই। অতএব সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গকবিতাও গানের জন্যই সৃষ্ট। সুতরাং যে কবিতার সে গুণ নাই, তাহা কবিতাই নহে।

এখন এই পুস্তকের ছন্দের কৌশল দেখান যাইতেছে। যথা—

ওলো লো ভগিনী, অপূর্ব্ব কাহিনী
সীতাগুণ করি গান,
সম্পত্তিশালিনী—হও ভিখারিণী
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ। (১)

---

* রামায়ণে বালকাণ্ডে, দ্বিতীয় সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকঃ।

† রামায়ণ বালকাণ্ডে চতুর্থ সর্গে অষ্টম ও নবম শ্লোকঃ।

(১) প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রথম সোপান, প্রথম পৃষ্ঠা।

সাধারণ লঘু ও বৃহৎ সকল ত্রিপদীরই প্রথম দ্বিপদের শেষ বর্ণের মিল, ও তৃতীয় পদের শেষ বর্ণের সহিত, দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ বর্ণের মিল রাখার পদ্ধতি। যেমন, এই কবিতায় প্রথমার্দ্ধের "ভগিনী"আর "কাহিনী"তে মিল এবং তাহার তৃতীয় পদান্তের "গান" শব্দের সহিত, দ্বিতীয়ার্দ্ধের তৃতীয় পদান্তের "প্রাণে"র সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু, ইহাতে আরও কিছু নূতন কৌশল সন্নিবেশিত আছে। অর্থাৎ প্রথমার্দ্ধের তিন পদান্তের "ভগিনী" "কাহিনী" ও "গানে"র সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের "শালিনী" "ভিখারিণী" এবং "প্রাণে"র সঙ্গে যথাক্রমে মিল রহিয়াছে। তাহার পর—

কহিতে না সরে বাণী, বিড়ম্বিত রঘুমণি
স্বয়ং যিনি বিষ্ণু অবতার।
———প্রণয়িণী——— শিরোমণি,
——————যাঁর ॥ (২)

এই দীর্ঘ ত্রিপদীরও পূর্ব্বের ন্যায়, পরস্পর ছয় পদেই মিল আছে। তাহার পর নিম্নের ভঙ্গ ত্রিপদী আরও অধিক কঠিন প্রণালীতে রচিত। যথা—

শুনেছ কি কাণে————রাজা
——————দশানন।
————মানে————সাজা
———অকারণ ॥ (৩)

ইহার প্রথমার্দ্ধের প্রথম পদের "কাণে"র সহিত, দ্বিতীয়ার্দ্ধের "মানে" ও প্রথমার্দ্ধের দ্বিতীয় পদের "রাজা"র সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বিতীয় পাদের "সাজা"র মিল। তৃতীয় পদের মিল যাহা আছে, তাহাই মাত্র সাধারণ পদ্ধতি। তাহার পর—

হায়! হায়! হায়!
দিদি! বলিব কি আর, বলা সাধ্য কি আমার
দুর্গতি আরম্ভ হ'ল ধর্ম্মে মতি যার।

(২) প্রথম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় সোপান, চতুর্থ পৃষ্ঠা।
(৩) প্রথম পরিচ্ছেদ, চতুর্থ সোপান, ষষ্ঠ পৃষ্ঠা।

পায়, পায, পায়

কত শক্র যে সীতার,————————আবার

————————————তার। (৪)

প্রথমার্দ্ধের "হায" "আমার" "যার" সহিত দ্বিতীযার্দ্ধের "পায" 'সীতাব' "আবাব" মিল আছে। তৎপবে নিম্নের কবিতা, প্রকৃত "যমক" না হইলেও, ইহাকে "যোটক যমক" অবশ্যই বলা যাইতে পাবে। এই প্রণালীটী সম্পূর্ণ নূতন।—

অস্তাচলে চলে চলে, দিবাকর হেন কালে

আসি রাম লক্ষ্মণ সত্বরে—

সীতা সীতা বলে বলে, কুটীরেতে প্রবেশিলে

সীতা নাই, কে উত্তর করে॥ (৫)

ইহাবও উপবোক্ত (১) ও (২) ত্রিপদীর ন্যায পবস্পর ছয় পাদেই মিল রহিযাছে। তৎপবে—

শ্রীরামগৃহিণী সীতা, জনকনন্দিনী,

রাবণভয়ে ত্রাসিতা, দিবস যামিনী॥ (৬)

এই পয়াবেব পদান্তেব মিল ব্যতীত. পূর্ব্বার্দ্ধেব অষ্টম যতি "সীতার" সহিত শেষার্দ্ধেব অষ্টম যতি "ত্রাসিতা"ব মিল আছে। তাহাব পব—

সীতার নিকট, হইয়া বিদায়,

দন্ত কট মট, করি হনু চায়॥ (৭)

এই দ্বাদশাক্ষবী ছন্দেও, প্রস্তাবিত চতুর্দ্দশাক্ষবী পযাবেব অষ্টমাক্ষরেব ন্যায়, ষড়ক্ষরে যতিব অক্ষব মিল আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কঠিনতম ছন্দের বন্ধনে এক একটী সোপানেব আদ্যন্ত বচিত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রস্তাবিত প্রণালীতে কঠিন ছন্দ ব্যতীত, সাধাবণ পযাবে অতি সামান্য কযটী সোপান মাত্র বচিত হইযাছে। প্রণেতাব চিন্তাশীলতা এবং ধৈর্য্যেব

(৪) প্রথম পরিচ্ছেদ, পঞ্চম সোপান, দ্বাদশ পৃষ্ঠা।

(৫) প্রথম পবিচ্ছেদ, দশম সোপান, ৩১ পৃষ্ঠা।

(৬) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম সোপান, ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৭) দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ, দ্বিতীয় সোপান, ৪৯ পৃষ্ঠা।

সহিত শ্রম নৈপুণ্যের পরিচয়, এতদ্বারাই যথেষ্ট হয়। তবে, এই পুস্তকের অনেক স্থানে সমদ্বিস্বরান্ত বৃত্তের ভঙ্গ হইয়াছে; এবং স্থানে স্থানে যতিভঙ্গাদি দোষও আছে। আর, ছন্দের কাঠিন্যে স্থলবিশেষে দুরন্বয় দোষও না আছে এমন নহে। কিন্তু, প্রাচীন প্রণালীতে, তাহার প্রায় অনেকগুলিই, দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বিশেষতঃ, সমদ্বিস্বরান্ত বৃত্ত না হইলে যে, তাহা কবিতাই হয় না, ইহাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহা হইলে নূতন আলঙ্কারিক সমালোচকদিগের মতে, বঙ্গের সঙ্গীত কাননের বসন্ত স্বরূপ কীর্ত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতিকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু, সেই প্রাচীন কবিদিগের গানে, কালই তাঁহাদের অধীন ভিন্ন, তাঁহারা কেহ, কালের অধীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সমদ্বিস্বরান্ত বৃত্ত, আবৃত্তিতে ও শ্রবণে মধুর হইলেও, তানলয়যোগে সমস্বরান্তের সহিত তাহার কোনই প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

এখন উপসংহারে, আমি এইমাত্র বলিব যে, এই পুস্তকে যাহাই আছে, তাহা, প্রকৃত নিষ্ঠাবান ভক্ত বঙ্গ কবির অনাবিল বাঙ্গালীর হৃদয় কন্দর হইতে উৎপন্ন, খাঁটি বঙ্গ কাব্য প্রস্রবণ। ইহা, কৃত্রিম পয়োনালী প্রবাহিত, কৃত্রিম বরফ মিশ্রিত, বিদেশীয় মশলায় পরিশ্রুত, সুপেয় সলিল না হইলেও, স্বভাব উৎপন্ন, সমল বন্য শুষ্ক পুষ্প পরাগ মিশ্রিত, গৈরিক মলদিগ্ধ পবিত্র জল, এবং স্বদেশীয়ের সুপেয়। আর ইহা, বহুমূল্য মণি মুক্তা বিজড়িত নানা অলঙ্কার ভূষিতা রাজরাণী না হইলেও, ইহা যে পরদেশানীত বডি, গাউন, বুট শোভিত বিদ্যাবতী মহিলা নহে, তাহাই সমধিক গৌরবের বিষয়। সীতা-চরিত, কবি-গুরু বাল্মীকির অপার মহিমার স্বর্ণময় ভূষণ দাম বিভূষিত দেবী না হইলেও, যে, সিন্দূর সীমন্তিনী, শঙ্খ বলয়া, মলিন বসনা, অবগুণ্ঠনবতী পল্লীবাসিনী বঙ্গ সাধ্বী, ইহা মুক্তকণ্ঠে অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

আমি বিশেষ মনোযোগী থাকিলেও স্থানে স্থানে ভুল রহিয়াছে। পাঠকগণ, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ইতি

কলিকাতা।
২৫ চৈত্র ১৩০০ সাল। } শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।

গ্রন্থ-সূচনা।

বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভীষণ কারাগার স্বরূপ সংসারে আবদ্ধের প্রধান কারণই ভালবাসা। ভালবাসার উপরই সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ নির্ভর করে। ভালবাসা ত্রিবিধ। স্বতঃসিদ্ধ, নিঃস্বার্থ এবং স্বার্থপর। স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসার দ্বারাই মাতৃগণ, শিশু সকলকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; কিন্তু মনুষ্যদিগের স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসার সহিতও স্বার্থপরতার সংস্রব আছে।—যথা "পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ"। পশু পক্ষ্যাদির আর তাহা নাই, তাহারা কেবল স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করে। মনুষ্যজীবন, যে ভালবাসার নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত, তাহাতে এতদূর স্বার্থপরতা সন্নিবেশিত রহিয়াছে যে, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাঘাত হইলেই, অমনি ভালবাসা দূরে গমন করে। এমন কি, পিতা মাতাও, পুত্রের মৃত্যুকামনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অথচ সেই ভালবাসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অহরহঃ কেবল কুপথে ভ্রমণ ভিন্ন পরমার্থ পথের দিকে দৃষ্টিপাতও করি না। আমরা স্বার্থের দাস, স্বার্থের নিমিত্ত মান, ঘৃণা, লজ্জা, বীর্য্য প্রভৃতি এমন কি অম্লানবদনে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়া থাকি। ভালবাসার দ্বারা যেমন সংসারে সুখ সম্বর্দ্ধন হয়, তেমন তাহার অভাবে যে বিষ উৎপন্ন হইবে, ইহার বিচিত্র কি? স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা কখনই চিরস্থায়ী নহে। নিঃস্বার্থ ভালবাসাই ভালবাসা। যেরূপ সম্প্রদায়ে যে কোন ব্যক্তিই কেন না হউক, যাহাকে যে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে, স্বীয় জীবনান্ত পর্য্যন্ত সে ভালবাসা কদাচই যাইবার নহে, এবং তাহার প্রতিরোধ জন্মাইতেও কাহারই সাধ্য নাই। সে ভালবাসা সম্বন্ধাসম্বন্ধের সহিত সংস্রব রাখে না।—সে ভালবাসায় জাতিভেদ নাই। —সে ভালবাসা স্ত্রীপুরুষের প্রতিও নির্ভর করে না। —সে ভালবাসায় সুন্দর কুৎসিত নাই।—আর সেই ভালবাসাই ঐশ্বরিক। যাহার চক্ষে যাহাকে যে ভাল বাসে, সে ভিন্ন তাহার মাধুর্য্যানুভব করা অন্যের নিতান্তই অসাধ্য। পৃথিবীস্থ কোন সৌন্দর্য্যই সে চক্ষে স্থান পায় না। ফলতঃ এরূপ ভালবাসা অতি বিরল। সংসারে সুখ থাকিলে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা যে অনির্ব্বচনীয়

মনের প্রীতি লাভ হইয়া থাকে, তাহাই জীবনের সার্থকতা। জগতে যখন সকলেই ভালবাসা লইয়া আবদ্ধ, তখন আর আমিই বা না হইব কেন? আমিও একটী বালিকাকে ভাল বাসিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বালিকার সুখ সম্পাদনই আমার একান্ত বাসনা। ঈশ্বর কোন অঘটন না ঘটাইলে জীবিত পর্য্যন্ত, আমাদ্বারা বালিকার মঙ্গলসাধন যতদূর হইতে পারে, তাহাতে ত্রুটি করিব না। বালিকাটি এই চতুর্থ বর্ষ মাত্র অতিক্রম করিল। এত অল্পকালেই উহার গল্প শুনিতে অতিশয় শ্রদ্ধা এবং রচিত কোন গ্রন্থাদির দুই একটী পদ্যও মুখস্থ করিয়াছে। অদ্যাপি অক্ষর পরিচয় হয় নাই, অথচ মুখে শিক্ষা দিলে অত্যল্প কালেই কণ্ঠস্থ করিতে পারে। যে সমস্ত পদ্যাদি রচিত আছে, তন্মধ্যে অনেকাংশ সরল থাকিলেও, তাহাতে গ্রন্থকার ব্যতীত বক্তার নির্দ্দেশ প্রায়শঃই লক্ষ্য হয় না। বালিকারা জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বে প্রাচীন পরম্পরা রচিত ব্রত-কথা ও গার্হস্থ্য নীতি প্রভৃতির সরল কবিতাগুলি শিখিতে যেরূপ সচেষ্টিতা হয়, গ্রন্থাদি শুনিতে সেরূপ মনোযোগ করে না। তদ্ধেতু, সুকোমলমতি বালিকার হৃদয়ক্ষেত্রে, সুপবিত্র সীতা-বৃক্ষের বীজ বপন মানসে, আমি, বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই নারী সাজাইয়া, এই ক্ষুদ্রতম "সীতা-চরিত" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। এইক্ষণ জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, বালিকা, মৎকৃত সীতা-চরিত খানি মুখস্থ করতঃ, কালে তন্মর্ম্মাবধারণে সক্ষম হইয়া আজীবন জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

সীতা-চরিত, প্রথম মুদ্রাঙ্কণের পর, সরলমতি বালিকাদিগের সুখপাঠ্য ও শিক্ষোপযোগী বোধে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয়ে, পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্ম্মুদ্রিত হইল। এবারেও সরল করিতে চেষ্টা পাইয়াছি; এই আদর্শচরিত্র পাঠে বালিকাগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিব॥

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কোনও ঘটনা বৈচিত্রে, আমি, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের সংশোধন কার্য্য, সকল সময়ে স্বয়ং দেখিতে পারি নাই। সুতরাং বিস্তর ভুল রহিয়া গিয়াছে। অতএব পাঠকগণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বর্ত্তমান সংস্করণে আমি নিজে সমস্তই দেখিয়াছি। অতএব, দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকারে, বর্ত্তমান শোধিত পুস্তকের সহিত স্ব স্ব পুস্তক ঐক্য করিয়া, স্বয়ংই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইলে, বিশেষ সন্তোষের কারণ হয়। এবার ইহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিতও হইয়াছে।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে, আমি, যে চতুর্থবর্ষীয়া বালিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, ভগবানের কৃপায় এখন তাহার বয়স, ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। আমি তাহার আজীবন সুখের জন্য যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বিধাতা তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। বিধিলিপি, মানবের মনোবুদ্ধির অগোচর। বালিকার বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার সুখের, কি দুঃখের, তাহা তিনিই জানেন। আমি সামান্য মানব হইয়া সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অশক্ত। তবে সুখের বিষয় এই যে, বালিকা, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমে এই গ্রন্থখানি প্রায় মুখস্থ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন সে, কেবল ইহা মুখস্থ মাত্রই করে নাই, আমি তাহার

সুকুমার শৈশব জীবনে কবিতা শিক্ষার সময়, তাহার তরল হৃদয়ে ভাবার্থও গাঢ় অঙ্কিত করিতে যে শ্রম করিয়াছিলাম, তাহাও সার্থক হইয়াছে।—বালিকা এখন এই সীতাচরিত পরিষ্কাররূপে আপনি যেমন বুঝিযাছে, আপনাকেও সেইরূপে প্রস্তুত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিযা থাকে। আমি অবশ্যই স্নেহান্ধ-চক্ষে তাহার গুণের পক্ষপাতী ; কিন্তু অন্য বন্ধুবান্ধবও তাহাব সযত্নগঠিত চরিত্র আর হৃদয়ের সরলতা, পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া সুখী হইয়া থাকেন। ইহাই আমি, কৃতার্থতার যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। ভগবানের কৃপায়, তাহার আজীবন এই ভাব পরিণতি স্থির থাকিলেই মঙ্গলের কথা।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এবার সীতা-চরিত মুদ্রাঙ্কন সময়ে স্নেহাস্পদ শ্রীমান গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিকরতঃ বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রুফগুলি সংশোধন করিয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, শ্রীমান দীর্ঘজীবি হইযা জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হউক।

সন ১৩০০। চৈত্র।
কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায়।

সীতা-চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম সোপান।

ওলো লো ভগিনি ! অপূর্ব্ব কাহিনী—
সীতা-গুণ করি গান।
সম্পত্তি-শালিনী, হও ভিখারিণী,
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ ॥
মিথিলাধিপতি, জনক ভূপতি,
তাঁহার নন্দিনী সীতা।
রূপে জিনে রতি, গুণে সরস্বতী,
সর্ব্বাংশেতে প্রশংসিতা ॥
ধনুর্ভঙ্গ পণ, করিয়া রাজন,
বিবাহ উদ্যোগ করে।
শুনি বীরগণ হ'য়ে হৃষ্ট মন,
প্রবেশিল সে নগরে ॥

ধনুক টঙ্কার, দিতে শক্তি কার,
নারিল গুণ জুড়িতে।
যত অহঙ্কার, চূর্ণিল সবার,
ফিরে যায় দুঃখ চিতে ॥
তদন্তরে রাম, সর্ব্ব-গুণ-ধাম,
দশরথ-সুত এসে।
রাখি বীর-নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
হইলেন অবশেষে ॥
পুরবাসীগণ, আনন্দে মগন,
রাম-রূপ হেরি সবে।
বলে সর্ব্ব জন, রতনে রতন,
মিলাইল বিধি এবে ॥
জনক রাজন, করি আমন্ত্রণ
দশরথ নৃপে আনি।
সর্ব্ব সুলক্ষণ, শ্রীরামে তখন,
অর্পিল নিজ নন্দিনী ॥
এরূপ মিলন, ভূতলে নূতন,
ঘনে সৌদামিনী যথা।
বিধি বিড়ম্বন, কে করে খণ্ডন,
শুন অতঃপর কথা ॥

দ্বিতীয় সোপান।

পুত্র পুত্র-বধূ সহ অযোধ্যা-রাজন।
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন যখন ॥

পথে যামদগ্ন্য রাম সীতার কারণ।
রাম-সনে রণ হেতু সাজিলা তখন॥
রাম, রাম-বল, হরি, করিল দুর্ব্বল।
সহজে নিবৃত্তি হল সমস্ত কন্দোল॥
পরে সমারোহ সহ, রাজা দশরথ।
সুমঙ্গলে অতিক্রম করি সব পথ॥.
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে অযোধ্যা ভবনে।
প্রবেশ করেন হর্ষে অনুচর সনে॥
বাজিল বিবিধ-বাদ্য সংখ্যা কেবা করে।
হুলু-ধ্বনি হইল রাজার অন্তঃপুরে॥
মাঙ্গলিক আচরণে পুর নারীগণ।
নব-বধূ সমাদরে করিল গ্রহণ॥
এইরূপে কিছুদিন সুখে করি গত।
রামে রাজ্য দানে রাজা হলেন উদ্যত॥
মন্থরা-দুর্ব্বাক্যরূপ হরিতাল ভখি।
নাগিণী কৈকেয়ী হয়ে দ্বেষেতে দুর্ম্মুখী॥
ক্রোধেতে দংশিল যেই দশরথ কাণে।
অমনি হারান জ্ঞান রাম-শোক ধ্যানে॥
কৈকেয়ীর বাঞ্ছা পূর্ণ হইল সত্বর।
স্ব-পুরী অযোধ্যা-ধাম শোকেতে কাতর॥
অক্ষোভে শ্রীরামচন্দ্র ত্যজি নিজ গৃহ।
পশিলেন বনে, সীতা লক্ষ্মণের সহ॥
সে দিনের দুঃখ দিদি! কি বলিব আর।
স্মরিলে বিদরে বক্ষঃ প্রাণে বাঁচা ভার॥

এই হ'তে সীতা-দুঃখ হ'ল উদ্দীপন।
তদন্তে হইল যাহা করহ শ্রবণ!

তৃতীয় সোপান।

কহিতে না সরে বাণী, বিড়ম্বিত রঘুমণি,
স্বয়ং যিনি বিষ্ণু অবতার।
সাধ্বী-সীতা প্রণয়িণী, বলিগণ শিরোমণি,
অনুজ-লক্ষ্মণ দাস যাঁর॥
দৈব হ'লে প্রতিকূল, কে পায় সুখের মূল,
রাম তার দৃষ্টান্তের স্থল।
কি ছিল তাঁর অপ্রতুল, বিভব ছিল অতুল,
তবু পরেন্ বৃক্ষের বাকল॥
ভাগ্য-লক্ষ্মী স্থির নয়, পুরুষে অনেক সয়,
তজ্জন্য তাহারা বলবান্।
হীনবলা নারীচয়, পতিরে করি আশ্রয়,
বিবিধ-বিপদে পায় ত্রাণ॥
পতি যার প্রতিকূল, না পায় সুখের মূল,
চক্ষুঃশূল সে নারী সবার।
হলে অন্যে অনুকূল, কিছুতে নাই প্রতুল,
পতি-সুখ দেয় সাধ্য কার॥
রমণী রতন সীতা, সুখেতে চিরপালিতা,
দুঃখ নাহি জানেন স্বপনে।
রামে হয়ে অনুগতা, নাহি শুনি কারু কথা,
ইচ্ছা করি আসিলেন বনে॥

পতিতে যার সদা মতি, সেই নারী ভাগ্যবতী
স্নখ দুঃখ পতি মাত্র জ্ঞান।
ইহ কিম্বা পরে গতি, সমানে ভুঞ্জিবে সতী,
দুর্গতি না হবে আগুয়ান॥
বনেতে বিবিধ ক্লেশ, তৎপ্রতি নাই দৃষ্টি লেশ,
দৃষ্টি মাত্র রাম-পদ-তলে।
অন্য সুখে সদা দ্বেষ, রামে করি মনাবেশ,
সর্ব্বদা থাকেন কুতূহলে॥
ধর্ম্মে যার থাকে মতি, সহ্য গুণ হয় অতি,
দুর্গতিতে নাহি তার ভয়।
সীতা নয় সামান্যা সতী, পতি জন্য প্রাণাহুতি,
দিতে কভু কুণ্ঠিতা না হয়॥
তুষিতে রামের মন, চিন্তা তাঁর অনুক্ষণ,
অন্য চিন্তা না ছিল সীতার।
সর্ব্বদা নিকটে রন, করি মিষ্ট আলাপন,
দূর করেন্ মনের বিকার॥
অমূল্য স্ত্রীরত্ন যদি, কাহাকেও দেন বিধি,
তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য ভার।
সুমিলন যদবধি, সীতাকে রাম তদবধি,
করেছেন স্বকণ্ঠের হার॥
সীতা মুখ নিরীক্ষণ, করি রাম সর্ব্বক্ষণ,
ভুলিতেন বন-দুঃখ যত।
সুশীল শান্ত লক্ষ্মণ, উভয়ের যোগায়ে মন,
করিতে লাগিলা কাল গত॥

ক্রমে ক্রমে তিন জন, করি কত পর্য্যটন,
প্রবেশেন পঞ্চবটী বনে।
দেখি বন সুশোভন, রামের হইল মন,
বাসস্থান নির্ম্মাণ কারণে।
রাম আজ্ঞা শিরে ধরি, লক্ষ্মণ ত্বরিত করি,
নির্ম্মাইল সুদৃশ্য কুটীর।
শ্রীহরিরে মনে স্মরি, সীতা চন্দ্রানন হেরি,
পশিলেন তাহে রঘুবীর॥
এরূপে পঞ্চবটীতে, কথঞ্চিত সুস্থ চিতে,
রহিলেন রাম গুণাকর॥
জন্তু ভয় নিবারিতে, কোদণ্ড করে করিতে,
হইলেন লক্ষ্মণ তৎপর॥
পরেতে যে দুর্ঘটন, হল দিদি সংঘটন,
বলিতে বিদরে মম হিয়া
তবু পারি যত ক্ষণ, ধৈর্য্য ধরি সর্ব্বজন,
সীতা-দুঃখ শুন মন দিয়া॥

চতুর্থ সোপান।

শুনেছ কি কানে, লঙ্কাপুরে রাজা,
ছিল নামে দশানন।
কা'রে নাহি মানে, দেবগণে সাজা,
দিত সদা অকারণ॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যমে বাঁধি আনি,
কাটাত ঘোড়ার ঘাস।

করি অনুতাপ, ছিল যত মুনি,
ত্যজিল আপন বাস ॥
গুহায় গুহায়, কত লুকাইল,
মুড়াইল কত কেশ।
না হেরি উপায়, ভ্রমিতে লাগিল,
ধরি সবে নানা বেশ ॥
অস্থির জগৎ, রাবণের ভয়ে,
ভূচর খেচরগণ।
নাহি সদসৎ মৃত্যু-জয়ী হয়ে,
হইল অতি দুর্জ্জন ॥
ব্রহ্মার বরেতে মৃত্যু-শর যার
আপন করেতে স্থিত।
কে তারে যুদ্ধেতে, মৃত্যু মুখে আর,
করিতে পারে পাতিত ॥
কত অত্যাচার করিল পাপিষ্ঠ,
কেহ প্রকাশিতে নারে ॥
করি হাহাকার ভুল সবে ইষ্ট
নিন্দাকরে বিধাতারে ॥
সতীর সতীত্ব, না রাখিল আর,
কামে হয়ে বশীভূত।
এইরূপে নিত্য মন্দ ব্যবহার,
করিল কত অদ্ভুত ॥
পাপেতে তাহার, অধীর ধরণী,
কাঁপে সদা থর হরি।

হেন সাধ্য কা'র দুর্ব্বৃত্তের বাণী
লঙ্ঘে কেহ তুচ্ছ করি ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি কিন্নর,
সর্ব্বদা করিল ত্রাস।
সকলের গর্ব্ব চূর্ণিয়া পামর,
করিল সবারে দাস ॥
রাবণ ভগিনী, শূর্পণখা নাম,
কামাসক্তা অতিশয়।
ভ্রমি একাকিনী, পূর্ণ মনস্কাম,
করে নাহি করি ভয় ॥
লঙ্কাতে প্রায়শঃ থাকে না পাপিনী,
বনে বনে সদা ফিরে।
খুজিয়া পুরুষ, লয়ে ভুজঙ্গিনী,
সতত বিহার করে ॥
বনেতে দুর্দ্দশা, হইবেক যত,
সীতা তাহা নাহি জানে।
রাবণের স্বসা, ভ্রমি স্থান কত
এল পঞ্চবটী বনে ॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা, কুটীরেতে বসি,
ঈশ্বরে করিছে ধ্যান।
না হয়ে ত্রাসিতা, সে দুষ্টা রাক্ষসী,
করিল মানুষ জ্ঞান ॥
সুগৌর বরণ, লক্ষ্মণে হেরিয়ে,
কামে হয়ে বশীভূতা।

মায়াতে তখন, সুন্দরী সাজিয়ে,
প্রকাশে কত ছলতা ॥
শুনহে গৌরাঙ্গ ! বিবাহ আমার,
হয় নাহি অদ্যাবধি।
লভি তব সঙ্গ, করিব বিহার,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
রতনে রতন, এত দিন পরে,
মিলাইল কৃপাময়।
করিব যতন, সতত তোমারে,
করনা ইথে সংশয় ॥
সামান্যা রমণী, নই আমি নাথ,
শুন বলি সমুদায়।
রাবণ ভগিনী, ভুবন বিখ্যাত,
কেহ তুল্য মোর নয় ॥
অপর্য্যাপ্ত সুখে, মন মজাইব,
ধনের নাহিক ওর।
সদা তব মুখে, মধু ঢেলে দিব,
খাইয়ে হইবে ভোর ॥
মায়াবিনী মোরা, নিত্য নব প্রেমে,
আলিঙ্গিব সর্ব্বক্ষণ।
শোকের পশরা, শিরে কোন ক্রমে,
হবে না নিতে কখন ॥
যৌবন অটল, থাকিবে আমার,
হ্রাস নাহি কভু হবে।

হইবে শীতল, হৃদয় তোমার,
বক্ষে বক্ষঃ যবে দিবে ॥
সন্ন্যাসীর ক্লেশ, নাহি শোভা পায়,
কিশোর বয়সে তব।
করায়ে সুবেশ, সতত তোমায়,
করিব কত উৎসব ॥
পাপিনীর বাণী, শুনিয়া লক্ষ্মণ,
ক্রোধেতে হয়ে অধীর।
বলে দুশ্চারিণি! ক্ষান্ত হও এখন,
কাছে আছে রঘুবীর ॥
ওরূপ দুর্ব্বাক্য, বলিলে আবার,
কাটি লব তোর মাথা।
হইলে স্বপক্ষ, রাক্ষস অপার,
অসত্য না হবে কথা ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ, বনেতে আসিল,
না বুঝিয়া সে রাক্ষসী।
কত কুবচন, বলিতে লাগিল,
নির্ভয়েতে পাপিয়সী ॥
"ওরে রে মানব! না ডরি দাদারে,
করিতেছ অহঙ্কার।
চূর্ণ হবে সব, বলিগে তাহারে,
করিবে সে প্রতিকার ॥
আমি যে না পারি, মনে তা ভেব না,
সঙ্গে সেনা বহু আছে।

কর না আর জারি, গেল বল জানা,
আসিতেছে তারা পাছে ॥
রূপেতে তোমার, হইয়া মোহিত,
করিনু এত মিনতি।
নহিলে কি আর, এতই সহিত,
সূর্পণখা এ দুর্গতি ॥
মানিলে না তুমি, মম এ কাকুতি,
সুধু অহঙ্কার করি।
এই দেখ আমি, উদরে আহুতি,
দিতেছি তোমারে ধরি ॥"
ত্যজি মায়া বেশ, রাবণ ভগিনী,
করিল মুখ ব্যাদান।
ধরি তার কেশ, লক্ষ্মণ অমনি,
কাটি দিল নাক কাণ ॥
রক্তেতে তাহার, বক্ষঃ ভেসে গেল,
করিল চীৎকার ধ্বনি।
লক্ষ্মণেরে আর, ফিরে না দেখিল,
চলি গেল সে পাপিনী ॥
আপদ মিটিল, হইবার যাহা,
রাক্ষসী করিল ভোগ।
তদন্তে যা হল, বলিতেছি তাহা,
শুন করি মনোযোগ।

পঞ্চম সোপান।

হায়! হায়! হায়!
দিদি! বলিব কি আর, বলা সাধ্য কি আমার,
দুর্গতি আরম্ভ হ'ল ধর্ম্মে মতি যার।
পায় পায় পায়,
কত শত্রু যে সীতার, বনে ঘটিল আবার,
দুঃখ ভার বহিবারে জন্ম হ'ল তার॥
ভয় ভয় ভয়,
সীতা করে সর্ব্বক্ষণ, হেরি কত কুলক্ষণ,
নাসিকা ছেদনে হ'ল বিরোধ ঘটন।
জয় জয় জয়,
রবে রাক্ষস তখন, কত করিয়া গর্জ্জন,
প্রবেশি রামের সহ আরম্ভিল রণ॥
শত শত শত,
মরে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস, করি অদ্ভুত সাহস,
হেরি তাহা লভে রাম কতই সন্তোষ।
কত কত কত,
ছিল যুদ্ধেতে সবশ, রাম শরেতে অবশ,
হইয়া করিল যুক্তি পলান মানস॥
শরে শরে শরে,
রাম চতুর্দ্দিকে ঘেরে, সবে পড়ি গেল ফেরে,
একে একে রামচন্দ্র সমস্ত সংহারে।

মরে মরে মরে,
তবু কিচি মিচি করে, রাম নির্ভয় শরীরে,
বিজয়ী হইল রণে সহাস্য অন্তরে ॥
আড়ে আড়ে আড়ে,
থাকি ভাবে সর্ব্বনাশী, সেই নাককাটা রাক্ষসী,
সমস্ত রাক্ষস বধ করিল সন্ন্যাসী।
হাড়ে হাড়ে হাড়ে,
ব্যথা পেয়ে পাপীয়সী, রামে কিরূপে বিনাশি,
এই চিন্তা মাত্র তার হল দিবানিশি ॥
মনে মনে মনে,
যুক্তি করিল তখন, সীতা রূপ বিবরণ,
শুনিলে অবশ্য দাদা হবে উচাটন।
বনে বনে বনে,
মিছা করিলে রোদন, ফল কি হবে এখন,
দাদার নিকটে গিয়ে করি নিবেদন ॥
স্বন্ স্বন্ স্বন্,
করি গেল লঙ্কাপুরী, তথা ছিল যত নারী,
চিনিতে না পারি তারা দিল টিটকারি।
হন্ হন্ হন্,
করি চুল কারু ধরি, করে কত মারামারি,
চিন না আমি যে তোদের শ্বশুর ঝিয়ারী ॥
হেঁসে হেঁসে হেঁসে,
পড়ে কে কাহার গায়, বলে ঠেকিলাম দায়,
নাক্ কাটা ঠাকুরঝী আবার কে এল লঙ্কায়।

দেশে দেশে দেশে,
যারা পুরুষ খুজ্‌তে যায়, তাদের হেন দশা হয়,
কি ব'লে মুখ দেখাইলি মরি যে ঘৃণায় ॥
রাগে রাগে রাগে,
দিয়ে কত গালাগালি, গেল তথা হতে চলি,
দেখা'ব ইহার মজা দাদায় গিয়ে বলি।
আগে আগে আগে,
যায় লঙ্কার ছেলেগুলি, সবে দিয়ে করতালী,
নাচিছে গাইছে দিছে গায় ধূলি ॥
জর জর জর,
দুঃখে রাক্ষসী হইল, মুখ বসনে ঢাকিল,
অপেক্ষা না করি রাজ-সভাতে চলিল।
ঝর ঝর ঝর,
অশ্রু বহিতে লাগিল, সবে চমকি উঠিল,
"কে তুমি কে তুমি" বলে জিজ্ঞাসা করিল॥
লাজে লাজে লাজে,
কিছু কহিতে নারিল, মনে আবার ভাবিল,
না বলে উপায় নাই বলিতে হইল।
বাজে বাজে বাজে,
কত কথা বানাইল, নিজ দোষ সঙ্গোপিল,
রাম অত্যাচার মাত্র আরম্ভ করিল ॥
শুন শুন শুন,
আমি শূর্পণখা নারী, কথা বল্‌তে শঙ্কা করি,
দাদার কারণে এত দুর্দ্দশা আমারি।

বন বন বন,

ভ্রমি দিবা বিভাবরী,   যদি হেরি সু-সুন্দরী,

দাদায় আনিয়া দিব এই ইচ্ছা করি ॥

খুজে খুজে খুজে,

পেলাম রমণী রতন,   দাদার মনের মতন,

রয়েছে দেখ্‌গে পঞ্চবটীতে এখন।

বুঝে বুঝে বুঝে,

তার মন বিলক্ষণ,   সঙ্গে আনিব যখন,

এমন সময়ে হ'ল বিপদ ঘটন ॥

পাছে পাছে পাছে,

এল মনুষ্য দু' বেটা,   তাদের শিরে কত জটা,

কৃষ্ণ বর্ণ একজন অন্য জন কটা।

গাছে গাছে গাছে,

ছিল প্রহরী সে দুটা, তাহা জান্‌ত আগে কেটা,

নতুবা বাজিবে কেন এতদূর লেটা ॥

করে করে করে,

তারা বান্ধিয়া আমার,   কত করি তিরস্কার

নাক কাণ কাটি পরে দিয়াছে আবার।

ঘরে ঘরে ঘরে,

পশি কত শত বার,   করি মানুষ আহার,

কভু হেরি নাই হেন বলিষ্ঠ যে আর ॥

ডেকে ডেকে ডেকে,

আনি খর দূষণেরে,   তারা অতি ক্রোধ ভরে,

সসৈন্যে প্রবেশ করে সে কাল সমরে।

একে একে একে,
তারা সমস্ত সংহারে, গেল সবে যম ঘরে,
এক জন ফিরে আর না এল বাহিরে ॥
থর থর থর,
কাঁপি রাজা দশানন, বলে ক্ষান্ত হও এখন,
ধরিয়া আনিয়া তাদেক্ করিব নিধন।
পর পর পর,
যাহা হইল ঘটন, তাহা শুন সর্ব্বজন,
যথা সাধ্য ক্রমান্বয়ে করি নিবেদন ॥

ষষ্ঠ সোপান।

সভা হ'তে গাত্রোত্থান করি লঙ্কাপতি।
মন্ত্র-গৃহে প্রবেশেন অতি শীঘ্রগতি ॥
মন্ত্রিগণ সহ রাজা বসিয়ে তথায়।
শূর্পণখা বিবরণ সবারে জানায় ॥
"শ্রবণ করিলে সবে ভগিনীর কথা।
নর হয়ে রাবণের মর্ম্মে দিল ব্যথা ॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মম বিখ্যাত ভূতলে।
স্বেচ্ছায় ভুজঙ্গ ধরি কে বান্ধিল গলে ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মহাবীর।
সঙ্গে সেনাপতি খর দূষণ সুধীর ॥
সে সবারে বধ করে সামান্য নরেতে।
এ দুঃখ কি সহ্য হয় রাবণের চিতে ॥

সৈন্যাধ্যক্ষগণে বল সুসজ্জ হইতে।
সমরে যাইব স্বয়ং রজনী প্রভাতে॥”
শুনিয়া সচিববর্গ জোড়-করে কয়।
তুচ্ছ কার্য্যে প্রভুর গমন শ্রেয়ঃ নয়॥
অসংখ্য রাক্ষস আছে রণে সুপণ্ডিত।
সমরে কদাচ তারা হয় না শঙ্কিত॥
আজ্ঞা মাত্র হাতে গলে বান্ধি আনি দিবে।
অথবা সমুদ্র গর্ব্ভে নিক্ষেপ করিবে॥
তজ্জন্য উদ্বিগ্ন ভাব কিসের কারণ।
নিশ্চিন্তে সুখেতে বসি থাকুন রাজন্॥
ইহা শুনি রাবণ বলেন পুনর্ব্বার।
অযথা করিছ কেন এত অহঙ্কার॥
মানবের সাধ্য কি রাক্ষস বধ করে।
সামান্য বলিয়া তারে ভেব না অন্তরে॥
এত শুনি মন্ত্রী মধ্যে সুবিজ্ঞ যে জন।
গল-লগ্নী-কৃত-বাসে করে নিবেদন॥
অবশ্যই নর-নাথের এ যুক্তি সম্ভব।
মনুষ্যে রাক্ষস বধে অতি অসম্ভব॥
অতএব সবিশেষ করি বিবেচনা।
সমরে প্রবৃত্ত হন ইহাই প্রার্থনা॥
কি জানি পশ্চাতে কোন হয় দুর্ঘটন।
অকারণ শত্রুগণ হাসিবে তখন॥
ছিদ্র অন্বেষণ করে সদা দেবগণ।
যাহাতে প্রভুর হয় বিপদ ঘটন॥

ক্ষুদ্র বলি শত্রুরে যে করে হেয়-জ্ঞান।
ইচ্ছা করি ডাকি আনে নিজ অকল্যাণ ॥
ইহা বুঝি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা হয়।
আজ্ঞা মাত্র সুসম্পন্ন করি সমুদয় ॥
শুনিয়া মন্ত্রীর বাক্য নীরবে রাবণ।
সভা ভাঙ্গি অন্তঃপুরে করিল গমন ॥
মন্ত্রিগণ গেল চলি স্বস্ব নিকেতন।
অতঃপর শুন যাহা হইল ঘটন ॥

সপ্তম সোপান।

অপূর্ব্ব প্রাসাদে, বসিয়ে একাকী,
চিন্তিতেছে লঙ্কেশ্বর।
কি জন্য বিষাদে, মন থাকি থাকি,
কাঁপিতেছে থর থর ॥
শূর্পণখা মুখে, শুনিনু যে কথা,
তাতে বা কি ভয় আছে।
আনি তারে সুখে, ঘুচাইব ব্যথা,
অসাধ্য কি মোর কাছে ॥
দুটী মাত্র তার, প্রহরী রয়েছে,
সে অতি সামান্য কথা।
ত্রিভুবনে আর, রাবণের কাছে,
কে উচ্চ করিবে মাথা ॥
শূর্পণখা বলে, এমন সুন্দরী,
হেরি নাই কভু চখে।

ছলে কিম্বা বলে, আনি লঙ্কাপুরী,
সাধ মিটাইব দেখে ॥
সমরের সাজ, দেখিয়া সুন্দরী,
ভয়ে যদি চলি যায়।
পণ্ড হবে কাজ, ক'রে বাহাদুরী,
কিফল হইবে তায় ॥
স্বকার্য্য-সাধন, করিবে পণ্ডিত,
লঘু গুরু নাহি ভেবে।
পৌরুষ কারণ, ত্যজিয়ে নিশ্চিত,
অনির্দ্দিষ্টে কে চিন্তিবে ॥
মায়া বলে মোরা, যেরূপ কৌশলী,
অন্যের অসাধ্য যাহা।
যক্ষ কি অপ্সরা, ইচ্ছাতে সকলি,
হ'তে পারি সব তাহা ॥
ছল করি যাই, পঞ্চবটী বনে,
বৃথা চিন্তা কেন করি।
যদি দেখ্‌তে পাই, অতি সংগোপনে,
আনিব তাহারে ধরি ॥
কিন্তু একটী কথা, পড়িল মনেতে,
সঙ্গে লব মারীচেরে।
আছে নারী যথা, পারিবে জানিতে,
থাকে সে সমুদ্র পারে ॥
স্থির করে মনে, পর-নারী চুরি,
ভবিষ্যত না ভাবিয়ে।

কে জানে স্বপনে— স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
নাশিবে রাম আসিয়ে ॥
বিধি হ'লে বাম, ঘটে যে বিপদ,
বাধা দিতে কেহ নারে।
নহিলে কি রাম, হারায়ে সম্পদ,
আসিবে বন মাঝারে ॥
সুবুদ্ধি নির্ব্বোধ, হয় সেই কালে,
লক্ষ্মীর অকৃপা যবে।
সুহৃদের ভেদ, পদতলে দলে,
উচ্ছিষ্ট ভোজীরা সবে ॥
রাবণের এবে, সুখ-শশী অস্ত,
গমনে হ'ল উন্মুখ।
নহিলে কি যাবে, নিজে হ'য়ে ব্যস্ত,
সীতারে সে দিতে দুখ ॥
মনের সংকল্প, মনেতে রাখিল,
বাহিরে আসি রাবণ।
করি নানা গল্প, কারে না কহিল,
রজনী হ'ল তখন ॥
বিশ্রাম কারণ, সবে আজ্ঞা দিয়ে,
গেল অন্তঃপুরে চলি।
পশ্চাৎ ঘটন, শুন মন দিয়ে,
সংক্ষেপে সকল বলি ॥

অষ্টম সোপান।

ব্রহ্ম মুহূর্ত্তেতে রাম শয্যা পরি হরি।
গাত্রোত্থান করিলেন ব'লে হরি হরি॥
নৈমিত্তিক প্রাতঃকৃত্য করি সমাধান।
ব্রহ্ম যাগ যজ্ঞাদির করে অনুষ্ঠান॥
লক্ষ্মণ সমিধ্ কুশ আনিয়া যোগায়।
বসি সুখে সীতা দেবী সমস্ত সাজায়॥
হইল যজ্ঞের দ্রব্য প্রস্তুত যখন।
শুচি হয়ে বসিলেন শ্রীরাম তখন॥
একান্ত অন্তরে ভক্তি করি ব্রহ্মপদে।
বেদ অনুসারে কার্য্য করে নিরাপদে॥
ক্রমে ক্রমে দিবাকর মধ্যাকাশে গেল।
ফল মূলাহারে রাম নিশ্চিন্ত হইল॥
সীতা লক্ষ্মণের সহ বসি কুটীরেতে।
বিবিধ প্রসঙ্গে কাল হরে হৃষ্ট চিতে॥
অকস্মাৎ স্বর্ণ মৃগ প্রাঙ্গনে আইল।
দেখি রঘুনাথ চিত্ত আকুল হইল॥
ভাবে মনে হেরি পুনঃ একি অমঙ্গল।
রাক্ষস আসিল বুঝি পাতি এই ছল॥
নানা চিন্তা রঘুনাথ করিতে লাগিল।
ক্ষণকালে মৃগ পুনঃ অদৃশ্য হইল॥
অচিরে আসিয়ে ছলে কুটীর বাহিরে।
নাচিতে নাচিতে চলি যায় পুনঃ দূরে॥

এইরূপে বারম্বার মৃগ আসে যায়।
সীতার হইল শ্রদ্ধা ধরিতে তাহায়॥
কর-জোড়ে বলে সীতা শুন রঘুমণি।
দাসীরে হরিণ শিশু ধরি দাও আনি॥
পালন করিব আমি অতি সুযতনে।
দেখাইব সকলেরে অযোধ্যা ভবনে॥
এমন সুদৃশ্য মৃগ হেরি নাই আর।
শীঘ্র ধরি আন, ধরি চরণে তোমার॥
শুনি রামচন্দ্র বলে অয়ি! অপ্রাচীনে।
স্বর্ণ বর্ণ মৃগ কোথা হেরেছ নয়নে॥
এ নহে হরিণ, ছল করি কোন জন।
অনিষ্ট সাধিতে এল করিয়ে মনন॥
ক্ষান্ত হও বিধুমুখি! ও সাধ ক'র না।
বনে আসি ভোগিতেছ কত বিড়ম্বনা॥
আবার হরিণ ধরি ঘটাবে আপদ।
তোমা ভিন্ন শ্রীরামের আছে কি সম্পদ॥
তব চন্দ্রানন হেরি সব দুঃখহরি।
তোমা ধনে হারাইব যেন মৃগ ধরি॥
কি জন্য যে মন মোর বলে হেন কথা।
(হরিণ ধরিতে গেলে পাব মনে ব্যথা)॥
কাজ নাই হরিণে প্রিয়ে! থাক ধীর চিতে।
কত মনোহর দ্রব্য আছে অযোধ্যাতে॥
বনবাস কাল প্রায় হয়ে এল গত।
ঈশ্বর প্রসাদে সুখ কর' গিয়ে কত॥

বিপদে বিপদে ডাকি আনয়ে সবার।
নতুবা কুমতি কেন হইবে সীতার॥
রাম উপদেশ বাক্যে অনাস্থা প্রকাশি।
অভিমানে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকে মুখশশী॥
সবিষাদে বলে সীতা আমি দুর্ভাগিনী।
নতুবা বাসনা পূর্ণ হইত এখনি॥
সামান্য পশুর তরে হইয়ে প্রার্থিতা।
তাতেও বঞ্চিতা হ'ল শ্রীরাম-বনিতা॥
রমণীর পতি বিনে কে পুরাবে সাধ।
পাপিনী সীতার মনে সর্ব্বদা বিষাদ॥
কত মূল্যবান দ্রব্য আনি দেয় স্বামী।
বনের কুরঙ্গ চাহি না পাইনু আমি॥
এত বলি রোদন করিতে আরম্ভিল।
দেখি রাম লক্ষ্মণেরে বলিতে লাগিল॥
সরলা রমণী চিতে ভাবি চিন্তা নাই।
স্বচক্ষে সীতার ভাব দেখিলে ত ভাই॥
প্রিয়ার মলিন মুখ দেখিতে না পারি।
এখনি হরিণ শিশু আনিতেছি ধরি॥
সীতা মনস্তুষ্টি কার্য্যে যদি প্রাণ যায়।
রাম কভু পরাঙ্মুখ না হইবে তায়॥
যাবত হরিণ ধরি নাহি ফিরি আমি।
অতি সতর্কেতে সীতা রক্ষা ক'র তুমি॥
অত্যন্ত রাক্ষস ভয় আছে এ বনেতে।
কোন অত্যাচার যেন না পারে করিতে॥

বারম্বার সাবধান করিয়ে লক্ষ্মণে।
কুরঙ্গ ধরিতে রাম প্রবেশেন বনে ॥
অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ-মৃগ দ্রুত বেগে যায়।
শ্রীরাম অমনি তার পাছে পাছে ধায় ॥
ধরে ধরে মৃগ রাম ধরিতে না পারে।
ক্ষণে দৃষ্টি অগোচর হয় সে সত্বরে ॥
ক্রমে ক্রমে মৃগ অতি দূর-বনে গেল।
নির্ভয় অন্তরে রাম সঙ্গেতে চলিল ॥
প্রখর-রবির করে ক্লান্ত রঘুবীর।
রাক্ষস বলিয়ে মনে করিলেন স্থির ॥
সুশাণিত-শর এক জুড়ি কোদণ্ডেতে।
নিক্ষেপ করেন রাম রাক্ষস বক্ষেতে ॥
"কোথায় লক্ষ্মণ" বলি করিল চীৎকার।
কর্ণেতে প্রবিষ্ট হ'ল অমনি সীতার ॥
"রাক্ষস হস্তেতে পড়ি হারাই জীবন।
শীঘ্র আসি মোরে রক্ষা করহ লক্ষ্মণ ॥"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজিল রাক্ষস।
সহসা রামের অঙ্গ হইল অবশ ॥
চতুর্দ্দিক শূন্যময় হেরিতে লাগিল।
মনে ভাবে এ আবার কি বিপদ হ'ল ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় রাক্ষসের বাণী।
সীতারে ত্যজিয়ে ভাই আসিবে এখনি ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম কুটীরে চলিল।
এদিকে সীতার কি যে দুর্দ্দশা ঘটিল ॥

একে একে সব কথা করি নিবেদন।
স্থির হয়ে সর্ব্বজন করহ শ্রবণ॥

নবম সোপান।

রাম-নাম জপে যারা, বিপদ না জানে তারা,
সে রামের বিপদ জ্ঞান করি।
শোকেতে হয়ে কাতরা, সীতার চক্ষের ধারা,
পড়িতেছে বক্ষের উপরি॥
পাগলিনী প্রায় হয়ে, লক্ষ্মণেরে সম্বোধিয়ে,
বলে সীতা খেদে ক্রোধস্বরে।
হাঁরে লক্ষ্মণ! কি বলিয়ে রাম-রোদন শুনিয়ে,
বসে আছ নিশ্চিন্ত অন্তরে॥
কত আর্ত্তনাদ করি, ডাকিলেন নাম ধরি,
তথাপি না গেলি তার কাছে।
একি ভাব বুঝিতে নারি, বল্‌রে ছল পরিহরি,
মনোগত কি বা তোর আছে॥
বড় আশা ছিল মনে লক্ষ্মণ রয়েছে সনে,
বিপদে করিবে পরিত্রাণ।
জানিলাম এত দিনে, সঙ্গে আলি যে কারণে,
রাম অনুগত করি ভান॥
ভরত লয়েছে রাজ্য, বুঝি করি মনে ধার্য্য,
আমারে লভিতে আলি বনে।
ওরে পাপী হীন-বীর্য্য! ভ্রাতার কি এই কার্য্য
দূর হয়ে যারে অন্য স্থানে॥

মর্ম্ম-ভেদি-বাণী শুনি লক্ষ্মণ বলে অমনি,
হে মা !, একি বলিলে আমায় ।
না হ'লে রাম-রমণী দ্বিখণ্ড করি এখনি,
লক্ষ্মণ না বধিত তোমায় ?
নিশ্চয় বলিছে দাস, রামের নাহিক ত্রাস,
ত্রিভুবনে জানে বিলক্ষণ ।
নতুবা তব সকাশ, থাকে কি করি বিশ্বাস,
চলিয়া যাইত কতক্ষণ ॥
শুনিলে যে রামধ্বনি, সে রাক্ষসী মায়া-বাণী,
ছল করি ডাকিল আমারে ।
যাইলে আমি এখনি, রাক্ষস আসি অমনি,
দুঃখনীরে ভাসাবে তোমারে ॥
ধৈর্য্য ধর রাম প্রিয়ে । মায়াবীরে বিনাশিয়ে,
আসিবেন রাম শীঘ্র করি ।
তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী হয়ে, বৃথা আশঙ্কা করিয়ে,
প্রলয় করোনা পায় ধরি ॥
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি, শিরেতে কঙ্কণ হানি,
সীতা-দেবী পড়ি ভূমিতলে ।
বলে কোথা রঘুমণি, পেয়ে মোরে একাকিনী,
সতীত্ব হরিবে দুষ্ট বলে ॥
না হবে তা কদাচন, তেয়াগিব এ জীবন,
দেখিব লক্ষ্মণ কি বা করে ।
জ্বালি শীঘ্র হুতাশন, কাষ্ঠে করি সংযোজন,
আত্ম-হত্যা করিব সত্বরে ॥

ভয়ে ক্রোধেতে লক্ষ্মণ, সীতার ধরি চরণ,
প্রবোধ বচনে শান্ত করি।
বেষ্টিয়া কুটিরকোণ, কোদণ্ডে করি অঙ্কন,
সীতায় বলেন ধিরি ধিরি ॥
ত্রিভুবনে কোন জন, লঙ্ঘে সাধ্য কারএমন,
বসি থাক নিশ্চিন্তে কুটীরে।
এত বলি শরাসন, করেতে করি ধারণ,
রামোদ্দেশে চলিল সত্বরে ॥
তখন সীতার মন, হ'ল দিদি! যে কেমন,
বুঝে দেখ সকলে অন্তরে।
পশ্চাতের দুর্ঘটন, শুন করি স্থির মন,
বলিতেছি সবার গোচরে ॥

দশম সোপান।

যখন যাহার দশা বামে হেলে যায়।
দুর্ব্বা বনে তারে দিদি! বাঘে ধ'রে খায় ॥
শ্রীরামের প্রণয়িনী জনক নন্দিনী।
পর্ণ কুটীরেতে বসি আছে একাকিনী ॥
চতুর্দ্দিকে ঘোর বন জন্তু কত আছে।
জন প্রাণী মাত্র তাঁর কেহ নাহি কাছে ॥
কত যে দুশ্চিন্তা মনে হতেছে উদয়।
ব'লে শেষ করা দিদি! মোর সাধ্য নয় ॥
পড়িলে বৃক্ষের পত্র উঠেন চমকি।
ভয়ে জড় সড় হয়ে রন মুখ ঢাকি ॥

আবার পথের প্রতি এক দৃষ্টে চান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আর দেখিতে না পান॥
আপন মনেন্তে কত দিতেছে ধিক্কার।
স্বর্ণ মৃগে এত সাজা করিল আমার॥
স্বামী বাক্য না শুনিয়ে এত বিড়ম্বন।
লক্ষ্মণেরে পুনঃ কেন করিনু প্রেরণ॥
লক্ষ্মণ বলিল যাহা তাহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরাম সামান্য নহে দেবতা নিশ্চয়॥
স্বচক্ষে দেখিনু কত রাক্ষস বধিতে।
তথাপি বিপদ শঙ্কা করি তাঁর চিতে॥
নিঃসহায় হয়ে আমি আছি কুটীরেতে।
রাক্ষস জানিলে প্রাণ আসিবে বধিতে॥
কিম্বা যদি হিংস্র জন্তু দেখিবারে পায়।
এখনি বধিবে মোরে নাহিক সংশয়॥
কখন আসিবে রাম লক্ষ্মণের সনে।
বসি বসি এই সব ভাবিছেন মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ বল কে খণ্ডাতে পারে।
সহসা সন্ন্যাসী এক দেখিলেন দ্বারে॥
"ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি" বলিতে লাগিল।
অমনি ভয়েতে সীতা চমকি উঠিল॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা পরা বাঘ ছাল।
গলাতে রুদ্রাক্ষ মালা বাজাইছে গাল॥
শিরেতে জড়ান জটা জীর্ণ শীর্ণ কায়।
মিটি মিটি চক্ষু করি সীতা পানে চায়॥

দেখিতে সাধুর মূর্ত্তি, হৃদে হলাহল।
সীতা তরে দশানন করি এল ছল॥
কিরূপে জানিবে সীতা সন্ন্যাসী চরিত্র।
এ বেশ সরলা জানে অতীব পবিত্র॥
দ্বারে থেকে সন্ন্যাসী দেখায় কত ভয়।
অতিথি ফিরিলে তার ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥
শুনিয়া সরলা সীতা ভাবে মনে মনে।
ধর্ম্ম হেতু পতি মোর আসিলেন বনে॥
ধর্ম্ম হ'তে বেসি আর কি হইতে পারে।
ধর্ম্মই জীবেরে তারে ভব পারাবারে॥
দেখিতেছি যে মূরতি—অধর্ম্মের নয়।
ধর্ম্ম লাভ তরে করে এ পথ আশ্রয়॥
ইহা ভাবি মনে সীতা বলে মৃদুস্বরে।
অপেক্ষা করুন মম পতি নাই ঘরে॥
ফল আনয়ন জন্য গিয়েছেন বনে।
শীঘ্র আসিবেন তিনি বসুন প্রাঙ্গণে॥
বক-ধর্ম্মী শুনিয়া সে সুমধুর স্বর।
কামেতে মাতিয়া পুনঃ করিল উত্তর॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি উদর পূরাই।
এক স্থানে বসিয়া থাকিতে আসি নাই॥
দিতে ইচ্ছা থাকে ভিক্ষা আন শীঘ্র করি।
নতুবা শাপ প্রদান করিব সুন্দরি॥
পতি সহ অচিরেতে যাবে নরকেতে।
সামান্য সন্ন্যাসী মোরে ভেব না মনেতে॥

এত বলি অঞ্জলি পূরিয়ে জল নিল।
সীতা ভাবে সন্ন্যাসী যে বিপদ ঘটা'ল ॥
কিরূপে যাইব আমি কুটীর বাহিরে।
না গেলে উপায় নাই শাপে ভস্ম করে ॥
ইতস্ততঃ করি সীতা ফল লয়ে হাতে।
দ্বার হ'তে কহিলেন সন্ন্যাসীরে নিতে ॥
শুনিয়া কপটী বলে একি কভু হয়।
গৃহ স্পর্শে সন্ন্যাস ধর্ম্মের হবে ক্ষয় ॥
দিতে হয় বাহিরে আসিয়ে ভিক্ষা দাও।
নতুবা দিতেছি শাপ ভস্ম হয়ে যাও ॥
ধর্ম্মে মতি হেতু তাঁর ঘটিল দুর্গতি।
ধর্ম্ম চ্যুতি ভয়ে বাহিরিলা শীঘ্রগতি ॥
অপেক্ষা না করি ফল দিতে সন্ন্যাসীরে।
অমনি সাপটি ধরে রাবণ সীতারে ॥
থর থর কাঁপি সীতা অচৈতন্য হ'ল।
লম্ফ দিয়ে লঙ্কেশ্বর রথেতে তুলিল ॥
সারথি চালায় রথ অতি দ্রুতগতি।
অবিলম্বে উত্তরিল লঙ্কায় দুর্ম্মতি ॥
পথিমধ্যে যে সকল হইল ঘটনা!
তাহা শুনিবারে দিদি! ক'র না বাসনা ॥
সীতার চরিত্র মাত্র বলি সকলেরে।
রামায়ণে অন্য কথা আছে সবিস্তারে ॥
ইচ্ছা হয় পড়ি তাহা দেখ এর পরে।
সীতার দুর্দ্দশা শুন মনোযোগ করে ॥

দশম সোপান।

অস্তাচলে চলে চলে, দিবাকর হেনকালে,
আসি রাম লক্ষণ সত্বরে।
সীতা সীতা বলে বলে, কুটীরেতে প্রবেশিলে,
সীতা নাই কে উত্তর করে॥
অনন্তর বন বন, কত করি অন্বেষণ,
না পাইয়া সীতার উদ্দেশ।
রাম বলে শুন শুন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ,
আয়ু মোর হইয়াছে শেষ॥
সীতা মুখ হেরি হেরি, সমস্ত দুঃখ পাশরি,
সে সীতারে হারানু যখন।
যায় প্রাণ মরি মরি, আর না অপেক্ষা করি,
অগ্নি কুণ্ড জ্বালরে লক্ষ্মণ॥
অযোধ্যাতে যাও যাও, বৃথা কেন কষ্ট পাও,
রাজ্য কর ভরতের সনে।
মুখ তুলি চাও চাও, ভাই! মোর মাথা খাও,
কথা রাখ থেক না কাননে॥
ব'ল সবে একে একে, শ্রীরাম জানকী শোকে,
প্রাণ দিল জ্বলন্ত অনলে।
জননীরে থেকে থেকে, প্রবোধিও সুধামুখে,
রাম নাম বলি কর্ণ মূলে॥
কেন্দে বলে ধীরে ধীরে, শ্রীরামের পায়ে ধরে,
সুমিত্রা-নন্দন কর-পুটে।

চক্ষু হ'তে ধীরে ধীরে, গণ্ড দিয়া বক্ষোপরে,
অশ্রু যেন শর সম ছুটে ॥
দাস শত্রু শরে শরে, প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারে,
তবু তব ছাড়িবে না সাত।
মিছে কেন বারে বারে, যাইতে সে শূন্য ঘরে,
আজ্ঞা মোরে কর রঘুনাথ!
তব দাস মনে মনে, রাম পদ সেবা বিনে,
অন্য সুখ না করে কামনা।
যত দিন প্রাণে প্রাণে, বেঁচে থাকি এ ভুবনে,
পদছাড়া কদাচ কর না ॥
তত্ত্ব করি ঠাঁই ঠাঁই, সীতা যদি নাহি পাই,
ত্যজিব উভয়ে কলেবর।
হেন স্থান নাই নাই, অজ্ঞাত আমার ভাই!
সত্য বলি তোমার গোচর ॥
ক্ষান্ত হও বল বল, তব বাক্যে করি বল,
যাই আমি সীতা অন্বেষণে।
চক্ষু করি ছল ছল, রাম বলে একি বল,
একা তোমায় পাঠাব কেমনে ॥
ভয় আছে স্থানে স্থানে, হারাব' কি তোমা ধনে,
প্রাণ হ'তে অধিক যে তুমি।
রাম বাক্য শুনে শুনে, লক্ষ্মণ বলে "এই গুণে
চরণেতে বাঁধা আছি আমি ॥"
রাম বলে ধর ধর, কুটীর হ'তে সত্বর,
স্থানান্তরে লওরে আমারে!

কাঁপে অঙ্গ থর থর, লক্ষ্মণেরে করি ভর,
চলিলেন অরণ্য মাঝারে ॥
বহে অশ্রু ঝর ঝর, রাম-শোকে সবাকার,
পশু পক্ষী যত ছিল তথা।
তদন্তর পর পর, বলি দিদি! সবিস্তর,
মনোযোগ করি শুন কথা ॥

দ্বাদশ সোপান।

পঞ্চবটী হ'তে রাম নিষ্ক্রান্ত হইয়া।
লক্ষ্মণ সহিত ভ্রমে সীতা অন্বেষিয়া ॥
কত বন উপবন খুঁজিয়া বেড়ায়।
কোন স্থানে সীতার উদ্দেশ নাহি পায় ॥
কত গুহা উপত্যকা অগম্য পর্ব্বতে।
ভ্রমিতে লাগিল রাম, নিঃশঙ্কিত চিতে ॥
অসংখ্য হিংস্রক জন্তু বিনাশ করিল।
সম্মুখে যাহারা আসি পড়িতে লাগিল ॥
জন্তু পদ-শব্দে রাম ভাবে মনে মনে।
সীতা বুঝি তত্ত্ব পেয়ে আসিছে এখানে ॥
দ্রুত-পদে যেমন তথায় রাম যায়।
না পেয়ে সীতার দেখা করে হায় হায় ॥
এই রূপে দুই ভাই দিবা বিভাবরী।
ভ্রমিতেছে মনোদুখে সীতা তত্ত্ব করি ॥
সীতা শোক অতিশয় হইয়া প্রবল।
করিতে লাগিল রামে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ॥

বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী, যা পান দেখিতে।
সীতার বারতা জিজ্ঞাসেন ব্যগ্রচিতে॥
হাঁরে পাখি! সর্ব্বত্র তোদের আছে গতি।
সীতারে কি কোন স্থানে হেরেছ সম্প্রতি?
ওরে উচ্চ-বৃক্ষ তোদের্ দূরে দৃষ্টি হয়।
সীতার সন্ধান তোরা জানিস্ নিশ্চয়॥
অনিল আদেশে করি শির সঞ্চালন।
নিরাশ উত্তর বুঝি করিছ জ্ঞাপন!
সীতা-তরে এ হৃদয় সদা বহ্নিমান।
তবে কেন কর তাহে ঘৃতাহুতি দান?
শর শর স্বরে আশু কর সদুত্তর।
নতুবা মুহূর্ত্তে রাম যাবে যম-ঘর॥
অয়ি বন সুশোভিনি লতিকা সুন্দরি!
তরুর আশ্রিতা তোরা দিবা বিভাবরী॥
সীতাও আশ্রিতা মোর হ'য়ে অনুক্ষণ।
কোশল-কানন সদা করিত শোভন॥
আশ্রয় তোদের কত করিছে যতন।
রামাশ্রয় সে সীতারে দিল বিসর্জ্জন!
কাপুরুষ হ'য়ে আমি জন্মি অবনীতে।
আপনার পত্নী দেখ নারিনু রাখিতে॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সবে দেও রামে।
রাক্ষস কুহকে পড়ি এবে বনে ভ্রমে॥
কুটীর দ্বারেতে মৃগে যদ্যপি বধিত।
সীতা তরে কদাচ না দুর্গতি ঘটিত॥

বলিতে বলিতে রাম চেতন হারায়।
লক্ষ্মণ বাতাস করে তরুর পাতায়॥
পুন কান্দি উঠি রাম করে হায় হায়!
লক্ষ্মণ সতত রামে কতই বুঝায়॥
এইরূপে কিছুদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপনীত হ'ল ঋষ্যমুখ পর্ব্বতেতে॥
সীতা অন্বেষণে রাম করিছে ভ্রমণ।
হেনকালে পঞ্চ কপি সহ দরশন॥
পর্ব্বত শিখরে তারা বিষণ্ণ বদনে।
বসিয়াছে চিন্তাযুক্ত নিরানন্দ মনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা গমন করিল।
দৃষ্টিমাত্র কপিগণ শঙ্কিত হইল॥
আশ্বাসি বানরে রাম কহেন তখন।
আমাদিগে দেখি ভয় করো না কখন!
ব্যাধ ব্যবসায় মোরা কভু নাহি করি॥
আত্ম-রক্ষা হেতু মাত্র ধনুর্ব্বাণ ধরি॥
ইহা শুনি কপিগণ আশ্বস্ত অন্তরে।
রাম সন্নিকটে এল অতি ধীরে ধীরে॥
প্রশান্ত শ্রীরাম মূর্ত্তি হেরি কপিগণ।
ভক্তি ভাবে পদ তাঁর করিল বন্দন॥
আশীষিয়া রামচন্দ্র কপি-পঞ্চ-জনে।
শিলা খণ্ডে বসিলেন লক্ষ্মণের সনে॥
কপি মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসে রামেরে।
কি জন্য ভ্রমেন প্রভু অরণ্য মাঝারে॥

শুনি রাম অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তখন।
কহিতে লাগিলা ক্রমে আত্ম বিবরণ॥
অভিষেক হ’তে জানকীর নিরুদ্দেশ।
একে একে কপিরে শুনান সবিশেষ॥
রাম দুঃখ শ্রবণে শোকেতে কপিগণ।
কাতরে সকলে তারা করিলা রোদন॥
দেখিয়া কপির ভাব রাম মনে ভাবে।
সামান্য বানর এরা কদাচ না হবে॥
ইহা ভাবি রামচন্দ্র কপিগণে কয়।
বাধা না থাকিলে সবে দেহ পরিচয়॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভল্লুক করিয়া জোড় কর।
কহিতে লাগিলা তবে রামের গোচর॥
আমার দক্ষিণে যাঁরে হেরিতেছ রাম।
সুগ্রীব নামেতে রাজা কিষ্কিন্ধ্যায় ধাম॥
নল, নীল পশ্চাতেতে বামে হনূমান্।
সৈন্যাধ্যক্ষ তিন জন অতি বলবান্॥
বৃদ্ধ জন্য অন্য কার্য্যে না করি বরণ।
মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত মোরে করিলা রাজন॥
বালী নামে আছে এই নৃপ সহোদর।
তত্তুল্য বলিষ্ঠ নাই অবনী ভিতর॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য হ’তে বহিষ্কৃত করি।
সুখে রাজ্য করিতেছে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥
বালী সুগ্রীবেতে যুদ্ধ হ’ল কত বার।
বারেক সুগ্রীব জয়ী না হইল আর॥

ধন জন হারা হয়ে সুগ্রীব রাজন।
আমাদিগে সঙ্গে করি ভ্রমে বন বন॥
দুর্ব্বৃত্ত বালীর ভয়ে হইয়া অস্থির।
এক স্থানে থাকিতে না পারে হয়ে স্থির॥
এত শুনি রামচন্দ্র বলে সুগ্রীবেরে।
ভয় নাই আমি দুঃখ ঘুচাব অচিরে॥
কোন্ স্থানে আছে বালী দেখাও আমারে।
অপেক্ষা না করি আমি বধিব তাহারে॥
শুনি রঘুমণি বাণী সুগ্রীব রাজন।
সন্তুষ্ট হইয়া রামে দিলা আলিঙ্গন॥
রামচন্দ্র মিত্র বলি করি সম্বোধন।
প্রিয় ভাষে তুষিলেন সুগ্রীবের মন॥
এইরূপে উভয়েতে হইল মিত্রতা।
শুন দিদি! অতঃপর বলিতেছি কথা॥

ত্রয়োদশ সোপান।

ক্রমে ক্রমে দিবাকর, হইলেন অগোচর,
তমঃ পূর্ণ হইল ভুবন।
দেখি কহে রঘুবর, লক্ষ্মণ! ত্বরায় কর,
সন্ধ্যা বন্দনের আয়োজন॥
সৌমিত্রেয় শীঘ্র করি, আনি সুপবিত্র বারি,
পরিষ্কার করিলেন স্থান।
স্বয়ং বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরি, বসিলেন তদুপরি,
আত্মারামে রাম করে ধ্যান॥

এ দিকেতে ফল আনি, লক্ষ্মণ রাখে অমনি,
ধ্যান অন্তে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।
অসংখ্য হিংস্রক প্রাণী, আরম্ভিল ঘোর ধ্বনি,
সশস্ত্রে লক্ষ্মণ ভয় হরে॥
পোহাইলে সুশর্ব্বরী, পাখী কলরব করি,
উড়ি গেল আহারের তরে।
তৃণ-শয্যা পরিহরি, উঠি রাম ত্বরা করি,
প্রাতঃকৃত্য সমাধে সত্বরে॥
লক্ষ্মণে করিয়া সনে, সুগ্রীবের বিদ্যমানে,
উপনীত হন রঘুমণি।
কপিগণ হৃষ্ট মনে, প্রণমিল জনে জনে,
শ্রীরামেরে দেখিয়া তখনি॥
তদন্তর পরস্পর, প্রিয় সম্ভাষণ পর,
সুগ্রীবে সম্বোধি বলে রাম।
বল ওহে মিত্রবর! কোথা বালী-রাজ ঘর,
বধি তারে পূর্ণ করি কাম॥
বিলম্ব করিতে নারি, সীতারে নাহিক হেরি,
প্রাণ মোর হয়েছে অস্থির।
খুজিব সমস্ত গিরি, জীবীতাশা পরিহরি,
না পাইলে ত্যজিব শরীর॥
হনূ, রাম বাক্য শুনি, জোড় করে কহে বাণী,
শুন প্রভু নিবেদি চরণে।
সীতা মাকে নাহি চিনি, রাবণ রথে রমণী,
কেন্দেছিল শুনেছি শ্রবণে॥

শূন্যে যায় রথ চলি, অলঙ্কার দিলা ফেলি,
রাখিয়াছি আমি তা যতনে।
কাহার তা নাহি জানি, দেখ দেখি রঘুমণি!
বলি, দিলা রাম সন্নিধানে॥
নিরখি বৈদেহী হার, করি রাম হাহাকার,
অমনি পড়িয়া ধরাতলে।
বলে ওরে দুরাচার, করিতাম প্রতিকার,
সাক্ষাত পাইলে সেই কালে॥
অন্য দ্বারা ছল করি, সীতারে করিলি চুরি,
রে রাবণ নৃশংস পামর।
অগোচরে সীতা হরি, কি করিলি বাহাদুরী,
ধিক্ ধিক্ বল বীর্য্যে তোর॥
রামের বিলাপ শুনি, কহে হনূ, রঘুমণি!
এত চিন্তা কর কি কারণে।
আজ্ঞা হইলে এখনি, আনি দিব সীতা ধনী,
বধিয়া সে দুর্ব্বৃত্ত রাবণে॥
সুগ্রীব করিলে মনে, ছার্ রাবণ বালী বিনে,
যে হউক্ সে বধিবারে পারে।
অসংখ্য কটক বনে, আছে তাঁর স্থানে স্থানে,
আজ্ঞা মাত্র আসিবে সত্বরে॥
অতএব নিবেদন, বালীরে করি নিধন,
রাজ্য দেও সুগ্রীবেরে রাম!
সহায়ে বানরগণ, অচিরে বধি রাবণ
হও প্রভো! পূর্ণমনস্কাম॥

মারুতির বাক্য শুনে, রাম লক্ষ্মণের সনে,
পরিতুষ্ট হয়ে অতিশয়।
বলে রাম অকারণে, বিলম্ব করিছ কেনে,
চল, বালী বধিব নিশ্চয়।
রাম বাক্যে কপিগণ, আনন্দে হ’য়ে মগন,
বালীর উদ্দেশে যাত্রা করে।
করে করি শরাসন, স্মরি হরি দুই জন,
অনুগামী হইল সত্বরে।
অতঃপর বিবরণ, শুন লো ভগিনীগণ!
ক্রমে ক্রমে করিব প্রকাশ।
বাল্মীকির সুরচন, হবে কি মোর তেমন,
তাবলি করো না উপহাস॥

চতুর্দ্দশ সোপান।

অকলঙ্ক রামচন্দ্রে কলঙ্ক স্পর্শিল।
বিনা অপরাধে রাম বালীরে বধিল॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিল স্বার্থের কারণ।
দেহী মাত্র স্বার্থ-শূন্য নহে কদাচন॥
নির্দ্দোষ বালীর বধে শোকেতে কাতরা।
রামে তিরস্কার করে পতিহীনা তারা॥
লজ্জিত রাঘব, যেন দোষ ঢাকিবারে।
অঙ্গদেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করে॥
সুগ্রীব প্রণাম করি শ্রীরামে তখন।
বলিতে লাগিল প্রভো! কি করি এখন॥

বরষা আরম্ভ হ'ল দেখ বিচারিয়া।
কি রূপেতে সৈন্যগণে যাইব লইয়া॥
নদ নদী খাল বিল হইল প্লাবিত।
যাইতে অনেক সেনা মরিবে নিশ্চিত॥
অতএব কৃপা করি ক্ষমি অপরাধ।
মাল্যবানে থাকি কর বরষা প্রভাত॥
সুগ্রীবের বাক্যে রাম দ্বিরুক্তি না করি।
মাল্যবান শৈলে যান ব'লে হরি হরি॥
ক্রমে ক্রমে বরষার নিবৃত্তি হইল।
শারদ-কুসুম সব ফুটিতে লাগিল॥
রাঘবের সীতা-শোক উথলিয়া উঠে।
লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা সুগ্রীব নিকটে॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণে হেরি বসায়ে সাদরে।
রামের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা পরে॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ বলে মঙ্গল সমস্ত।
কিন্তু তুমি শ্রীরামের কিরূপ বিশ্বস্ত?
সীতা-শোকে রামচন্দ্র হন মৃতপ্রায়।
তুমি সুখে ব'সে আছ নিশ্চিন্তে হেথায়॥
শুভ চিন্তা তব যদি থাকে হে রাজন্।
অব্যাজে গমন কর শ্রীরাম সদন॥
নতুবা বালির পথে করিব প্রেরণ।
লক্ষ্মণের বাক্য মিথ্যা না হবে কখন॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ বাণী সুগ্রীব চমকি।
হনুমান জাম্বুবানে কহিলেন ডাকি॥

দূতে ডাকি সৈন্যগণে বল জানাইতে।
সকলে আইসে যেন রজনী প্রভাতে।
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা দূতেরে বলিল।
লম্ফে ঝম্পে চতুর্দ্দিকে বানর ছুটিল॥
না হ’তে সর্ব্বরীগত কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
কত যে আইলা কপি সংখ্যা কেবা করে॥
লতা পত্র ফল পুষ্প কিছু না রহিল।
খাইয়া বানরগণ উদর পূরিল॥
সসৈন্যে সুগ্রীব রাজা লক্ষ্মণের সনে।
শুভ যাত্রা করিলেন রাম দরশনে॥
বানরের কোলাহলে বন্য জন্তুগণ।
প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ করে পলায়ন॥
যোগীদের ধ্যান ভঙ্গ হইতে লাগিল।
বৃক্ষ গুল্ম ভাঙ্গি কপি পথ প্রকাশিল॥
এইরূপে অগণিত বানরের সনে।
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রাম বিদ্যমানে॥
দেখিয়া বানরী সেনা রাজীবলোচন।
সুগ্রীবেরে মিত্র বলি দেন আলিঙ্গন॥
একে একে প্রধান বানর সর্ব্বজনে।
ডাকি রাম সন্তুষ্ট করিলা স্বীয় গুণে॥
করিলেন আপ্যায়িত মধুর বচনে।
কপিকুল বাধ্য হয় অতি অল্প ক্ষণে॥
রাম গুণ গান করে বনের বানর।
যে না জপে রাম নাম সে অতি পামর॥

তদন্তরে পথ শ্রম করি পরিহার।
সমরে গমন সাধ হইল সবার॥
সুগ্রীব কহেন রামে যুড়ি দুইকর।
বিলম্বে কি প্রয়োজন বল রঘুবর॥
এস্থানের ফল মূল কিছু নাহি আর।
কপিরা মরিবে সবে না পেয়ে আহার॥
সুগ্রীবের বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
শুভক্ষণে সসৈন্যেতে চলেন তখনি॥
অচির কালেতে রাম জলধির কূলে।
সৈন্য সহ উতরিলা অতি কুতূহলে॥
তদন্তে হইল দিদি! যে সব ঘটন।
মনোযোগ করি তাহা করহ শ্রবণ॥

পঞ্চদশ সোপান।

ভবের হরিতে ভার, হন যিনি অবতার,
জলধি পারের তাঁর ভয়!
কহে রাম বার বার, লক্ষ্মণ! হ'লনা আর
সীতার উদ্ধার রে নিশ্চয়॥
না হেরি বারিধি কূল, আশা হইল নির্ম্মূল
নারিনু যাইতে লঙ্কাপুরে।
শোকেতে হ'য়ে আকুল, হারাইনু দুই কূল,
অযথা বালীরে বধ ক'রে॥
যা ভাই! অযোধ্যাপুরী, কপিগণ যাক্ ফিরি,
না পাইব সীতা পুনর্ব্বার।

বুঝি আত্ম-হত্যা করি, সীতা গিয়াছেন মরি,
রাবণের দেখি অত্যাচার ॥
বহু দিন হ'তে তার, না পাইনু সমাচার,
যেন সীতা নাই ধরাতলে।
কেবল দুঃখের ভার, বহিলাম অনিবার,
এত কষ্ট ছিল মোর ভালে ॥
দেখি তাঁর ভগ্নোদ্যম, বলে হনূ একি ভ্রম,
শত যোজনের পরে লঙ্কা।
লক্ষাধিক অতিক্রম, তব নামেতে সক্ষম,
হবে দাস কেন কর শঙ্কা ॥
আজ্ঞা কর রঘুমণি! সীতাতত্ত্ব দিব আনি,
কদাচ ক'র না মিথ্যা জ্ঞান।
কিন্তু তাঁরে নাহি চিনি, কিরূপ—তা বল শুনি
যাহে পারি করিতে সন্ধান ॥
আর এক কথা মনে, হ'ল প্রভো! এতক্ষণে
হনূ যে রামের হয় দাস।
তব অভিজ্ঞান বিনে, সীতা চিনবেন কেনে,
কিরূপেতে জন্মাব বিশ্বাস ॥
মারুতির বাক্য শুনি, প্রশংসিয়ে রঘুমণি,
অঙ্গুরীয় করিয়া মোচন।
হনূরে দিয়ে তখনি, বলেন যাও এখনি
যথা আছে রামের জীবন ॥
রাম আজ্ঞা শুনি হনূ বাড়াতে লাগিলা তনু,
দেখি রাম হইলা বিস্ময়।

তাল গাছ সমজানু মস্তকে স্পর্শিল ভানু,
সুপ্রশস্ত বক্ষ অতিশয় ॥
লাঙ্গূলে জড়ায়ে গিরি, দূরেতে নিক্ষেপ করি
রাম জয়ে ছাড়ে সিংহ নাদ।
উথলে সাগর বারি, দশানন লঙ্কাপুরী,
গণিতে লাগিলা পরমাদ ॥
লয়ে রাম-পদ-রজ করি হনূ উভলেজ,
লম্ফ দিয়ে যায় লঙ্কাপুরে।
ভাবিছেন রঘুরাজ, হনূ কি আসি অব্যাজ,
সীতা শুভ-বার্ত্তা দিবে মোরে!!
এদিকেতে কপিগণ, সবে আপন আপন,
বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল।
অতঃপর বিবরণ, শুন করি স্থির মন,
লঙ্কায় যে দুর্দ্দশা ঘটিল ॥

সীতা-চরিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম সোপান।

শ্রীরাম-গৃহিণী সীতা, জনক নন্দিনী।
রাবণ ভয়ে ত্রাসিতা, দিবস যামিনী॥
অশোক-কাননে বসি, ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
আর না পাইবে দাসী, পতি-দরশন॥
চতুর্দ্দিকে নিশাচরী, বিকট বদনা।
কত অত্যাচার করি, দিতেছে বেদনা॥
রাবণেরে ভজিবারে, বলে সদা তারা।
নারে কিছু বলিবারে, ফেলে অশ্রু-ধারা॥
বসন মলিন জীর্ণ, শত গ্রন্থি তায়।
সেই খানি দিয়ে শীর্ণ, কায়াটী লুকায়॥
রাম-নামামৃত ভিন্ন, করে না আহার।
রাম-রূপ বিনা অন্য, চিন্তা নাহি আর॥
দশানন প্রলোভন, দেখায় সতত।
নাহি দৃষ্টি সঞ্চালন, রাম-ধ্যানে রত॥
ক্রোধেতে রাবণ কত, কহে কটু কথা।
সহে তাহা অবিরত, মৃত-দেহ যথা॥

একান্তে সীতার মন, টলাতে না পারি।
হতাশ্বাসে দশানন, যায় পুন ফিরি॥
এই রূপে কত দুখ, দিতেছে সীতায়।
হইলে সহস্র মুখ, বর্ণিতাম তায়॥
প্রহরী রাক্ষসী সবে, আহারের তরে।
সীতারে ত্যজিয়া যবে, যায় স্থানান্তরে॥
তখন নয়ন মিলি, কর হানি শিরে।
হা রাম! হা রাম! বলি, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
হেন কালে হনূমান, নিকটে আইল।
দেখি হারাইয়া জ্ঞান, ভূতলে পড়িল॥
ভাবে সীতা এ আবার, কে এল ছলিতে।
অভাগীর ভাগ্যে আর, দুঃখ পুন দিতে॥
মৃগেতে করিল মোরে, এত বিড়ম্বন।
বুঝি কপিরূপ ধ'রে, বধিবে জীবন।
ছার প্রাণে সাধ নাই, যা'ক শীঘ্র ক'রে।
অন্তে যেন দেখা পাই, শ্রীরাম চন্দ্রেরে॥
জন্ম জন্মান্তরে কত, পাপ করেছিনু।
তন্নিমিত্ত কষ্ট এত, এজন্মে সহিনু।
এরূপে সীতা যখন, ভাবে মনে মনে।
রাম অঙ্গুরী তখন, হেরিল নয়নে॥
অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করি, বানরে সুধায়।
বল বাছা এ অঙ্গুরী, পাইলে কোথায়?
হনূমান আদ্যোপান্ত, সমস্ত কহিল।
শুনিয়ে রাম বৃত্তান্ত, সন্তুষ্ট হইল॥

সীতা বলে কপিবর, বল সত্য-কথা।
কিরূপে লঙ্ঘি সাগর, এলে তুমি হেথা॥
অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি, দেখিতেছি তব।
জলধি পারের প্রতি, ভাবি অসম্ভব॥
শুনি হাস্য করি বীর, নিজ মূর্ত্তি ধরে।
নারিল হইতে স্থির, দেখিয়া হনূরে॥
ভয়ে কম্প কলেবর, হইল সীতার।
হ'ল হনূ পুনর্ব্বার, পূর্ব্বের আকার॥
তদন্তরে হনূ বলে, শুন গো জননি!।
তোমার ইচ্ছা হইলে চলহ এখনি॥
মম স্কন্ধে আরোহণ, কর বিনা ভয়ে।
করিয়া দুঃখ মোচন, যাইতেছি লয়ে॥
মারুতি বাক্যে তখন, সীতা-দেবী কয়!
সবংশে ধ্বংস রাবণ, তা হ'লে কি হয়।
যে কষ্ট দুষ্ট আমার, দিয়াছে অন্তরে।
রাম আসি প্রতিকার, করুন্ শীঘ্র ক'রে॥
স্বচক্ষে সকল তুমি, দেখে গেলে যাহা।
আর কি বলিব আমি, রামে ব'লো তাহা॥
শীঘ্র যদি রাম আসি, না বধে রাবণ।
নিশ্চয় ত্যজিবে দাসী, এছার জীবন॥
সতত সহিতে নারি, এত জ্বালাতন।
সমস্ত ব'লো বিস্তারি, ওরে বাছা-ধন!॥
শুনি হনূ প্রিয়বাক্যে, প্রবোধি সীতায়।
রাবণের পুরী লক্ষে, চলিলা ত্বরায়॥

তদন্তর যা হইল, শুন সর্ব্বজন।
ক্রমে আমি অবিকল, করি নিবেদন ॥

দ্বিতীয় সোপান।

সাতার নিকট, হইয়ে বিদায়।
দন্ত কট মট, করি হনূ চায় ॥
কোথা সে রাবণ, যদি দেখা পাই।
বধিয়া জীবন, ফিরে ঘরে যাই ॥
যে দুঃখ আমার, দিল সীতা মারে!
প্রতিশোধ তার। যাব আমি ক'রে ॥
আমি যে কেমন, শ্রীরামের দাস।
জানাই এখন, হইয়ে প্রকাশ ॥
এরূপ যখন, ভাবে হনূ মনে।
অপূর্ব্ব কানন, হেরিল নয়নে ॥
লম্ফে প্রবেশিল, উদ্যান ভিতর।
দেখে পক্ক-ফল, রয়েছে বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইল, মনে মনে কত।
উদর পূরিল, আঁটে তাহে যত ॥
ভাঙ্গি বৃক্ষ পরে, ছার খার করে।
নিবারিতে নারে, কেহ আর তারে ॥
প্রহরী যে কটা, ছিল নিশাচর।
না রাখে একটা, দেয় যম ঘর ॥
তাদের চীৎকারে, এল বহু জন।
বধিল সবারে, নির্ভয়ে তখন ॥

ক্রমে হুল স্থূল, বাড়িতে লাগিল !
হইয়ে ব্যাকুল, রাক্ষস ছুটিল ॥
হাঁপাতে হাঁপাতে, রাবণ সদন।
উতরি ক্রমেতে, বলে বিবরণ ॥
শুন লঙ্কেশ্বর, বিপদের কথা।
ছিঁড়েছে বিস্তর, রাক্ষসের মাথা ॥
ভাঙ্গে মধুবন বধিল রাক্ষস।
না দেখি কখন, এমন সাহস ॥
বানর যথেষ্ট, দেখিয়াছি ভ্রমি।
এরূপ বলিষ্ঠ, নাহি হেরি আমি ॥
লঙ্কাপুরে যারা, আছে বীরগণ।
না পারিবে তারা, কভু করি রণ ॥
শুনিয়া রাবণ, গর্জ্জিয়া উঠিল।
অমনি তখন, রাক্ষস সাজিল ॥
অগ্রে অগ্রে যায়, বীর মেঘনাদ।
মারুতি হেথায়, ছাড়ে সিংহনাদ ॥
আরম্ভ হইল, তুমুল সংগ্রাম।
বধিতে লাগিল, ব'লে রাম রাম ॥
ইন্দ্রজিত ভাবে, কর্ম্ম ভাল নয়।
সমস্ত নাশিবে, পাইলে প্রশ্রয় ॥
কি ফল বধিয়ে, বাঁধিয়ে উহারে।
যাই আমি লয়ে, দেখাব সবারে ॥
ভাবিয়া যখন, ছাড়ে নাগপাশে।
বানর তখন, পড়ি গেল ফাঁশে ॥

কপি ভাবে মনে, যদিও পালাব।
তথাপি রাবণে, দেখিয়া যাইব॥
জয় জয় রবে, রাক্ষস তখন।
হনূমানে সবে, করিয়া বহন॥
রাবণ গোচর, লয়ে ফেলাইল।
লঙ্কেশ অন্তর, কাঁপিয়া উঠিল॥
বাহ্যে কিছু তার, প্রকাশ না করি।
কহেন উহার, লেজ আন ধরি॥
বস্ত্রেতে জড়ায়ে, ঘৃত দেও ঢালি।
সত্বর হইয়ে, অগ্নি দাও জ্বালি॥
রাবণের বাণী, অমোঘ এমন।
একটীও প্রাণী, না করে হেলন॥
ভৃত্যগণ শুনি, দশানন-আজ্ঞা।
পালিল তখনি, না করি অবজ্ঞা॥
প্রজ্জ্বলিত হ'ল অনল যখন।
মারুতি ছিঁড়িল, সমস্ত বন্ধন॥
লম্ফেতে তখন, উঠিল চালেতে।
সহায় পবন, হইল তাহাতে॥
লম্ফে ঝম্ফে যায়, হনূ ঘরে ঘরে।
অনল তাহায়, উঠে ধূ ধূ করে॥
কত অট্টালিকা, ভস্মীভূত হ'ল।
বালক বালিকা, অসংখ্য মরিল॥
কত যে রমণী, করি প্রাণ ভয়!
জলেতে অমনি, অঙ্গ ঢেকে রয়॥

দেখি হনূমান, আসিয়ে সত্বরে।
নাহি বধি প্রাণ, মুখ দগ্ধ করে॥
যে রূপ দুর্দ্দশা, হইল লঙ্কার।
না হয় ভরসা, বর্ণিতে আমার॥
হনূমান ভাবে, আর কাজ নাই।
এ শুভ সংবাদ, শ্রীরামে জানাই॥
ডুবাইল লেজ, সাগরের জলে।
না করিয়া ব্যাজ, হনূ যায় চলে॥
তদন্তর কথা, শুন সর্ব্বজন।
ক'র না অন্যথা, স্থির কর মন॥

তৃতীয় সোপান।

অত্যাচারে প্রতিকার, ভোগে সর্ব্বজন।
নহিলে লঙ্কেশ কেন, চিন্তিছে এখন॥
সম্মুখেতে বিভীষণ, বসি জোড় করে।
মিনতি করিয়া কত, বলে লঙ্কেশ্বরে॥
"সামান্য মানব বলি, রামে জ্ঞান করি।
বিনাশ ক'রনা ভাই! স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
একটী বানর কি না, করিল দুর্গতি।
স্বচক্ষে সকল তুমি, দেখিলে সম্প্রতি॥
দূতেরা দেখিয়া আসি, বলিল এক্ষণে।
এরূপ বানর কত, আছে রাম সনে॥
সীতা যে সামান্যা সতী, নহে কদাচন।
পরীক্ষা করিয়া তাহা, বুঝেছ রাজন!॥

বৃথা আর কষ্ট কেন, দিতেছ সীতারে।
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত নাহি, ভজিবে তোমারে॥
স্বর্গ চ্যুতা সুপবিত্রা, সাধ্বী সতী তিনি।
রামে ফিরে দিয়ে এস, মোর কথা শুনি॥
তাঁর দুঃখে লঙ্কাপুরে, সতী যত জন।
দিবা নিশি অশ্রু জল, করিছে মোচন॥
শ্রীরাম পাইলে সীতা, না করিবে রণ।
কদাচ ক'র না ভাই! স্ববংশ নিধন॥
তব অন্নে প্রতিপাল্য, বহু প্রাণী হয়।
তব অমঙ্গলে তারা, মরিবে নিশ্চয়॥
শত্রুরে যে ক্ষুদ্র ভাবি, করে হেয় জ্ঞান।
আপন ইচ্ছায় ডাকি, আনে অকল্যাণ॥
তব সম পণ্ডিত এ জগতে কে আছে।
সাজে না আমার কথা, বলা তব কাছে॥
পাত্র মিত্র যত আছে, অনুগত দাস।
ভয়েতে এসব কথা, না করে প্রকাশ॥
বাল্যাবধি অনুগ্রহ, কর তুমি মোরে।
সেই জন্য এত কথা, কহিনু তোমারে॥"
শুনি ক্রোধে দশানন বিভীষণে বলে।
"হাঁরে ভীরু এ সকল কিরূপে কহিলে॥
ত্রিভুবনে রাবণ, প্রতাপ কেনা জানে।
রাবণ কি ভীত হয়, রণে কার সনে॥
নর বানরেরে যদি, রাবণ করে ভয়।
কিরূপেতে বল মূর্খ! করে দিগ্বিজয়॥

সতত ভক্ষণ দ্রব্য, যে হয় যাহার।
তারে দেখি ভয় কভু, হয় কি কাহার ?”
বলিতে বলিতে ক্রোধে, উঠিয়া সত্বরে।
বিভীষণ মস্তকেতে, পদাঘাত করে ॥
সভা স্থলে বিভীষণ, হয়ে অপমান।
নিরুত্তরে অধোমুখে, করিল প্রয়ান ॥
অতঃপর শুন সবে, করি মনোযোগ।
রাবণ অদৃষ্টে কত, ঘটিল দুর্ভোগ ॥

চতুর্থ সোপান।

ধার্ম্মিক জনেরে, ধর্ম্ম রক্ষা করে,
সন্দেহ নাহিক তার।
বনের বানরে, সাহায্য রামেরে,
করিছে কত প্রকার ॥
শিলা বৃক্ষ আনি, দিবস রজনী,
ফেলিছে জলধি জলে।
হেরি রঘুমণি, অত্যাশ্চর্য্য মানি,
প্রশংসেন সে সকলে ॥
সুগ্রীব রাজন, করিছে শাসন,
সতত বানরগণে।
করি প্রাণপণ, সাগর বন্ধন,
করে সবে হৃষ্ট মনে ॥
মন্ত্রী জাম্বুবান, সবার প্রধান,
মন্ত্রণায় দক্ষ অতি।

যত বলবান, বানরে শিখান,—
সমরের রীতি নীতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সীতার কারণ,
ভাবিছে বিরলে বসি।
করিয়া রোদন, শ্রীরামে তখন
কহে বিভীষণ আসি ॥
"মম সহোদর, হন লঙ্কেশ্বর,
বিভীষণ নাম ধরি।
রাবণের চর, নাহি রঘুবর,
বরঞ্চ তাহার অরি ॥
তব দরশন, পেয়ে বিভীষণ,
লভিল মুকতি ভবে।
শুন নারায়ণ! লইনু শরণ,
যে কারণে কহি তবে ॥
সাধ্বী সীতা মায়, অর্পিতে তোমায়,
কহিলাম সহোদরে।
জ্বলি অগ্নি প্রায়, অমনি আমায়,
বলে পদাঘাত করে ॥
হয়ে অপমান, সভা বিদ্যমান,
তোমার শরণ আশে।
ত্যজিয়া ভবন, এসেছি এখন,
থাকিতে প্রভুর পাশে ॥
তব পদে মন, করি সমর্পণ,
রহিব তোমার সনে।

থাকিতে রাবণ, লঙ্কাতে কখন,
যাব না ভেবেছি মনে ॥
যত বলাবল, বলিব সকল,
অগোচর কিছু নাই।
দুঃখেতে কেবল, তার অমঙ্গল,
চিন্তিব হইয়া ভাই ॥
সন্দেহ আমারে, যদি নাহি ক'রে,
থাকিতে আদেশ কর।
নিশ্চয় সমরে, বধি রাবণেরে,
পাইবে সীতা সত্বর ॥
শুনি রঘুমণি, উঠিয়া অমনি,
ক্রোড় দিলা বিভীষণে।
তদন্তে কাহিনী, শুনগো ভগিনি !
বলিতেছি এইক্ষণে ॥

পঞ্চম সোপান।

হয় অসম্ভব, কার্য্য সমুদয়
যে না জানে তার কাছে।
শিলা বৃক্ষ সব, কৌশলে নিশ্চয়,
জলে রাম ভাসায়েছে ॥
অতি অল্প দিনে, বানর সহায়ে,
সেতু করি সমাধান।
বিপদ বিহীনে, সাগর লঙ্ঘিয়ে,
সসৈন্যে লঙ্কায় যান ॥

বিভীষণাদেশে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
কপিগণ সহকারে।
বিজয় উল্লাসে, আনন্দিত মন,
রহেন সমুদ্র ধারে ॥
দূত মুখে শুনি, রাম আগমন,
লঙ্কাধিপ মনে ভাবে।
নিশ্চয় এখনি, করিয়া বন্ধন,
রামেরে আনিতে হ'বে ॥
মূর্খ বিভীষণ, হ'ল রাম দাস,
তাহে কিবা মোর ভয়!
অগ্রে তার প্রাণ, করিব বিনাশ,
দেখি কে সহায় হয় ॥
বনরে বানরে, সহায় করিয়া,
এল রাম রণ আশে।
জম্বুকের ডরে, কেশরীর হিয়া,
কভু কি কাঁপিবে ত্রাসে ॥
মম বাহু বল, না জানি পামর,
স্বেচ্ছাতে মরিতে এল।
ধরে যারে কাল, হয় সবাকার,
এরূপ মতি চঞ্চল ॥
চিন্তিয়া রাবণ, ডাকি বীরগণে,
আজ্ঞা দিলা ক্রোধভরে।
যুদ্ধ আয়োজন, কর অল্প ক্ষণে,
যাইতে হবে সমরে ॥

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, নমিয়া রাবণে,
শিবিরেতে যায় সবে।
সভা ভঙ্গ দিয়া, বিশ্রাম কারণে,
দশানন গেলা তবে॥
দুর্দ্দৈব যাহার, হয় উপস্থিত,
কেবা খণ্ডাইবে তায়।
রাবণ তাহার, দৃষ্টান্তে পতিত,
হইল অদ্য লঙ্কায়॥
দিগ্বিজয় করি, সুন্দরী যে কত,
কাড়িয়া আনি লঙ্কাতে।
হ'য়ে স্বেচ্ছাচারী, দুষ্প্রবৃত্তি যত,
পূরা'ল নির্ভয় চিতে॥
সতী মন্দোদরী, প্রধানা মহিষী,
রূপে গুণে অনুপমা।
থাকি লঙ্কাপুরী, কান্দে দিবানিশি,
পতি দোষ দেখি রামা॥
করিয়া মিনতি, যদি কিছু বলে,
না শুনি রাবণ কথা।
বরং ক্রোধে মাতি, কত ব্যঙ্গচ্ছলে,
মনে তার দেয় ব্যথা॥
সীতা রামে দিতে, কত যে কহিল,
না শুনি রাবণ কাণে।
আপন ইচ্ছাতে, প্রবৃত্ত হইল,
স্ববংশ ধ্বংস কারণে॥

অদ্য নিশি সুখে, বঞ্চিছে রাবণ,
কল্য কি দুর্দ্দশা হবে।
কে আনিবে মুখে, নীরবে তখন,
লঙ্কায় রহিল সবে ॥
অতঃপর যাহা, ঘটিল অদৃষ্টে,
ত্রিলোক-বিজয়ী জনে।
ক্রমে ক্রমে তাহা, বলিতেছি কষ্টে,
শুন দিদি! স্থির মনে ॥

ষষ্ঠ সোপান।

দেহীমাত্র সুখ দুঃখ ভুঞ্জিবে নিশ্চয়।
নতুবা কি রাঘবের এত কষ্ট হয় ॥
অসংখ্য বানর সনে সমুদ্র পুলিনে।
বসি রাম কত চিন্তা করিছেন মনে ॥
ব্রহ্মার বরেতে জয়ী হ'ল ত্রিভুবন।
কিরূপে রাবণে আমি করিব নিধন ॥
বুঝি না হইল আর সীতার উদ্ধার।
সাগর বন্ধন মাত্র হ'ল মোর সার ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম কান্দিয়া উঠিল।
বিভীষণ আসি রামে বুঝাতে লাগিল ॥
"গোলোকের পতি যিনি কি চিন্তা তাঁহার।
অবশ্য সমরে হবে রাক্ষস সংহার ॥
লঙ্কার যতেক ভেদ সব আমি জানি।
তজ্জন্য ব্যাকুল কেন হও রঘুমণি! ॥

নিশ্চিন্তে বসিয়া রাম! থাক হৃষ্ট চিতে।
একে একে নাশ সবে শর্ব্বরী প্রভাতে ॥
রণ সাধ করি যেই সম্মুখে আসিবে।
কেহ আর ফিরে পুনঃ লঙ্কাতে না যাবে ॥
সমস্ত তোমার শরে, ত্যজিবে জীবন।
অবশেষে ব'ধ সেই দুর্ব্বৃত্ত রাবণ ॥
মৃত্যু-শর রাবণের নিকটেতে আছে।
অজ্ঞাত তাহার কিছু নাই মোর কাছে ॥
যে রূপে হউক তাহা অবশ্য পাইবে।
শেষেতে রাক্ষসাধমে বিনাশ করিবে ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ তার হয়েছে অর্জ্জিত।
তার ফলে তব হস্তে মরিবে নিশ্চিত ॥
তদন্তর কপিগণে ডাকি বিভীষণ।
প্রভাতে হইবে রণ করেন জ্ঞাপন ॥
শুনি কপি সিংহ-নাদ ছাড়িতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে নিশি অধিক হইল ॥
তখন সকলে যায় বিশ্রাম কারণ।
অতঃপর কথা দিদি! শুন সর্ব্বজন।

সপ্তম সোপান।

যায় যায় এবে লক্ষ্মী লঙ্কা হ'তে,
রাবণে হইয়া বাম।
হায় হায় সবে, লাগিল করিতে,
সুজন লঙ্কার ধাম ॥

হয় হয় যবে, প্রভাত দেখিল,
অমনি ডাকিল কাক!
জয় জয় রবে, রাক্ষস সাজিল,
বাজিতে লাগিল ঢাক ॥
পত পত শব্দে, পতাকা উড়িল,
রাক্ষসীরা সবে কয়।
কত কত অব্দে, সমর হইল,
এরূপ না হয় ভয় ॥
ধক্ ধক্ বুক, কেন যে করিছে,
পতি পুত্র রণে যায়।
হোক হোক দুখ, কে যেন কহিছে,
ফিরায়ে আন সবায় ॥
ঝর ঝর ঝরে, চক্ষে বারি-ধারা,
রমণী-মণ্ডলে হায়!!
সর সর ক'রে, অমনি বীরেরা,
সকলে গৃহে পাঠায় ॥
ধর ধর করি, রামেরে রাক্ষস,
ঘেরিল আসি যেমন।
মর মর অরি, এ কিরে সাহস,
কপিরা বলে তখন ॥
বসি বাসে দেখি, যবে রঘুমণি,
ছাড়িতে লাগিল বাণ!
পশি পশি সখি! হৃদয়ে অমনি,
হরিল রাক্ষস-প্রাণ ॥

বড় বড় যবে, মরে বীরগণ,
রাক্ষস পাইল ভয়।
জড় সড় সবে, হইয়া তখন
দূরেতে সরিয়া রয়॥
ধরি ধরি হনূ, দন্ত খিসি মিসি,
রাক্ষসে ডুবায় জলে।
মরি মরি গেনু, আমি নহি দোষী,
নিশাচরগণ বলে॥
খিটি মিটি করে, আছাড়ি পাথরে,
কাহার ভাঙ্গিছে হাড়।
ছুটি ছুটি ওরে, পালায় ধররে,
ভাঙ্গরে উহার ঘাড়॥
ঝাঁকে ঝাঁকে কত, দৌড়িয়া বানর,
রাক্ষসেরে ধরিতেছে।
ফাকে ফাকে যত, পড়ে নিশাচর,
তাহারাই বাঁচিতেছে॥
রাশি রাশি রক্ষ, মরিল সমরে,
শৃগাল কুকুরে খায়।
আসি আসি পক্ষ, চক্ষে ঠোকর্ মেরে,
শূন্যেতে উড়িয়া যায়॥
শক্তে শক্তে যুদ্ধ, যেখানে হইছে,
শীঘ্র না মরিছে কেহ।
রক্তে রক্তে শুদ্ধ, মৃত্তিকা ভিজিছে,
নিস্তেজ হ'তেছে দেহ॥

জল জল করি, কত যে মরিল,
সংখ্যা কেবা করে তার !
"চল চল সরি, বানরে ধরিল"
বলি রক্ষ অনিবার ॥
হায় হায় রবে, দৌড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
অন্যদিকে নাহি চায়।
"যায় যায়" সবে, ধরহ রাক্ষসে,
বলি কপি পাছে ধায় ॥
ক্রমে ক্রমে যবে, রণে ভঙ্গ দিয়ে,
রাক্ষস চলিয়া গেল।
শ্রমে শ্রমে তবে, অবসন্ন হয়ে,
বিশ্রাম রাম করিল ॥
ঘন ঘন,শ্বাসে, সত্বর পদেতে,
ভগ্ন-দূত লঙ্কা যায়।
শুন শুন ব'সে, ভগিনী গণেতে,
কি হইল পুনরায় ॥

অষ্টম সোপান।

কি ছিল কি হ'ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
সমস্ত শোভা লঙ্কার।
নিস্তব্ধ সকল, নেত্রাম্বু কেবল
প্রবল নারী সবার ॥
রাজ পথে আর, জনতার ভার,
কিছু নাহি লক্ষ্য হয়।

প্রায়শ আগার, করে হাহাকার,
দেখে যেন করে ভয় ॥
অশ্ব কোটী কোটী, নাহিক একটী,
মাতঙ্গের নাহি লেশ।
করিয়া ভ্রূকুটী, বাঁধি কটি আঁটি,
বীরেরা করে না বেশ ॥
অসংখ্য ফটক, না রহে আটক,
প্রহরী অভাব তায় ॥
কোথা সে কটক, নাহিক চটক,
হ'ত পথে চলা দায় ॥
সৈন্যাগার শূন্য, দশানন ক্ষুণ্ণ,
ভাবি অরাজক প্রায়।
দ্বারেতে অগণ্য, এবে ভিক্ষা জন্য,
ভিক্ষু আর নাহি ধায় !
নাট্যালয় যত, বিনা নৃত্য গীত,
বিষাদে নিস্তব্ধ এবে।
যন্ত্রী হ'ল হত, যন্ত্রেরে সতত
বল আর কে বাজাবে ॥
রাবণের ডরে, নিত্য লঙ্কাপুরে,
উদিত যে পূর্ণ শশী।
অবস্থানুসারে কেহ আর তারে
জিজ্ঞাসে না ফিরে আসি ॥
আজ্ঞা ভিন্ন যার, সাধ্য ছিল কার
প্রবেশে লঙ্কায় কদা।

এবে অন্ধকার, করিছে চীৎকার,
শৃগাল কুকুরে সদা ॥
স্বর্গ তুচ্ছ করি, স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
আসিত যারা দেখিতে।
আজ তারা হেরি, দূরে যায় সরি,
শবের পূতি গন্ধেতে ॥
যাহার নিকটে, বসি করপুটে;
থাকিত অসংখ্য জন।
প'ড়ে সে সঙ্কটে, রামের কটকে,
উৎপীড়িছে সর্ব্বক্ষণ ॥
যার বাহুবল, এরূপ প্রবল,
বেন্ধেছিল যে শমনে।
সে আজি দুর্ব্বল, হারায়ে সকল
বাকি মাত্র আছে প্রাণে ॥
যাহার সভায় রজনী দিবায়,
হ'তো সদা কোলাহল।
অদ্য যে তথায়, হ'য়ে মৃত প্রায়,
লঙ্কেশ আছে কেবল ॥
ক'রে মিটি মিটি, প্রদীপ একটী,
অদূরেতে জ্বলিতেছে।
বারে বারে উঠি, বাড়াইছে সেটি,
কেহ নাহি হায় কাছে ॥
রাবণ ভাবিছে, আর কেন মিছে,
রয়েছি আমি জীবিত।

সমস্ত গিয়েছে, প্রাণ মাত্র আছে
তাহাও যাবে নিশ্চিত ॥
বীর মাত্র নাই, কাহারে পাঠাই
সমরে রামের সনে।
কল্য আমি যাই, রামেরে জানাই
যত দুঃখ মোর মনে।
যদি দয়া করি, আসি লঙ্কাপুরী,
পূরাণ মনের সাধ।
তাঁহার সুন্দরী, সমর্পণ করি,
মিটা'ব সব বিবাদ ॥
আর বার ভাবে, সুসারকি হ'বে,
বাঁচিব কাহার তরে।
পুত্র পৌত্র সবে ছাড়ি গেল যবে,
কেন যাব না সমরে ॥
সীতা রামে দিলে, দেবতা মণ্ডলে,
অযশ ঘোষিবে সবে।
যা থাকে কপালে, যুদ্ধ কারে বলে,
রামেরে জানাতে হবে ॥
থাকিতে জীবন, শত্রুরে কখন,
হীন বীর্য্য না দেখাব।
হইব নিধন, তবু মোর পণ,
যুদ্ধে না বিমুখ হব ॥
বড় দুঃখ মোরে, দিয়েছে বানরে,
প্রতিশোধ দিব তার।

দেখিব সমরে, শ্রীরাম কি ক'রে,
নিবারে শর আমার ॥
ভাবিতে ভাবিতে, হইল ক্রমেতে,
রজনী শেষ যখন।
উঠি তথা হ'তে, শয্যাতে ত্বরিতে,
শায়িত হ'ল রাবণ ॥
সন্তাপ হারিণী, আসিয়ে অমনি,
আকর্ষিলা রাবণেরে।
শুন লো ভগিনি! তদন্তে কাহিনী,
বলি আমি ধীরে ধীরে ॥

নবম সোপান।

একতা গৃহীর পক্ষে যেমন মঙ্গল।
অনৈক্য আবার তাহা হ'তে অমঙ্গল ॥
সতত বিবাদে শীঘ্র লক্ষ্মী তারে ছাড়ে।
অমনি অলক্ষ্মী আসি চড়ে তার ঘাড়ে ॥
বিভীষণে পদাঘাত, করিয়া রাবণ।
স্ববংশ নিধন-মূল করেন রোপণ ॥
বিভীষণ প্রতিকূলে যদি না যাইত।
অত্যল্প দিবসে সেনা এত না মরিত ॥
রাম রাবণেতে যুদ্ধ হ'ত বহু-কাল।
কে বলিত দশাননে হরিবেক কাল ॥
সমস্ত দিবস রাম ঘোর-যুদ্ধ ক'রে।
বিশ্রাম করেন আশু সুস্থির অন্তরে ॥

বিভীষণে সম্বোধিয়ে কহে রঘুমণি।
লঙ্কার বৃত্তান্ত মিত্র! বল এবে শুনি॥
লঙ্কাপুরে শ্রেষ্ঠ বীর আছে আর কত।
সমস্তই মিত্রবর! আছ তুমি জ্ঞাত॥
আর কত দিনে করি, রাবণ সংহার।
নির্ব্বিঘ্নে প্রাণের সীতা করিব উদ্ধার॥
শুনি বিভীষণ রামে কহিছে তখন।
দশানন ভিন্ন আর নাহি অন্য জন॥
দূত আসি এই মাত্রে বলিল আমারে।
প্রভাতে রাবণ রাজা আসিবে সমরে॥
অতীব দুর্দ্ধর্ষ তিনি সুনিপুণ রণে।
সতর্ক হইয়া যুদ্ধ করো তাঁর সনে।
দেখেছ ত রণে তার কি প্রকার শিক্ষা।
অন্য বল দশানন করে না প্রতিক্ষা॥
স্বীয় বাহু-বলে রাজা ত্রিলোক শাসিল।
সম্মুখ সমরে তার কেহ না রহিল॥
বন্ধু বান্ধবাদি শোকে ব্যথিত অন্তর।
আসিয়া করিবে যুদ্ধ অতি ঘোরতর॥
সুশানিত শরগুলি বাছি রাখ এবে।
কদাচ রাবণে হেরি, অধৈর্য্য না হবে॥
পৃষ্ঠ-বল রাবণের কিছু নাহি আর।
অবশ্য তোমার হস্তে হইবে সংহার॥
মৃত্যুশর কৌশলেতে আনিব প্রত্যুষে।
বসি থাক রঘুনাথ! মনের উল্লাসে॥

এত বলি হনূমানে ডাকি বিভীষণ।
ব্রহ্মাস্ত্র যথায় আছে করেন জ্ঞাপন॥
শুনি হনূ এক লম্ফে পুরে প্রবেশিল।
"রাম জয়" শব্দ মুখে করিতে লাগিল॥
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল।
ইষ্টদেবে রামচন্দ্র প্রণাম করিল॥
প্রাতঃ স্মরণীয় নাম, করি উচ্চারণ!
ব্রহ্ম পদে আত্ম চিত করে সমর্পণ॥
গণেশের পূজা রাম করি মনে মনে।
প্রস্তুত হলেন ত্বরা সমর কারণে॥
হেনকালে লঙ্কা হ'তে আসি হনূমান।
রাম-করে মৃত্যুশর করিলা প্রদান॥
দেখি রাম হৃষ্ট-চিতে পূজিয়ে শরেরে।
সুযতনে রাখিলেন তূনীর ভিতরে॥
দশানন প্রতীক্ষায় রহেন রাঘব।
অতঃপর কথা দিদি! শুন বলি সব॥

দশম সোপান।

পতি দুঃখে সর্ব্বক্ষণ, সতীর জ্বলিছে মন
হু হু করি দিবা বিভাবরী।
সমরে যাবে রাবণ, ধরিয়া স্বামি চরণ,
মিনতি করিছে মন্দোদরী॥
ক্ষান্ত হও রাম রণে, কেন আর দেখে শুনে,
স্বেচ্ছাতে অহির মুখে যাও।

বেঁচে থাক প্রাণে প্রাণে, সীতা দিয়া রামসনে,
সন্ধি কর মোর মাথা খাও ॥
দাসীর সমস্ত অন্ত, করেছ হে প্রাণকান্ত !
প্রাণান্ত কেবল আছে বাকী।
সে ইচ্ছা হ'লে একান্ত, করিয়া হও নিশ্চিন্ত,
অবাধে গৃহেতে বসে থাকি ॥
এরূপে যে কত শত, বুঝাইলা অবিরত,
কিন্তু রাজা না শুনিলা কাণে।
ক্রোধে হয়ে জ্ঞানহত, প্রকাশে উন্মাদ মত,
পুন রামা পতি বিদ্যমানে ॥
পরমায়ু হ'লে শেষ, রোগ কি হয় বিশেষ
আসিলে স্বয়ং ধন্বন্তরি।
দশানন বলে শেষ, কেন আর মনোক্লেশ,
দিতেছ আমায় মন্দোদরি ॥
সমস্তই আমি জানি, স্বয়ং বিষ্ণু রঘুমণি,
অবতার রাক্ষস বধিতে।
ও কথা কি আমি শুনি, রণেতে পশি এখনি,
ত্যজি দেহ যাইব স্বর্গেতে ॥
দেখ সৌভাগ্য কেমন, রাক্ষসেরে দরশন,
দেন লক্ষ্মী নারায়ণ আসি।
মুনি ঋষি কত জন, ঊর্দ্ধরেতা তপোধন,
ধ্যানে যাঁরে ভাবে দিবানিশি ॥
রাম নাম জপ করি, মহাপাপী যায় তরি,
অক্লেশেতে ভব পারাবার।

স্বচক্ষে সে রামে হেরি, হীন জন্ম পরিহরি,
যাব আমি ত্যজি দুঃখ ভার ॥
ভবে আর না আসিব, রাঙ্গা পদে স্থান পাব,
এ হ'তে কি ভাগ্য মোর আছে।
কারো কথা না শুনিব, স্ব-বীর্য্য রামে দেখাব,
প্রাণ দিব আজি তাঁর কাছে ॥
জীবনের সুখ যত, মিটেছে জনম মত,
আর না ফিরিবে বন্ধুগণ।
না করিয়া কাল গত, শীঘ্র গিয়ে হই হত,
শ্রীরামে করিয়া দরশন ॥
বুঝি সতি ধর্ম্ম সার, বিলম্ব না করি আর,
এ জন্মে বিদায় দেও মোরে।
দুঃখ যে কত প্রকার, দিয়েছি তা মনে আর,
ক'র না আমারে দয়া করে ॥
রাবণ হৃদ্‌বিলাসিনী, হ'লে এবে কাঙ্গালিনী
পতিপুত্র হারায়ে যখন।
সে দোষ আমার জানি, নহিলে কি রঘুমণি,
সবংশেতে করিবে নিধন ॥
বিধি যাহা লিখে ভালে, খণ্ডে না তা কোনকালে
কালের অধীন সর্ব্বজন।
প্রত্যক্ষ তাহা দেখিলে, কালে মোরে না ধরিলে,
সীতা কেন করিব হরণ ॥
স্বকর্ম্ম ফল কারণে অদ্য শ্রীরামের রণে,
পাপ দেহ করি বিসর্জ্জন।

ধৈর্য্য ধর স্বীয় মনে, ইষ্ট দেব আরাধনে,
মন প্রাণ কর সমর্পণ ॥
রথ লয়ে হেনকালে, সারথি দ্বারে আসিলে,
এক লম্ফে উঠিল রাবণ।
সারথি অসীম বলে, অশ্বপৃষ্ঠে আঘাতিলে,
বায়ু বেগে করিল গমন ॥
দেখিতে দেখিতে রথ, বহির্ভূত দৃষ্টি পথ,
এককালে হইল যখন।
মন্দোদরী মনোরথ, ভাঙ্গিল জনম মত,
ভূমে পড়ি করিলা রোদন ॥
এ দিকে সমরানল হইল এত প্রবল,
ঘনাচ্ছন্ন যেমন আকাশ।
কারে কেহ না চিনিল, বাণে বাণে আচ্ছাদিল,
সূর্য্যালোক নাহিক প্রকাশ ॥
শিলা-বৃক্ষ কপিগণ, করিতেছে বরিষণ,
বারি ধারা হইতে অধিক।
নির্ভয়েতে স্থির মন, করি রাজা দশানন,
ছাড়িছে শায়ক ততোধিক ॥
শরে শরে জর জর, হয়ে কাঁপি থর থর,
কপিগণ পড়িতে লাগিল।
দেখি ক্রোধিত অন্তর, হনূ এক গিরিবর
লম্ফ দিয়ে সাপটি ধরিল ॥
উপাড়িয়া এক টানে, যেমন রাবণে হানে,
বাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করে।

প্রশংসিয়া মনে মনে, শীঘ্র অন্য গিরি এনে,
দুই হাতে মারে রাবণেরে ॥
তদন্তে সুগ্রীব আসি, শিলা বৃক্ষ রাশি রাশি,
বরষিল রাবণ রথেতে।
চূড়া-ধ্বজা গেল খসি, বানরগণের হাসি
দেখি রাবণ জ্বলিল ক্রোধেতে ॥
ছাড়িল সুতীক্ষ্ণ বাণ, সুগ্রীব হয়ে অজ্ঞান,
অমনি পড়িল ধরাতলে।
দেখি ভয়ে হনূমান, দূরেতে করে প্রস্থান,
অগ্নিপ্রায় দশানন জ্বলে ॥
বাণ বৃষ্টি আরম্ভিল, কত যে কপি মরিল,
সংখ্যা করে সাধ্য আছে কার।
বড় বীর যত ছিল, প্রায়শ বিনাশ হ'ল,
দেখি সবে করে হাহাকার ॥
হনূমান জাম্বুবান, সুগ্রীব আদি প্রধান
সবে গিয়ে রামেরে জানায়।
"আর না থাকিবে প্রাণ, হও প্রভো! সাবধান,
রাবণ হয়েছে কালপ্রায় ॥
রক্ষা নাই কভু আর, রণে অদ্য সবাকার,
নিশ্চয় মরিতে প্রভো! হবে।
বাণে বাণে অন্ধকার, একি যুদ্ধ চমৎকার
অসাধ্য হইল দেখি এবে ॥"
বিভীষণ রামে বলে, অপেক্ষা আর করিলে,
রণ ছাড়ি পলাবে বানর।

চল যাই রণ স্থলে তোমারে দেখি সকলে,
সাহসেতে করিবে সমর ॥
শুনি বিভীষণ বাণী, ত্বরা করি রঘুমণি,
অমনি প্রবেশে রণ স্থলে।
সঙ্গে শত অক্ষৌহিণী, করি "রাম জয়" ধ্বনি,
আনন্দেতে সেনাগণ চলে ॥
পদব্রজে যুদ্ধ রাম করিলেও অবিশ্রাম,
জয়ী শীঘ্র না হইতে পারে।
দেবতা স্বরগ ধাম করি চিন্তা অবিরাম
দেব-রথ পাঠান সত্বরে ॥
দেব-দত্ত রথ দেখি, রামচন্দ্র হয়ে সুখী,
দুর্গা ব'লে করে আরোহণ।
কপিরা তাহা নিরখি, রথ চতুর্দ্দিকে থাকি,
সিংহনাদ করে ঘন ঘন ॥
রথে রামেরে হেরিয়ে, ক্রোধে রাবণ জ্বলিয়ে,
সারথিরে কহিতে লাগিল ॥
সময় মোর বুঝিয়ে রথ দিল পাঠাইয়ে
ইন্দ্র বেটা শঙ্কা না করিল ॥
অদ্য যদি নাহি মরি, কল্য তারে আনি ধরি,
প্রতিকার করিব নিশ্চয়।
কত বার স্বর্গ-পুরী— দিল লণ্ড ভণ্ড করি
মেঘনাদ তবু নাহি ভয় ॥
হোক সে পরের কথা, মনেতে রহিল গাঁথা,
উপস্থিত রণ করি আগে।

শ্রীরামের রথ যথা, সত্বর চালাও তথা,
রথ মোর অতিশয় বেগে ॥
শুনি সারথি নির্ঘাত, অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত,
পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল।
রথ-চক্রে হয়ে পাত, কত কপি ভূমিসাত
হ'ল তার সংখ্যা না রহিল ॥
অবিলম্বে রথখান, আসি রাম সন্নিধান,
উপস্থিত হইল যেমন।
শ্রীরাম করি সন্ধান, ছাড়িল বিশাল বাণ,
শূন্যে কাটে রাবণ তেমন ॥
উভয়ে বাধিল রণ, সুশিক্ষিত দুই জন,
কেহ কারে জিনিতে না পারে।
অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণ, ঘোর বহ্নি সন্দর্শন
হইছে কেবল বারে বারে ॥
রক্তেতে বহিল নদী, সেনাগণ নিরবধি,
মরিতে লাগিলা চারিভিতে।
এ বলে উহারে বধি, উভয়েতে জেদাজেদি,
যুদ্ধ করে নিঃশঙ্ক চিত্তেতে ॥
এ সমর যে প্রকার, হয় না হবে না আর,
এ যুদ্ধের উপমা ইহাতে।
বলা সাধ্য কি আমার, বাল্মীকি রচক যার,
নারী কি তা পারে প্রকাশিতে !
দেখি হেন ঘোর রণ, পুনঃ পুনঃ বিভীষণ,
বলে মিত্র কি কাজ করিলে।

মৃত্যু বাণ কি কারণ, না করিছ সংযোজন,
রণশ্রান্তে সকলি ভুলিলে ॥
শ্রীরামের মনে হ'ল, অমনি গুণে জুড়িল,
আকর্ণ পূরিয়া দিলা ছাড়ি।
বারণ হৃদি ভেদিল, মুখেতে রক্ত উঠিল,
পঞ্চত্ব হইল ভূমে পড়ি ॥
রাম জয় জয় রবে, আকাশে দেবতা সবে,
পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।
এই ভাবে দিন যাবে, কিছুই নাহিক রবে,
শুন দিদি! পরে যা হইল ॥

একাদশ সোপান।

অদৃষ্টে যাহার, বিধি যাহা লিখে,
কভু না খণ্ডন হয়।
রাক্ষস কাহার, চতুর্দ্দোল দেখে,
সীতার হইল ভয় ॥
বহু দিন পরে, পতি দরশনে,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
সে সুখ অন্তরে, কেন যে এক্ষণে
হ'তেছে না অনুমান ॥
অশুভ বারতা, মনেতে নিশ্চয়,
কেহ যেন আগে বলে।
দুশ্চিন্তাতে সীতা, হেরে শূন্যময়—
চতুর্দ্দিক্, বসি ভূতলে ॥

সরমা রাক্ষসী, নিকটে বসিয়া,
করিছে কত কৌতুক।
বাহে না প্রকাশি, আলাপে হাসিয়া,
কিন্তু মনে নাহি সুখ॥
অঙ্গের মালিন্য, দূর করিতেছে,
সরমা যতন করি।
সন্তোষের চিহ্ন, কিছু না হেরিছে,
বরঞ্চ বদন ভারী॥
সরমা কহিছে, হেঁ মা রাম প্রিয়ে!
এ ভাব নিরখি কেন?
যাবে রাম কাছে, সন্তুষ্ট হইয়ে,
দুশ্চিন্তায় আছ যেন॥
সীতা বলে সখি! দুঃস্বপ্ন যে কত,
দেখিনু প্রভাতে আমি।
বল সুধামুখি! জনমের মত,
দাসী কি পাবে না স্বামী!
কোন অমঙ্গল, হ'ল কি এখন—
রামের শুনেছ কাণে?
যা হয়েছ বল, না করি গোপন,
বাঁচি না যে আর প্রাণে॥
উঠি নিদ্রা হ'তে, কত অমঙ্গল,
দেখিয়া হ'তেছে ভয়।
বসিয়া বৃক্ষেতে, বায়স সকল,
কুরবেতে কত কয়॥

অহি গর্ত্ত হ’তে উঠিয়া অমনি,
দেখা দিয়া লুকাইল।
বাম দিক্ হ’তে শৃগাল তখনি,
দক্ষিণে চলিয়া গেল ॥
জলশূন্য ঘট, রয়েছে প্রাঙ্গনে,
উঠিয়া আতঙ্কে দেখি।
হইবে শঙ্কট, শ্রীরাম দর্শনে,
বুঝিনু নিশ্চয় সখি ! ॥
মম অমঙ্গল, যত হ’তে পারে,
হোক তাহে নাহি ভয়।
দাসীর কেবল, ভয় শ্রীরামেরে,
তিনি যেন সুখে রয় ॥
শুনিয়া সরমা, কহিল হাসিয়া,
এ অতি সামান্য কথা।
হয়ে রাম-রমা, অসত্য ভাবিয়া,
কেন পাইতেছ ব্যথা ॥
স্বপন সকল, চিন্তার যে কার্য্য,
কেবা বল নাহি জানে।
তজ্জন্য চঞ্চল— না হইয়া ধৈর্য্য
ধর মা ! আপন মনে ॥
কত মত করি, সীতারে বুঝায়ে,
কথঞ্চিৎ সুস্থ ক’রে।
আনি গন্ধ-বারি, স্নান করাইয়ে,
চুল বাঁধি দিলা পরে ॥

বিভীষণ-দত্ত, পট্টবস্ত্র আনি,
পরাইল সুযতনে।
দূত আসি তত্ত্ব, জানায় তখনি,
যাইতে রাম সদনে॥
অপেক্ষা না করি, দোলাতে চড়িল,
কিন্তু না সরিল মন।
তুলি স্কন্ধোপরি, বাহক চলিল,
যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
অবিলম্বে দোলা, শ্রীরাম গোচরে,
রাক্ষসে রাখে যেমন।
হইলা উতলা, সীতা দেখিবারে,
বানরগণ তেমন॥
চারিদিক্ হ'তে, উকি ঝুকি মারে,
সীতা না দেখিতে পায়।
রাম বলে সীতে! লজ্জা কর কারে,
নামিয়ে এস হেথায়॥
বহু দিন পরে, স্বামি স্বর শুনি,
কত যে পুলক হ'ল।
অতি সুসত্বরে, জনক-নন্দিনী,
পতি-পদ পরশিল॥
হায় রে অদৃষ্ট!! অমৃতে গরল,
উঠিল এহেন কালে।
সীতা পানে দৃষ্টি, রাম না করিল,
ক্রোধেতে দুর্ব্বাক্য বলে॥

ওরে পাপীয়সি! দূরে যা সরিয়ে,
না হেরিব মুখ তোর।
রাক্ষসে পরশি, সতীত্ব নাশিয়ে,
অস্পৃশ্য হয়েছ মোর॥
এত দিন তুই, লঙ্কায় রহিলি,
নিষ্পাপিনী কে বলিবে।
আমি দেখে সই, যা এখন চলি,
যথা ইচ্ছা হয় এবে॥
কি বলিয়া আসি, দেখাইলি মুখ,
লজ্জা কি হ'ল না মনে!
রাবণ প্রত্যাশী— হয়ে কত সুখ
ভুঞ্জিলি অশোক বনে॥
নিষ্কলঙ্ক কুলে, দিলি তুই কালি,
না করি ধরম ভয়।
বিন্ধিয়ে ত্রিশূলে, সাগরেতে ফেলি,
ইচ্ছা যে এমন হয়॥
বধ্যা নয় নারী, মহাপাপ ভয়ে,
নারিনু করিতে তাহা।
গিয়ে লঙ্কাপুরী, রাক্ষসে ভজিয়ে,
মনে লয় কর যাহা॥
বজ্রসম বাণী, শ্রীরাম মুখেতে,
শুনি সুপবিত্রা সীতা।
চরণ দুখানি, ধরি সম্মুখেতে,
ভূমিতে হন পতিতা॥

বাস্পরুদ্ধ স্বর, বাক্য নাহি সরে,
অশ্রুতে প্লাবিত দেহ।
রাম মনান্তর, কে আর তাহারে,
করিবে তখন স্নেহ॥
অজস্র ঝরিছে, নয়নের ধারা,
চিত্রপট সম হ'য়ে—
পড়িয়া রয়েছে, স্থির নেত্র-তারা,
লক্ষ্মণ কহিছে ভয়ে॥
কি করিলে ভাই! বিনা অপরাধে,
মায়েরে বধিলে তুমি।
কেহ শুনে নাই, রমণীরে বধে,
হইয়া তাহার স্বামী॥
এত যদি মনে ছিল রঘুবর,
কি জন্য বধিলে বালী।
বন-চর সনে, ভ্রমি নিরন্তর,
শ্রীঅঙ্গ করিলে কালি॥
জলধি বান্ধিয়ে, হইল কি ফল!
কষ্ট দিলা কপিগণে।
সীতারে আনিয়ে, বাক্য-হলাহল,
পিয়ায়ে মারিলে প্রাণে॥
অসংখ্য রাক্ষসী অযথা কাঁদালে,
পতি-পুত্র বধ করি।
আপন প্রেয়সী, আপনি বধিলে,
কি দোষ তাহার হেরি॥

থাক তুমি হেথা, আমি যাই চলি,
মা মোর যথায় গিছে।
—লক্ষ্মণ এ কথা বলি যান চলি,
ফিরে না তাকায় পিছে॥
সত্বর উঠিয়া, রাম রঘুমণি,
অমনি লক্ষ্মণে ধরে।
কহিলা কান্দিয়া, একি কথা শুনি,
লক্ষ্মণ! ত্যজিবে মোরে!!
সীতা হ'তে তুমি, অধিক আমার,
হৃদয়-সঞ্চিত ধন।
তাইবলি আমি, দুঃখ মোরে আর,
দিওনা রে কদাচন॥
হ'ল হেন কালে, মোহ উপশম,
লক্ষ্মণ হেরি সীতার।
কর জোড়ে বলে, শুন ওহে রাম,
মোর এই অঙ্গীকার॥
আর না কাঁদায়ে, দুখিনী মায়েরে,
স্নেহ কর এইক্ষণ।
নতুবা ফিরিয়ে, গিয়া পারাবারে,
ডুবি হইব নিধন॥
শুনি ধীরে ধীরে, বলেন মৈথিলী,
লক্ষ্মণেরে সম্বোধিয়া।
লক্ষ্মণ! ও কিরে, কি কথা বলিলি,
মরিবি জলে ডুবিয়া॥

বনেতে আমরা, আসিবার কালে,
স্থমিত্রা মা মোর করে।
হয়ে শোকাতুরা, তিঁতি অশ্রুজলে,
সপিলা লক্ষ্মণ তোরে॥
একি ফল তার! দেখিব এখন
সাক্ষাতে মরণ তোর॥
এ কথা আবার, কহিলে লক্ষ্মণ
মরা মুখ দেখ মোর॥
দুখিনীর তরে, গুণের দেবর,
কি হেতু হারাবে প্রাণ?
পাপিনী সীতারে, শীঘ্র বধ কর,
তা হ'লে পাইব ত্রাণ।
কাল ভুজঙ্গিনী— সীতার নিমিত্ত,
কত না পাইলে দুখ।
মরিব এখনি, বলিলাম সত্য,
দেখাবনা আর মুখ॥
এই ভিক্ষা করি দেবতা সমীপে,
দেবর স্থখেতে রয়।
আমি প্রাণে মরি, পড়ি পতি কোপে,
নিষ্পাপে দেখ নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে, পুনঃ মূর্চ্ছাগতা,
হ'লেন রাম-রমণী।
যা হ'ল পশ্চাতে, শুনিলে দুঃখিতা
হইবে সব ভগিনি!॥

দ্বাদশ সোপান।

জন্মস্থ হইলে শনি, একাদশে সুরমণি,
রহিলেও শুভ নাহি হয়।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুমণি, হ'য়ে তাঁর সীমন্তিনী,
কর্ম্ম দোষে পতিতা ধরায়॥
সীতারে গ্রহণ তরে, লক্ষ্মণ মিনতি করে,
তবু রাম না হন স্বীকার।
সীতা বলে সকাতরে, লক্ষ্মণ! মাথার কিরে,
ও কথা না বলো পুনর্ব্বার॥
বিধি যাহা লিখেছিল, ভাগ্যে তাহা সংঘটিল,
কাজ কিরে নিলাজ পরাণে।
মন সাধ মনে র'ল, বিধি না করিতে দিল,
এক মাত্র খেদ এই মনে॥
পতি মনে দিয়ে দুখ কদাচ না পাব সুখ,
ইহ কিম্বা পরকালে আমি।
দেখাবনা ছার মুখ, দুঃখেতে বিদরে বুক,
যা হতেছে জানে অন্তর্যামী॥
লক্ষ্মণ! অনল জ্বাল, কেন বৃথা হর কাল,
পাপদেহ করিব দাহন।
যাহে মোর পরকাল হয়রে লক্ষ্মণ! ভাল,
সম্পাদন কর তা এখন॥
আন গন্ধ-পুষ্প বারি, পতি পদ পূজা করি,
জন্ম-শোধ লইব বিদায়।

আর না বলিতে পারি, ক্রমে অঙ্গ হ'ল ভারি,
অন্তর্দ্দাহে দহিছে হৃদয় ॥
কর জোড়ে মাঙ্গিবর, পতি যেন রঘুবর,
কৃপা করি হন জন্মান্তরে।
থাক সুখে নিরন্তর, উভয়ে হয়ে অমর
দাসী এই শেষ ভিক্ষা করে ॥
শুনিযা সীতার বাণী, পশু-পক্ষী যত প্রাণী,
ছিল তথা কান্দিতে লাগিল।
কি কঠিন রঘুমণি, তবু সীতা-মুখ-খানি,
একবার দৃষ্টি না করিল ॥
ধূলিতে ধূসরা সাতা, বলে কোথা র'লে পিতা,
আসি হেথাদেখ একবার।
শ্রীরামের পারিণীতা, হইয়ে তোমার সুতা
উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার!!
এ রূপেতে কান্দি কত, শিরে করি করাঘাত,
বিলুণ্ঠিতা হ'তেছে ধরায়।
লক্ষ্মণ বুঝায় যত, শোকোচ্ছ্বাস হয় তত,
রুদ্ধ-শ্বাস হয় হয় প্রায় ॥
সীতা বলে লক্ষ্মণেরে, চিতা জ্বালি শীঘ্র দেরে,
অপেক্ষা না কররে দেবর!
রঘুনাথ মুখ হেরে, লক্ষ্মণ কহিছে ধীরে,
কি করিব বল রঘুবর ॥
পাষাণ—নাহি গলিল, লক্ষ্মণেরে আজ্ঞা দিল,
রামচন্দ্র চিতা সাজাইতে।

লক্ষ্মণ মনে ভাবিল, অগত্যা করিতে হ'ল,
রাম আজ্ঞা না পারি লঙ্ঘিতে ॥
শোকে নেত্রনীরে ভাসি, কপিগণে কন আসি,
শুষ্ক কাষ্ঠ আন শীঘ্র করি।
বানরেরা রাশি রাশি, আনি কাষ্ঠ রৈল বসি,
শিলাবৃক্ষ সব হাতে ধরি ॥
ভাবিছে কপি অন্তরে, এত দুঃখ যাঁর তরে,
তাঁরে যিনি করিবেন নাশ।
বিবেচনা নাহি ক'রে, সকলে তাঁহারে ধ'রে,
সীতা সঙ্গে পোড়াব নির্য্যাস ॥
এ দিকে জ্বলিল চিতা, হর্ষযুতা দেখি সীতা,
ধরা হ'তে উঠিয়া তখন।
হ'য়ে অতি ত্বরান্বিতা, চিন্তা করি জগৎপিতা,
পূজিলেন স্বামীর চরণ ॥
তদন্তে নির্ম্মাল্য ল'য়ে, আপন শিরেতে দিয়ে,
প্রদক্ষিণ করি তিনবার!
ভূমি বিলুণ্ঠিতা হয়ে, রাম-পদে প্রণমিয়ে,
অশ্রু-জলে ভাসিলা আবার ॥
পুনঃ সুস্থচিতা হয়ে, চিতা সন্নিধানে গিয়ে,
আরম্ভিলা হুতাশনে স্তব ॥—
শুন বহ্নি মন দিয়ে, সীতা ব্যাকুল হৃদয়ে,
আত্ম-দুঃখ জানাইছে সব ॥
পতি হ'য়ে অসন্তোষ, আরোপি চরিত্র দোষ,
বর্জ্জন করেন পাপিনীরে।

তজ্জন্য নাহিক রোষ, পরীক্ষা দিতে মানস
—করি পশি তোমার উদরে ॥
স্বপ্নে কি জাগ্রতে পতি— ভিন্ন যদি মোর মতি,
হ’য়ে থাকে অন্য পুরুষেতে।
দিতেছি এ প্রাণাহুতি, অন্তে হয় অধোগতি,
ডুবি যেন ঘোর নরকেতে ॥
দেব দেব হুতাশন! সর্ব্বভক্ষ হে পাবন!
তব স্থানে সকলে সমান।
দাসীর এ নিবেদন, দেহ করিয়ে দাহন,
স্নিগ্ধ কর তাপিত পরাণ ॥
এত বলি সাধ্বী-সীতা, না হইয়া সশঙ্কিতা,
অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিল।
অমনি জ্বলিল চিতা, সীতা হয়ে প্রফুল্লিতা,
মন-সুখে বসিয়া রহিল ॥
না দেখি সীতারে আর, রঘুনাথ হাহাকার
—করি কান্দি ধরাতে পড়িল।
বানরগণেতে তাঁর— সঙ্গেতে করি চীৎকার,
কাঁদি কাঁদি অধৈর্য্য হইল ॥
স্বরগে দেবতাগণ, দেখি চিন্তা করি কন,
সীতা পুনঃ রামে দিতে হবে।
অতঃপর বিবরণ, শুন করি স্থির মন,
ভগ্নিগণ! বলি আমি তবে ॥

ত্রয়োদশ সোপান।

বিনা অপরাধে দুঃখ যে দেয় অন্যেরে।
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় সে অন্তরে॥
অগ্নি মধ্যে প্রবেশিলা জনক নন্দিনী।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে রঘুমণি॥
সংজ্ঞা শূন্য স্থির চক্ষু মৃত দেহ প্রায়।
স্বর্গ হ'তে দেব-বৃন্দ আইলা তথায়॥
রামচন্দ্র হস্ত ধরি ব্রহ্মা উঠাইল।
অমনি রামের মোহ প্রশমিত হল।
সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করি রঘুবর।
বিনয় বচনে স্তুতি করিলা বিস্তর॥
শুনি ব্রহ্মা তুষ্ট হ'য়ে বলেন তখন।
সীতা জন্য আর্ত্তনাদ কর কি কারণ?
বিষ্ণু অবতার তুমি লক্ষ্মী অংশে সীতা।
অগ্নি কি দহিতে পারে রয়েছে জীবিতা॥
ইহা বলি অগ্নি দেবে আহ্বান করিল।
সীতা সহ বৈশ্বানর অমনি আইল॥
অগ্রে সীতা প্রণমিয়া স্বামীর চরণে।
তদন্তে প্রণাম করে সর্ব্বদেবগণে॥
শ্রীরাম ভাবেন মনে না দেখি এমন।
আপাদ মস্তক কেশ রয়েছে তেমন॥
যেমন নির্ম্মাল্য শিরে দিয়াছিল সতী।
কিছু মাত্র তাহার না হ'য়েছে বিকৃতি॥

না বুঝি সীতারে আমি করিনু লাঞ্ছনা।
সতত রহিবে তার এ মনো বেদনা॥
আপন কুকার্য্য রাম ভাবিয়া অন্তরে।
লজ্জা-অবনত-মুখ, বাক্য নাহি সরে॥
রাম মনোগত বুঝি দেবগণ বলে।
সীতা দেখি রাম কেন লজ্জিত হইলে॥
সীতা বলে আমি দাসী শতাপরাধিনী।
শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা চাই রঘুমণি॥
শুনিয়া সীতার হেন মধুর বচন।
ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলা দেবগণ॥
রূপেগুণে নিরূপমা তুমি সাধ্বী সীতা!
ত্রিভুবনে নারী মধ্যে তুমিই পূজিতা॥
এইরূপে দেবতারা শ্রীরাম সদন।
জানকীর পবিত্রতা করিলা বর্ণন॥
নিরাপত্তে সীতা, রাম গ্রহণ করিলা।
"জয় রাম" শব্দে কপি নাচিয়া উঠিলা॥
করযোড়ে বলে রাম ব্রহ্মার গোচরে।
দাসের নিকটে যদি এলে দয়া ক'রে॥
একটী প্রার্থনা প্রভো! তোমার সদনে।
করহ জীবন দান মৃত কপিগণে॥
দয়ার্দ্র চিত্তেতে ব্রহ্মা তথাস্তু বলিল।
অমনি আকাশ হ'তে অমৃত বর্ষিল॥
মৃত কপিগণ পুনঃ পাইয়া জীবন।
"রাম জয়" রব করি উঠিল তখন॥

তদন্তরে সীতাসহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সমস্ত দেবের পদ করিলা বন্দন ॥
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ আশীষি সবায়।
প্রিয়-সম্ভাষণ করি হ'লেন বিদায় ॥
লঙ্কা রাজ্য বিভীষণে করিয়া প্রদান।
কটক সহিত রাম অযোধ্যায় যান ॥
অগ্নিতে বিশুদ্ধ স্বর্ণ হয় যেইরূপ।
পরীক্ষা প্রদানে সীতা হ'লেন সেরূপ ॥
জানকীর পাতিব্রত্য জগতে রটিল।
বহু সতী আছে, হেন কীর্ত্তি কে করিল ॥
করযোড়ে সবিনয়ে শ্রীরাম সদনে।
কহিলা মৈথিলী পুন মধুর বচনে ॥
দাসার অদৃষ্টে যাহা বিধি লিখেছিল।
স্বামী আজ্ঞা শিরে ধরি পালন করিল ॥
স্বামীবাক্যে দোষ গুণ না দেখিবে নারী।
আজ্ঞা পালিবেক সদা দ্বিরুক্তি না করি ॥
স্বামীবাক্যে অবহেলা করে যেই জন।
সজ্জনে তাহার শ্রদ্ধা না করে কখন ॥
পতি ভিন্ন রমণীর নাহি অন্য গতি।
পতি অসন্তুষ্টে হয় নরকে বসতি ॥
পতিপদে গাঢ় ভক্তি যে নারীর হয়।
অনলে গরলে তার কিছু নাহি ভয় ॥
অবলা, সবলা শুদ্ধ স্বামীর প্রসাদে।
যে না বুঝে সেই নারী পড়ে পরমাদে ॥

আত্মীয় কুটুম্ব তার যতই থাকুক।
পতি বিনা সতী মনে নাহি পায় সুখ॥
নারীর যে কত দোষ পতি-পদে হয়।
দয়া করি সমুদয় মার্জ্জনা করয়॥
পরের প্রস্তাব আমি বলিব এখন।
স্থির-চিত্তে সকলেতে করহ শ্রবণ॥

সীতা-চরিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম সোপান।

হারা মণি, ফণী, পাইলে যেমন,
আহ্লাদ না ধরে গায়।
অযোধ্যা-বাসিনী, হইয়ে তেমন,
সীতা দেখিবারে যায়॥
এ ডাকে উহারে, আয় ত্বরা করি,
কি জন্য বিলম্ব কর।
কত বারে বারে, আমি ডেকে মরি,
তবু যে নাই উত্তর॥
দুগ্ধ নাহি দিয়ে, ফেলিয়ে শিশুরে,
গিয়াছে কাহার মাতা।
কান্দিয়ে কান্দিয়ে, ক্ষুধাতে না সরে,
তাহার মুখের কথা॥
কবরী মোচন, কেহ করেছিল,
বান্ধিতে নাহিক পায়।
চলিল তখন, দেরি না করিল,
সঙ্গিনী ছাড়িয়া যায়॥

কেহ চন্দ্রহার, নিতম্বে না দিয়ে,
ভুলিয়া পরিল গলে।
না করি আহার, কেহ ব্যস্তা হয়ে,
অমনি গিয়াছে চলে॥
রন্ধনশালায়, গিয়া তাড়া তাড়ি,
কেহ খাইতেছে ভাত।
অন্যের ডাকায়, যায় খাদ্য ছাড়ি,
না ধুয়ে উচ্ছিষ্ট হাত॥
এইরূপে কত, চলিল রমণী,
যুড়ি অযোধ্যার পথ।
কোন্দলেতে রত, বলে "জানি জানি,—
তুই কবে হলি সত?"
অধিক কামিনী, একত্র হইলে,
কত যে দুর্দ্দশা হয়।
দিবস যামিনী, কলহের রোলে,
কার সাধ্য গৃহে রয়॥
যে গৃহে যখন, হয় বহু নারী,
তখনি উৎসন্ন যায়।
একান্নে ভোজন, অনিচ্ছা সবারি,
হয় রমণীর দায়॥
কত স্বর্ণ পুরী, ছার খার হ'ল
দূষিতা রমণী দোষে।
দেখ তত্ত্ব করি, সত্য এ সকল,
না বলিনু আমি রোষে॥

রাজ অন্তঃপুরে, কি গৃহ প্রাঙ্গনে,
কেবল অসংখ্যা-নারী।
কৌশল্যা সবারে, অতীব যতনে,
বসান হস্তেতে ধরি ॥
হেন কালে সীতা, আসি সুমধুরে,
বলেন রমণীগণে।
আমায়, বিধাতা, এত দিন পরে,
মিলাল সবার সনে ॥
মনে নাহি ছিল, এ পাপ-নয়নে,
দেখিব অযোধ্যাপুরী।
অদৃষ্টে ঘটিল যত দুঃখ বনে,
বলিতে নাহিক পারি ॥
দুঃখ সহিবারে, রমণী জীবন,
কঠিন করেছে বিধি।
নতুবা সীতারে, কোশলে এখন,
কেহ না দেখিতে দিদি !
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে, অতি খর-রবি,
উত্তাপে ব্যাকুল প্রাণ।
অসহ্য রৌদ্রেতে— জ্বলি জলে ডুবি
অবিরত করি স্নান ॥
আষাঢ় শ্রাবণে, সদা হয় বৃষ্টি,
হেন স্থান নাহি হেরি।
গিয়া সেই স্থানে, ক্ষণকাল তিষ্ঠি,
নিয়ত ভিজিয়া মরি ॥

শরত কালেতে, খাদ্য ফল প্রায়,—
দুষ্প্রাপ্য সকল বনে।
জঠর জ্বালাতে, প্রাণ বাহিরায়,
বাঁচি মাত্র বারি পানে ॥
হেমন্তে হিমের, হ'লে আগমন,
অস্থির হ'ত শরীর।
কেবল মৃগের চর্ম্মে আবরণ,
হ'ত অঙ্গ দুখিনার ॥
শিশিরের কথা, আশু মনে হ'লে,
হৃদয় বিদীর্ণ হয়।
যত পাই ব্যথা কি হবে তা ব'লে,
হবে না কার প্রত্যয় ॥
সুখের বসন্ত আসিলে সকলে,
কত সুখ করে জ্ঞান!
দুঃখের কি অন্ত, সীতার কপালে,
সতত অস্থির প্রাণ ॥
মম দুঃখ যত, ভাগ্যে লেখা ছিল,
হ'ল, খেদ নাহি তায়।
আর্য্যের যে কত, দুর্দ্দশা হইল,
তাহা না পাসরি হায়!!!
চতুর্ব্বিধ রসে, সুখাদ্য সকল,
প্রস্তুত হইত ঘরে।
তিনি কর্ম্মবশে, মাত্র বন্য ফল,
খাইতেন ক্ষুধাতরে ॥

বহু মূল্যবান, কোমল বসন,
পরিতেন সদা যিনি।
করিত পিধান, বৃক্ষের বাকল,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি॥
অপূর্ব্ব শয্যাতে, শয়ন করিয়া,
সুনিদ্রা না হ'ত যাঁর।
ধরা শয়নেতে, ধূলি ধূসরিয়া,
থাকিতে হইত তাঁর॥
যাঁহার সঙ্গেতে, সশস্ত্র হইয়া,
রক্ষক থাকিত কত।
শ্বাপদ শঙ্কাতে, রাত্রি জাগরিয়া,
থাকিতে সতত হ'ত॥
নাথের শ্রী-অঙ্গে কণ্টক বিঁধিয়ে,
বহিত শোণিত ধার।
থাকি আমি সঙ্গে, চক্ষেতে দেখিয়ে,
করিতাম হাহাকার॥
সাধ্য কিছু নাই, নিবারি সে দুখ,
ভ্রমিতে হবে বনেতে।
ঘটিবে সদাই, না হইবে সুখ,
চতুর্দ্দশ বরষেতে॥
ক্ষণকাল সুখ, নাথের আমার,
মনেতে নাহিক ছিল।
দুখিনীর মুখ, দেখি নিরন্তর,
হ'তেন মাত্র শীতল॥

তাহাতেও বিধি, সাধিলেন বাদ,
হরিলা রাবণ মোরে।
কি কহিব দিদি !, সেই অপবাদ,
রহিল সদা অন্তরে॥
মোরে লঙ্কাপুরে, রাবণ লইলে,
আর্য্যের যে হ'ল দশা।
স্মরিলে অন্তরে, পাষাণ হইলে,
সে জন গলে সহসা॥
কত কষ্ট ক'রে, বনের বানর,
সহায় করেন আর্য্য।
বধিয়ে বালীরে, তুষিলা অন্তর,
সুগ্রীবেরে দিয়ে রাজ্য॥
রাক্ষস সমরে, কত দুঃখ তাঁর,
হইল বলিতে নারি।
রাবণ সংহারে, সাধ্য ছিল কার,
শমনে যে আনে ধরি॥
দিগ্বিজয় কত, করিলা রাবণ,
আপন বাহুর বলে।
তাহারে নিপাত, করা যে কেমন-
কঠিন, বুঝ সকলে॥
ঈশ্বর প্রসাদে, প্রাণ মাত্র লয়ে,
আইলেন আর্য্য এবে।
সদা নিরাপদে, প্রসন্ন হৃদয়ে,
থাকেন আশীষ সবে॥

শুনি সীতা মুখে, বনের বৃত্তান্ত,
রমণী সকলে বলে।
থাক মাগো সুখে, ভুলুন কৃতান্ত,
তোমার সতীত্ব বলে॥
এত কষ্ট স'য়ে, র'য়েছে যে প্রাণ,
মোদের সৌভাগ্য ইহা।
নিশ্চিন্ত হইয়ে, থাক এইক্ষণে,
হ'ল যা হবার তাহা॥
মন্থরা পাপিনী এত না করিলে,
রাজা মরিবেন কেন ?
দিবস যামিনী, কোশলে সকলে,
অরণ্যেতে ছিল যেন॥
রাম আগমনে, অযোধ্যা আলোক
—হ'ল এত দিন পরে।
দেখিয়া নয়নে, হইল পুলক,
আজি যে কত অন্তরে॥
ঈশ্বর নিকটে, মাঙ্গি মোরা বর,
সুখেতে থাক সকলে।
শঙ্করী সঙ্কটে উদ্ধারি এবার,
নির্ব্বিঘ্নে রামে আনিলে॥
অমর করিয়া রাখুন শ্রীরামে,
শীঘ্র হন রাম রাজা।
পুত্রবান হ'য়ে তোমা ল'য়ে বামে
সুখেতে পালুন প্রজা॥

ইত্যাদি যে কত, আশীর্ব্বাদ করে,
অযোধ্যার নারীগণ।
মন্থরাকে যত— ভৎর্সিবারে পারে,
বাকী না রাখে তখন॥
তদন্তরে সবে, হইয়া বিদায়,
চলিলা আপন বাসে।
বলি আমি এবে, শুন সমুদায়,
যা হ'ল ইহার শেষে॥

দ্বিতীয় সোপান।

নগর অরণ্য হয়, অরণ্য নগর।
একভাবে নাহি রয়, সমস্ত নশ্বর॥
অদ্য দিদি! যে স্থানেতে শুনিতেছ গান।
কেবা বলে সে স্থানেতে না হবে শ্মশান?
অদ্য যিনি ভূমণ্ডলে, একচ্ছত্রধারী!
হেন সাধ্য কার বলে, না হবে ভিখারী॥
দুঃখী ঘরে যার জন্ম, হয়েছে সম্প্রতি!
থাকিলে পূর্ব্বের কর্ম্ম, হইবে ভূপতি॥
শ্রীরামের বনবাস, না হইত যদি॥
রাবণের সর্ব্বনাশ, হইত কি দিদি?
ধর্ম্মাধর্ম্মে জয়াজয়, ঘটয়ে নিশ্চিত।
নতুবা কে অযোধ্যায়, শ্রীরামে দেখিত॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে, পেয়ে বহু ক্লেশ।
সবংশে দশাস্যে রণে, নাশি আসে দেশ॥

রাম শোকে অযোধ্যার, কেবা নাহি কাঁদে।
আজি দেখ পুনর্ব্বার, উন্মত্ত আহ্লাদে॥
রাম রাজা হইবেন, কল্য সুপ্রভাতে।
অযোধ্যা ভবন যেন, লাগিল নাচিতে॥
নগর বাসীর মনে না ধরে আহ্লাদ।
সাজাইছে জনে জনে, আপন প্রাসাদ॥
শুভদ কদলী বৃক্ষ, দ্বারেতে রোপিল!
আনি পুষ্প লক্ষ লক্ষ, গাঁথিতে লাগিল॥
বিবিধ বর্ণের ফুলে, হার বানাইয়া।
রাজ পথে কুতূহলে, দিতেছে বাঁধিয়া॥
সুগন্ধ বারিতে পূরি, অসংখ্য কলস।
রাখে সব সারি সারি, না করি অলস॥
বাল বৃদ্ধ সীমন্তিনী, হয়ে আনন্দিত।
আনি বার-বিলাসিনী, করায় সঙ্গীত॥
এরূপ আমোদে লোক, উন্মত্ত হইল!
অযোধ্যায় যেন শোক, স্থান না পাইল॥
এ দিকে পুরীর দ্বারে, বাজে নহবত।
ঢেডরা পিটিয়ে চরে, দেয় সহরত॥—
"কল্য হবে রাম রাজা, নিশি সুপ্রভাতে।
অযোধ্যার যত প্রজা, যাইবা দেখিতে॥
যথাসাধ্য রাজ-কর, সঙ্গেতে লইবা।
নব-নৃপে যুড়ি কর, প্রদান করিবা॥"
শুনিয়া অযোধ্যাবাসী, সন্তুষ্ট হইল।
কখন পোহাবে নিশি, ভাবিতে লাগিল॥

দর্শক বৃন্দের জন্য, পথে চলা দায়।
আবার অগণ্য সৈন্য, ফিরিছে রাস্তায়॥
পতাকা উড়িছে কত, সংখ্যা কেবা করে।
হস্তী অশ্ব অগণিত, সমস্ত নগরে॥
বাদ্যের ধ্বনিতে কর্ণে, শুনা নাহি যায়।
বৈশ্য আদি কত বর্ণে, বিপণি সাজায়॥
যেরূপ সজ্জিত হ'ল, অযোধ্যা নগর।
হেন কেহ না দেখিল, অবনী ভিতর॥
দেখিতে দেখিতে অস্ত, গেলা দিবাকর।
অমনি হইয়া ব্যস্ত, যায় সবে ঘর॥
জ্বলিল অসংখ্য বাতি, প্রতি দ্বারে দ্বারে।
সাধ্য কার বলে রাতি, আজি এ নগরে॥
চারি দিকে নৃত্য গীত, আরম্ভ হইল।
দর্শকগণেরা প্রীত, হইতে লাগিল॥
যত রূপ ঘরে ঘরে, হ'তেছে কৌতুক।
বলিতাম সবিস্তারে, হ'লে চতুর্ম্মুখ॥
রাজার কল্যাণ তরে, কেহ দেয় ভোজ।
পেটুক ভাবে অন্তরে, "পেলে হয় রোজ॥"
সুখের সর্ব্বরী যায়, অতি ত্বরান্বিতে।
পূরবে প্রকাশ পায়, ভানু আচম্বিতে॥
বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে, প্রভাতী ধরিল।
শুন সবে ইতঃপরে, যে সব হইল॥

তৃতীয় সোপান।

পরের করিলে মন্দ, কদাচ ক'র না সন্দ,
না হইবে স্বীয় অকল্যাণ।
কৈকেয়ীর নিরানন্দ, কৌশল্যার মহানন্দ,
করিলেন দেখ ভগবান্॥
অদ্য রাম রাজা হবে, আনন্দে নাচিছে সবে,
দেখিয়া কৈকেয়ী ম্রিয়মাণ।
রাম আর না আসিবে, ভরত রাজ্য পাইবে,
হেন তার ছিল দৃঢ় জ্ঞান॥
আশায় পড়েছে ছাই, ভরত নহে সে ভাই,
রামে রাজ্য প্রদান করিল।
প্রশংসিত সর্ব্ব ঠাঁই, ভরতের তুল্য নাই,
দেশ ময় ইহাই রটিল॥
যদিচ কৌশল্যা সনে, কৈকেয়ী রাম-কল্যাণে,
দেবী স্থানে মাঙ্গিতেছে বর।
কিন্তু কি যে তার মনে, বলিতে পারি কেমনে,
বাহ্যে কিছু নাই ভাবান্তর॥
সম্মুখে রয়েছে ঘট, পুরোহিত সন্নিকট,
বসি পূজে ঐকান্তিক মনে।
"না হয় যেন দুর্ঘট, নাশিয়ে সব শঙ্কট,
রামে রাজ্য দে গো মা এক্ষণে॥"
ইত্যাদি করিয়া স্তুতি, ঋত্বিক বান্ধিয়ে পুঁথি,
নির্ম্মাল্য দিতেছে সর্ব্বজনে।

সকলে করিয়া নতি, সঙ্গে করি সীতা সতী,
যায় পুরে অতি হৃষ্ট মনে ॥
এ দিকে সভার ঘটা, মুনিগণ-শিরে জটা
ঝুলিতেছে ফণীর মতন।
হাতে করি আশা সোটা, ছড়ায়ে বেশের ছটা,
আছে কত কে করে গণন ॥
দেওয়ান দস্তুর মত, সাদরেতে অবিরত,
সভ্যগণে বসায় যতনে।
পেস্কার হয়েছে রত, দর্শকের ক্লেশ তত
নাহি হয় দেখিতে রাজনে ॥
মুন্সাটী কার্য্যেতে পটু, মাথায় বান্ধিয়া পটু,
বহু কার্য্যে লয়েছে সে ভার।
ঘুরিছে যেমন লাটু, মুখে কথা নাহি কটু,
সে জন্য প্রশংসা অতি তার ॥
বকৃসী বড় নীচাশয়, ধর্ম্মে তার নাহি ভয়,
কৈকেয়ীর পিতৃগৃহে ছিল।
ভরতের পদাশ্রয়— করি আসি অযোধ্যায়,
যোগাযোগে কর্ম্মে প্রবেশিল ॥
স্বভাব দোষেতে তার, কোন কার্য্যে নাহি ভার,
তথাপি মরিছে ঘুরি ঘুরি।
হবে শীঘ্র প্রতিকার, সংশয় নাহিক তার,
রাম রাজা দিবে দূর করি ॥
অন্য কর্ম্মচারিগণ, করি সবে প্রাণপণ,
আপন আপন কার্য্য করে।

রাম-দ্বেষী কেহ নন, সকলের হৃষ্ট মন,
রয়েছে সবাই জোড় করে ॥
উড়ায়ে রথের ধ্বজা, এল কত মহারাজা,
করদ মিত্রতা কার(ও) সনে।
বিস্তর আইল রাজা, অসংখ্য আসিল প্রজা,
ভেট দ্রব্য লয়ে জনে জনে ॥
রামায়ত রবাহূত, ফকির বৈষ্ণব কত,
আসিতেছে ভিক্ষার কারণ।
পেয়ে ধন ইচ্ছা মত, হয়ে অতি হৃষ্ট-চিত,
আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন ॥
হইলে শুভ লগন, বশিষ্ঠ শ্রীরামে কন,
সীতা সহ চলহ সভায়।
শুনি রাম হৃষ্ট মন, কৌশল্যাদি মাতৃগণ,
প্রত্যেকের প্রণমেন পায় ॥
কৌশল্যা সীতারে পরে, গুরুতরা সবাকারে,
প্রণাম করান হাতে ধরি।
রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে, বলে "ঈশ, দয়া করে,
শ্রীরাম সীতার নাশ অরি ॥"
তদন্তে বশিষ্ঠ মুনি সঙ্গে সীতা রঘুমণি,
চলিলেন সভাতে যখন।
পুরস্থ যত রমণী, হুলু ধ্বনিতে মেদিনী,
কাঁপাইতে লাগিল তখন ॥
অতিশয় মৃদু পদে, রাম সীতা নিরাপদে,
সভা স্থলে উত্তরিলা আসি।

দেখি সবে মহাহ্লাদে, বলে ঈশ সুসম্পদে,
দম্পতীরে রাখ দিবানিশি ॥
রাম সীতা রূপ হেরি, কি পুরুষ কিবা নারী,
মোহিত হইল সর্ব্ব-জন।
বলিতেছে মরি মরি, কৈকেয়ী কেমন করি,
রামচন্দ্রে দিয়াছিল বন।
এ দিকেতে ঋষিগণে, নমি রাম জনে জনে,
কহেন বশিষ্ঠ তপোধন।
সীতাসহ সিংহাসনে, স্মরিয়া মধুসূদনে,
দাশরথি! কর আরোহণ ॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ বাণী, সীতাসহ রঘুমণি,
বসিলেন সিংহাসনোপরি।
উঠে "রাম-জয়ধ্বনি," কম্পিত হ'ল ধরণী,
লক্ষ্মণ রহেন ছত্র ধরি ॥
হ'ল দৃশ্য চমৎকার, হ'য় নি হবে না আর,
রাম রাজা যেরূপ হইল।
স্বর্গে হর্ষ দেবতার, নৃত্য হ'ল অপ্সরার,
পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥
উঠিল বাদ্যের রোল, সঙ্গে দর্শকের গোল,
সাধ্য কার শুনে কার কথা।
কত যে বাজিছে খোল, বৈষ্ণবেরা হরিবোল,
ব'লে সবে ঘুরাইছে মাথা ॥
আনন্দে অযোধ্যাপুরী, যেন উঠে নৃত্য করি,
বক্ষে ধরি শ্রীরাম সীতায়।

দর্শক মণ্ডলী হেরি, সবে বলে আহা মরি !,
ঘনে সৌদামিনী যে ধরায় ॥
ক্রমে ক্রমে প্রজাগণ, করি কর সমর্পণ,
যায় সবে নিজ নিজ বাসে।
করি প্রিয় সম্ভাষণ, প্রজার তোষেণ মন,
রঘুনাথ মনের উল্লাসে ॥
রাজন্যবর্গেরা পরে, শ্রীরামের সমাদরে,
প্রীতি লাভ এরূপ করিল।
বলিতে না কেহ পারে, যাইব আমরা ঘরে,
প্রেমোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ আবরিল ॥
অতিশয় সুযতনে, রাখি রাম নৃপগণে,
কিছু দিন অযোধ্যা নগরে।
তুষি মিষ্ট আলাপনে, যথোচিত সসম্মানে,
বিদায় করেন তদন্তরে ॥
আহূত কি অনাহূত, হয়ে সবে হৃষ্ট চিত,
রাম গুণ করি সবে গান।
পেয়ে ধন অভিমত, যাইতেছে অবিরত,
উৎসব হইল সমাধান ॥
ভ্রাতৃগণ সহকারে, নিশ্চিন্তে অযোধ্যা-পুরে,
নিত্য সুখে সুখী রঘুবর।
যা হ'ল ইহার পরে, শুন মনোযোগ ক'রে,
বলি আমি সবার গোচর ॥

চতুর্থ সোপান।

স্বামান্য কারণে হয় বিপুল অনিষ্ট।
এ বাক্য দৃষ্টান্ত লোকে রয়েছে যথেষ্ট ॥
ভীম উপহাস যবে শুনে দুর্য্যোধন।
ক্ষত্রি কুল বিনাশের হইল কারণ ॥
সাম্বকে যাদবগণ রমণী সাজায়ে।
গর্ব্ভাকৃতি ক'রে ধামা উদরে বান্ধিয়ে ॥
ক্রীড়ায় আসক্ত যবে ছিল শিশুগণ।
সহসা ঋষিরদল করে আগমন।
দেখি শিশুগণ অতি সন্তুষ্ট হইল।
ঋষি সম্বোধনে কেহ কহিতে লাগিল ॥
"এই রমণীর গর্ভে কি সন্তান হবে।
দয়া করি বল প্রভো! শুনি মোরা সবে ॥"
মুনি মধ্যে অষ্টাবক্র ক্রোধপরায়ণ।
শুনি হুতাশন প্রায় জ্বলিল তখন ॥
অতীব কর্কশ ভাষে বলে শিশু প্রতি।
"এ গর্ব্ভে মূষল হবে শুন মূঢ়মতি ॥
করিলি যেমন গর্ব্বে এই উপহাস।
ইহাতেই যদুকুল হইবে বিনাশ ॥"
ইহা বলি মুনিগণ যান কার্য্যান্তরে।
মূষল হইল সেই ধামার ভিতরে ॥
সেই মূষলেতে যদু বংশ হয় নাশ।
কারণ হইল মুনিগণে উপহাস ॥

করেন শ্রীরাম রাজ্য সুখে অযোধ্যায়।
অচিরে অপত্য-মুখ হেরিবেন তায়॥
হইয়াছে জানকীর গর্ব্ভের সঞ্চার।
ক্রমে ক্রমে অযোধ্যায় হইল প্রচার॥
আহ্লাদের সীমা নাই কৌশল্যা মাতার।
কবে ক্রোড়ে লইবেন রামের কুমার॥
দিবা নিশি করযোড়ে বলেন ঈশ্বরে।
বিনাক্লেশে সুপ্রসব করাও সীতারে॥
দেব দেবী স্থানে সদা মানসা করেন।
অতি সতর্কতা ভাবে সীতারে রাখেন॥
তাবিজ কবজ কত বাঁধি দেন গলে।
যে যাহা আনিয়া দেয় রমণী সকলে॥
মায়াতে মোহিত বল কে নহে জগতে।
দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাহি হবে দিতে॥
প্রকৃত সংসার সুখ সন্তান সন্ততি।
ইহার অন্যথা দিদি! নাহি এক রতি॥
যার ভাগ্যে হেন ধন না দিয়াছে বিধি।
হতভাগ্য তার সম কে জগতে দিদি!
পতি সোহাগিনী হয় পুত্রবতী নারী।
বন্ধ্যারে হেরিয়ে পতি করে মুখ ভারী॥
যদ্যপি বাহ্যেতে কেহ নাহি করে দ্বেষ।
তথাপি অন্তরে তার বিষম বিদ্বেষ॥
অন্য রমণীর ন্যায় না হউন সীতা।
গর্ব্ভ জন্য অবশ্যই হন প্রফুল্লিতা॥

সীতার সমান যদি স্বামিসোহাগিনী।
অন্য কোন নারী হয় প্রথম গর্ব্বিণী॥
আহ্লাদে ফাটিয়ে মরে তাহারা যেমন।
সীতার চরিত্র কেন হইবে তেমন?
গর্ব্ববতী হ'লে আর কে পায় তাহারে।
বিশেষতঃ পতি অতি ভালবাসে যারে॥
নখরে সে নারী কভু তৃণ নাহি ছিঁড়ে।
অলসে শয্যাতে সুখে থাকে সদা প'ড়ে॥
প্রাচীনা শাশুড়ী আর না দেখি উপায়।
বধূর সেবায় তিনি নিযুক্তা সদায়॥
অধুনা কলিতে হেরি লক্ষ্মী নারী যত।
জানকী অলক্ষ্মী নন তাহাদের মত॥
কমলা যে সীতা রূপে জন্মে অবনীতে।
কার্য্য দ্বারা সাক্ষ্য তার লাগিলেন দিতে॥
শ্রীরামের পত্নী তিনি রাজার নন্দিনী।
ভাগ্য-বশে হইলেন প্রথমে গর্ব্বিণী॥
আনন্দে অযোধ্যাবাসী নৃত্য করিতেছে।
রাজপুত্র হবে ইহা সকলে কহিছে॥
অকৃত্রিম স্নেহ রাম করে পূর্ব্ব হ'তে।
তথাচ বিশেষ দয়া বাড়া'ল গর্ব্বেতে॥
এত যে সোহাগা স্বর্ণ সীতাতে পড়িল।
পূর্ব্ববৎ রহে সীতা কিছু না গলিল॥
কর্ত্তব্য কার্য্যেতে তার নাহি কিছু ভুল।
কৌশল্যা কৈকেয়ী উভে ছিল সমতুল॥

বৃদ্ধাদের পরিচর্য্যা নিত্য ব্রত তাঁর।
সে কার্য্যেতে অন্যে কভু না দিতেন ভার॥
স্বহস্তে উদ্যোগ করি আহার করান।
শ্রদ্ধা ভক্তি সকলেরে করেন সমান॥
পতির ভোজন শেষ করেন ভোজন।
পতি আজ্ঞা কদাচ না করেন লঙ্ঘন॥
ভরত শত্রুঘ্ন আর হিতৈষী লক্ষ্মণে।
পুত্রবৎ হেরেন, সম স্নেহ বিতরণে॥
দাস দাসী সকলেরে করিতেন স্নেহ!
অশ্রদ্ধার পাত্র তাঁর নাহি ছিল কেহ॥
গৃহ কার্য্যাদিতে সদা থাকিতেন রত।
দ্রব্য মাত্র তাঁর কাছে না হ'ত ঘৃণিত॥
মূল্যবান্ কি সামান্য বস্তু যতগুলি।
যতন করিয়া তাহা রাখিতেন তুলি॥
সময় বিশেষে দ্রব্য হেরি মোরা যত।
কার্য্যে লাগে সমস্তই ছিল তাঁর জ্ঞাত॥
আত্ম পর বিভিন্নতা না ছিল সীতার।
পর দুঃখ পরায়ণ স্বভাব তাঁহার॥
রোগীর শুশ্রূষা তিনি করেন যেমন।
বন্ধু বান্ধবের সাধ্য না হ'ত তেমন॥
পরিবার মধ্যে কিম্বা প্রতিবাসিগণ।
(যেখানে যাইতে তাঁর না ছিল বারণ)॥
কেহ যদি ব্যাধিগ্রস্ত আছে শুনে সীতা।
অমনি তথায় যান হয়ে ত্বরান্বিতা॥

যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা ঔষধ কি পথ্য।
আপনি যাইয়া তারে দেন নিত্য নিত্য ॥
যে কাল পর্য্যন্ত সে না হইত আরাম।
সর্ব্বদা করেন তত্ত্ব না করি বিশ্রাম ॥
নারীর জীবনে গুণ যা থাকা উচিত।
ঈশ্বর প্রসাদে তাঁর ছিল সুসঞ্চিত ॥
রূপে গুণে সীতার তুলনা সীতা ভিন্ন।
ত্রিভুবনে সমকক্ষ নাহি তার অন্য ॥
রাম রাজ্যে সুখে প্রজা কাটিতেছে কাল।
অকালেতে সাধ্য কারে গ্রাস করে কাল ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে দিদি! যত রাজা ছিল।
রাম সম কেহ নাহি প্রজারে পালিল ॥
একালেতে যার রাজ্যে প্রজা পায় সুখ।
"রাম রাজ্যে আছি বলে নাহি জানি দুঃখ ॥"
রাম-সনে তুল্য তার করে প্রজাগণ।
রামের সমান রাজা না ছিল কখন ॥
অতুল সুখেতে রাম ছিলেন সদায়।
দুঃখের অভাব মাত্র ছিল অযোধ্যায় ॥
কিন্তু দিদি! অল্প কাল সুখ স্থায়ী হয়।
দুঃখের দিবস আর নাহি হয় ক্ষয় ॥
অকস্মাৎ দুঃখ-রূপা ঝটিকা প্রবেশি।
কোশলের সুখরাশি গেল যে বিনাশি ॥
সামান্য কারণে হয় সকল বিনাশ।
পূর্ব্ব উদাহরণেতে করেছি প্রকাশ ॥

একদা একাকী রাম আছেন নির্জ্জনে।
সহসা দুর্ম্মুখ আসি নমিলা চরণে॥
সম্মুখে দুর্ম্মুখে দেখি অতি ম্রিয়মাণ।
মহাত্রাসে শ্রীরামের উড়িল পরাণ॥
দমি মনোভাব রাম দুর্ম্মুখে কহিল।
"যা হয়েছে আশু তাহা নির্ভয়েতে বল॥"
আশ্বাসে দুর্ম্মুখ দুখে করি জোড় কর।
বলিতে লাগিলা তবে শ্রীরাম গোচর॥
"দাসের যে কার্য্যে প্রভো! করেছেন ব্রতী।
না বলিয়া কি রূপেতে পাইবে নিষ্কৃতি॥
শুভাশুভ যেখানেতে যাহা শুন্তে পাই।
অবিকল তাহা আমি চরণে জানাই॥
কার্য্য-অনুরোধে গিয়ে রজক ভবনে।
অতীব অন্যায় কথা শুনিনু শ্রবণে॥
রজক, ভার্য্যার প্রতি করি সম্বোধন।
ক্রোধ ভরে কহিতেছে করিয়া গর্জ্জন॥
"শুন লো বজ্জাৎ মাগি আমি কি তেমন।
(রামরাজা সীতা গৃহে আনিলা যেমন)॥
জানকী রাবণবাসে বহুদিন ছিল।
কি ব'লে শ্রীরাম তারে গ্রহণ করিল॥
এক দিন যদি তুই থাকিস্ অন্য স্থানে।
এ জনমে তোর মুখ না হেরি নয়নে॥"
নিবেদি দুর্ম্মুখ ইহা বিদায় লইল।
শ্রীরাম মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হ'ল॥

ক্ষণকাল বসি থাকি বিষণ্ণ বদনে।
দৌবারিকে আজ্ঞা দেন ডাকিতে লক্ষ্মণে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারী গমন করিল।
রাম মনে কত রূপ দুশ্চিন্তা জাগিল॥
"হায়! কি কুলগ্নে আমি আসিলাম ভবে।
আজীবন দুঃখ ভুগি যাইতে হইবে॥
কি দোষে পবিত্র প্রাণা সীতারে ত্যজিব।
লোক গঞ্জনাও কিন্তু সহিতে নারিব॥
পূর্ব্ব জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ করি মহাপাপ।
তজ্জন্য পাইতে হ'ল এত মনস্তাপ॥
মহাপাপী ব'লে বুঝি কালে নাহি নিল।
এত কষ্ট মম ভাগ্যে বিধি লিখেছিল॥"
এই রূপে কত চিন্তা করে রঘুবর।
লক্ষ্মণ দ্বারীর সঙ্গে আইল সত্বর॥
দেখিয়া লক্ষ্মণে রাম ধরি দুটী কর।
অশ্রুতে প্লাবিত দেহ না সরে উত্তর॥
রামের এ ভাব হেরি ভাবিল লক্ষ্মণ।
দাস দোষে বুঝি রাম অসন্তুষ্ট মন॥
ইহা ভাবি শ্রীরামের ধরিয়া চরণ।
সকাতরে বিনয়েতে বলেন লক্ষ্মণ॥
"কি দোষ দাসের, নাথ ব'ল দয়া করি।
অধৈর্য্য হইল প্রাণ সহিতে না পারি॥"
শুনি রাম লক্ষ্মণেরে বলেন তখন—
কিছুমাত্র দোষ তব নাহিরে লক্ষ্মণ!

মম সম হতভাগ্য ত্রিভুবনে নাই।
লক্ষ্মণরে তোর মত ভাই কোথা পাই॥
সীতা লাগি কত দুঃখ হইল আমার।
অজ্ঞাত কি আছে বল লক্ষ্মণ তোমার॥
যত কষ্টে সিন্ধু বাঁধি বধি লঙ্কেশ্বর।
অন্যের কি সাধ্য জানা ব্যতীত ঈশ্বর॥
এত করি সীতা রত্নে করিয়া উদ্ধার।
কিছুমাত্র সুখ মনে না হ'ল আমার॥
অগ্নিতে পরীক্ষা করি সীতা আনি ঘরে।
তথাচ অযথা লোকে নিন্দিছে আমারে॥
অতএব জানিলাম ভাগ্যে মোর দোষ।
কিজন্য অন্যের প্রতি হব অসন্তোষ॥
বিধি লিপি কদাচ না হইবে খণ্ডন।
যাহা বলি নিরাপত্যে কররে লক্ষ্মণ!
মুনি-পত্নীগণে দিতে বস্ত্র অলঙ্কার।
বড় সাধ ছিল বহুদিন রে সীতার॥
সেই উপলক্ষ করি লইয়া তাহারে।
বনে দিয়ে এস ভাই! অতি ত্বরাকরে॥
পূর্ব্বে এ সংবাদ রাষ্ট্র হলে অযোধ্যায়।
কদাচ জননী ছাড়ি দিবেনা সীতায়॥
অতি সাবধানে তুমি যাওরে লক্ষ্মণ!
অপেক্ষা না করি শীঘ্র কররে গমন॥
শ্রীরামের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
অমনি লক্ষ্মণ উঠে করিয়া ক্রন্দন॥

কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শ্রীরাম গোচর।
"কি দোষে মায়েরে বনে দিবে রঘুবর!
সচ্চরিত্রা সুপবিত্রা সীতা মা যেমন।
ত্রিভুবন অন্বেষণে না পাবে তেমন॥
সামান্য লোকের বাক্যে লক্ষ্মী দিয়ে বন।
ছার খার কর কেন অযোধ্যা ভবন॥
অন্ত্যজ কি উচ্চশ্রেণী যত লোক হেরি।
কে কোথা দিয়াছে বনে আপনার নারী॥
অপরাধ হ'লে তার করি প্রতিকার।
গৃহেতে রাখিয়া সবে করিছে সংসার॥
নিষ্কলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক রটাও।
অযোধ্যা বাসীরে ভাই কি জন্য কাঁদাও॥
বিশেষ করিয়া জানি সবার অন্তর।
কেহ অসন্তোষ নহে সীতার উপর॥
সীতার সদ্‌গুণে বাধ্য পশু পক্ষী গণ।
অকারণে পদে তাঁরে দল কি কারণ॥
ওরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা ক'রনা আমারে।
সুখে রাজ্য কর আর্য্য! নিশ্চিন্ত অন্তরে॥
ঈশ্বর প্রসাদে শীঘ্র দেখিবে কুমার।
পুন্নাম নরক হ'তে হইবে উদ্ধার॥
বিশুদ্ধ চরিত্রা সাধ্বী নিষ্পাপিনী সতী।
সম্প্রতি আবার তাহে হন গর্ব্ভবতী॥
অকারণে বনে দিলে সরলা বালায়।
অযশ ঘোষিবে দেশে তব অচিরায়॥

অতএব ক্ষান্ত হও শুন মোর কথা।
কদাচ দিওনা আর যার মনে ব্যথা ॥
বনেতে যে দুঃখ তাঁর দেখেছ নয়নে।
ততোধিক দুঃখ দিলা দুর্ব্বৃত্ত রাবণে ॥
দুর্ব্বলা রমণীগণ নিরপরাধিনী।
পতি প্রতিকূলতায় না বাঁচেন তিনি ॥
তুমি যদি অকূলে ভাসাও সীতা মারে।
কার সাধ্য রক্ষা করে অযোধ্যা মাঝারে ॥
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন।
পদানত জনে কেন কর বিড়ম্বন ॥
প্রভুত্ব অধীন প্রতি আছে সবাকার।
তা ব'লে কে করে বল এত অত্যাচার ॥
ভয়াবহ জন্তু-পূর্ণ বন সমুদায়।
অজ্ঞাত কি আছে তব বল কৃপাময়!
জানিয়া শুনিয়া কেন বধিছ রমণী।
কি পৌরুষ(ই) হবে ভবে তব রঘুমণি!
কুৎসিত বাসনা আর্য্য! করি পরিহার।
আপন মনেতে ধৈর্য্য-ধর একবার ॥
তব ইচ্ছা প্রতিকূল কভু আমি নই।
অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ব'লে এত কই ॥"
এত বলি নীরবেতে লক্ষ্মণ রহিল।
পুনশ্চ লক্ষ্মণে রাম কহিতে লাগিল ॥
"যা বলিলে সত্য কথা সব আমি জানি।
সীতা সম ত্রিভুবনে নাহিক কামিনী ॥

কি করিব প্রজাগণে করি অসন্তোষ।
সীতারে রাখিতে মম নাহিক মানস॥
সীতাহ'তে অতিশয় প্রিয় মোর প্রজা।
অবাধ্য হইলে প্রজা নষ্ট হয় রাজা॥
কোন রূপে সীতা গৃহে না রাখিব আর।
অনুরোধ মিছা কেন কর বার বার॥
সীতারে বনেতে যদি না দেও লক্ষ্মণ!
নিশ্চয় এখনি আমি ত্যজিব জীবন॥"
শুনিয়া লক্ষ্মণ মনে ভাবিতে লাগিল।
"অযোধ্যার ভাগ্য লক্ষ্মী এ হ'তে ছাড়িল॥
সীতা-কোপানলে দগ্ধ হবে এই পুরী।
বৃথা কেন আর্য্য-আজ্ঞা অনাদর করি॥"
তদন্তরে রাম পদে প্রণতি করিয়ে।
সীতা বনবাস দিতে যায় রথে লয়ে॥
অতঃপর যা হইল শুনদিদি সবে।
পাষাণ-সদৃশ মন গলিয়া যাইবে॥

পঞ্চম সোপান।

স্বর্ণ বারম্বার, পুড়িলে আগুণে,
বিশুদ্ধ যেমন হয়।
ধর্ম্মে মতি যার, পরীক্ষা কারণে,
দুঃখ দেন্ দয়াময়॥
সাধ্বী জানকীরে, রামের আজ্ঞায়,
সঙ্গেতে করি লক্ষ্মণ।
অতি শোকাতুরে, না দেখি উপায়,
বনেতে করে গমন॥
না জানে সরলা, ক্ষণকাল পরে,
সর্ব্বনাশ হবে তার।
হইল উতলা, কত যে অন্তরে,
মুনি-পত্নী হেরিবার॥
লক্ষ্মণেরে বলে, "কত রে অন্তর—
মুণিগণ নিকেতন।"
ভাসে চক্ষু-জলে, ভগ্ন হ'ল স্বর,
নির্ব্বাক হ'ল লক্ষ্মণ॥
দেবরের দশা, দেখিয়া জানকী,
চমকি উঠিয়া কয়।
"কেনরে সহসা, কান্দিতেছ দেখি,
কারণ ত ভাল নয়॥
কি হয়েছে বল, লক্ষ্মণ সত্বর,
অধৈর্য্য হইল প্রাণ।

রাম অমঙ্গল, কি পুরনারীর
হ'য়েছে কি অকল্যাণ ॥
আসিবার কালে, আর্য্য সনে দেখা,
না করি আইনু কেন ?
দুঃখিনীর ভালে, আর কি যে লেখা—
আছে বুঝিতেছি হেন ॥
কাজ নাই আর, যেয়ে তপোবনে,
অযোধ্যায় ফিরে চল।
মাথা খাও মোর দেবর! এক্ষণে,
যা হয়েছে স্পষ্ট বল ॥"
সীতার কাকুতি শুনিয়া লক্ষ্মণ,
চিন্তিতে লাগিল মনে।
"নাহিক শকতি, আর্য্যের বারণ,
বলিতে পারি কেমনে ॥
উভয় সঙ্কট, হইল আমার,
কি রূপে কহিব কথা।
হ'তে হ'ল শঠ, নহিলে নিস্তার,
নাই, রৈল মনে ব্যথা ॥
যাহার সহিত, ভ্রমেতে কখন,
না করি অসত্যালাপ।
না হয়ে কুণ্ঠিত, লক্ষ্মণ এখন,
মিথ্যা বলি করে পাপ।
আর্য্য অনুমতি, লঙ্ঘিতে না পারি,
দুরাত্মা আমি যেমন।

হউক সে দুর্ম্মতি, কভু প্রাণ ধরি,
কেহ না পারে এমন॥
একে গর্ব্ভবতী, ত্রিভুবন-মান্যা,
জনক-রাজনন্দিনী।
অতি সাধ্বী সতী, নারী মধ্যে ধন্যা,
শ্রীরাম রাজ গৃহিণী॥
যাঁর যশোরাশি, দিক্ সমূহেতে,
ঘোষিছে অবিরোধেতে।
তাঁরে বনবাসী, হইল করিতে,
ন্যায় পথ বিরুদ্ধেতে॥
স্বর্ণ-প্রতিমারে, দস্যু বিনা কার,
শকতি ভাঙ্গিয়া ফেলে।
তদ্রুপ সীতারে, লক্ষ্মণ্ দুরাচার,
ভাসাতে চলিল জলে॥
ব্যাধেরা যেমন, তণ্ডুল ছড়ায়ে,
পাখীরে ধরিয়া খায়।
লক্ষ্মণ তেমন, ছলেতে আনিয়ে,
সীতা বনে দিতে যায়॥
ভাবিতে ভাবিতে, বলিল লক্ষ্মণ,—
শুন মা রামের প্রিয়া।
মিথ্যা আশঙ্কাতে, কি জন্য এমন,
ব্যথিত করিছ হিয়া॥
মম নেত্র কোণে, দংশিল মক্ষিকা,
তজ্জন্য পড়িল জল।

কেন অকারণে, দেখি বিভীষিকা,
হইলে এত চঞ্চল ॥
ভাগ্য লক্ষ্মী কবে, টলিবে যে কার,
অগ্রে কে বলিতে পারে ॥
বল তাহা ভেবে, হবে কি সুসার,
থাকিয়া ছার সংসারে ॥
গৃহাশ্রমিগণ, সুখ দুঃখে কাল
—কাটায় যেমন ক'রে।
সন্ন্যাসী কখন, এরূপ জঞ্জাল,
ভোগেনা নিজ অন্তরে ॥
প্রতি ঘরে ঘরে, দেখ তত্ত্ব করি,
কে আছে পরম সুখে।
ক্ষুধাতে যে মরে, সেও কোঁচা ধরি
ঘোরে, হাতি মারে মুখে ॥
বাহ্য চাকৃচিক্য, দেখায় সকলে,
অভ্যন্তরে যে যন্ত্রণা।
করে কি তা লক্ষ্য, অন্যে বুদ্ধিবলে,
অসাধ্য সে দুখ জানা ॥
গৃহে বিড়ম্বন, যত কিছু হোক্,
সতত খাইবে গালি।
তথাচ কখন, ত্যজি হেন সুখ,
বনেতে যাবেনা চলি ॥
ইচ্ছায় গরল, পান করি মোরা,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।

সত্য এ সকল, না বলে যাহারা,
বঞ্চক কপটাচারী ॥”
এরূপে লক্ষ্মণ, অন্য কথা তুলি,
ভুলায় সীতা দেবীরে !
প্রবেশে তখন, অতি বেগে চলি,
রথ অরণ্য মাঝারে ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ, অন্তরে, ভাবিল,—
এইত নদীর ঘাট ।
করি বিসর্জ্জন, সময় হইল,
ভাঙ্গিল সুখের হাট ॥
মিছা মায়া করি, কি ফল হইবে,
রাখিতে শকতি কার ।
সকল চাতুরী, এখনি জানিবে,
কি দিয়া ঢাকিব আর ॥
মুনি পত্নীগণে, বস্ত্র অলঙ্কার,
দিবেন বলিয়া আসি ।
জানিবে কেমনে, এই পাপাচার,
সর্ব্ব সুখ যাবে নাশি ॥
পূর্ব্বেতে যখন, কাননে ছিলেন,
সঙ্গেতে ছিলাম মোরা ।
কি হবে এখন, একা রহিবেন,
জন্তুতে অরণ্য পোরা ॥
এরূপ দুস্তরে, সহায় ব্যতীত,
সাধ্য কি বাঁচিতে পারে ।

অদ্য কিম্বা পরে, হবে কবলিত,
শ্বাপদ মুখ বিবরে ॥
ভাগ্যে যাহা আছে, ঘটিবে নিশ্চয়,
খণ্ডাতে নারিব তাহা।
আর কেন মিছে, করি কাল-ক্ষয়,
করিতে আইনু যাহা ॥
প্রকৃত প্রস্তাব, সংগোপন করি,
সীতারে লক্ষ্মণ বলে।
"মোর মনোভাব, শুনমা ঈশ্বরি!
নিবেদি পদ-কমলে ॥
এখান হইতে, মুনির আশ্রম,
অতি অল্প দূরে আছে।
হাঁটিতে এ পথে, নাহি তত শ্রম,
চল মা তাঁদের কাছে ॥
রথে চড়ি গেলে, অবজ্ঞা প্রকাশ,
হইবে তাঁদের সনে।
তজ্জন্য সকলে, মুনির সকাশ,
যায় দেখি বিনা যানে ॥
যুক্তিযুক্ত কথা, সীতা চন্দ্রাননা,
শুনিয়া লক্ষ্মণ মুখে,
না করি অন্যথা, অম্লানে অমনি,
ভূতলে নামেন সুখে ॥
হেনকালে আর নারিল লক্ষ্মণ,
ধৈরয ধরিতে চিতে।

করি হাহাকার, ধরাতে তখন,
পড়ি লাগিল কান্দিতে ॥
অবাক হইয়া, সীতা মনে ভাবে,—
এ আবার হইল কি।
সাধেতে আসিয়া, কান্দিতে হইবে,
সেই ভাব যেন দেখি ॥
অতি ত্বরাকরি, লক্ষ্মণের কর,
ধরি তুলি বলে সীতা।
"বল শীঘ্রকরি, কি হ'ল দেবর!
বল খুলি সব কথা ॥
লক্ষ্মণ ভাবিল,— "আর কেন ঢাকি,
বলি স্পষ্ট করি সব।
যা হবার হ'ল, বাঁকী কেন রাখি,
মিটাই সব উৎসব ॥
কান্দিতে কান্দিতে, লক্ষ্মণ বলিল,
"আর কি শুনিবে তুমি।
প্রজার কথাতে, বনে বিসর্জ্জিল,
নির্দয় হইয়া স্বামী ॥
তোমার লাগিয়ে, কত বুঝাইনু,
না শুনিল মোর কথা।
অগত্যা ভুলায়ে, তোমায় আনিনু,
পাইনু মরমে ব্যথা ॥
অনুগত দাস, প্রভুর আজ্ঞায়,
কিবা ব'ল নাহি করে।

তব সর্ব্বনাশ, করি নিরূপায়,
এ পাপ জীবন ধরে ॥
লক্ষ্মণের প্রাণ, পাষাণ হইতে,
অধিক কঠিন হয়।
নহিলে প্রস্থান, করিত দেখিতে,
হ'ত না এ সমুদয় ॥
কি করিব আর, জন্ম জন্মান্তরে,
কত যে দুষ্কৃতি করি।
তার প্রতীকার, ভুগি নিরন্তরে,
এ কদর্য্য-দেহ ধরি ॥
যাহা সাধ্য আছে, করি আমি তাহা,
বিদায় হই শ্রীপদে।
বন দেবী কাছে, মাগি বর ইহা,
রক্ষা করেন বিপদে ॥
সাধ্য ইহা বিনে, অন্য কি আমার,
শুন মা রাম-রমণি!
কৃপা বিতরণে, দোষ অপহার,
দাসের কর জননি!
যে কার্য্য করিনু, প্রস্তরে অঙ্কিত
হইল নাহি মিটিবে।
শশধর ভানু, ত্রিভুবনে যত
কাল ব্যাপি সমুদিবে ॥"
কান্দিতে কান্দিতে, ত্যজিয়া সীতায়,
লক্ষ্মণ চলিয়া যায়।

সংজ্ঞা বিরহিতে, আলেখ্যের প্রায়
জানকী দাড়ায়ে রয় ॥
পুত্তলিকা সম, স্থির-নেত্রা হয়ে,
শুনিতে ছিলেন কথা।
দূরে গেল ভ্রম, নিশ্চয় বুঝিয়ে,
ঘুরিয়া আইল মাথা ॥
চীৎকার করিয়া, পড়িয়া ধরায়,
লুঠিতে লাগিলা সীতা।
কে তার হইয়া, যাইয়া তথায়,
বুঝায়ে কহিবে কথা ॥
ঘোরারণ্য ভিন্ন, জন প্রাণী নাই,
হিংস্রক জন্তুর রব।
বাঁচিল কি জন্য, ভাবিয়া না পাই,
অতিশয় অসম্ভব ॥
ব্যতীত ঈশ্বর, সীতার দুর্দ্দশা,
সে স্থানেতে কে দেখিবে।
হ'লে রাজ্যেশ্বর, তথায় সহসা,
গেলেও ভয়ে কাঁপিবে ॥
রাজার রমণী, তাহে গর্ব্ভবতী,
বয়স অধিক নয়।
হয়ে একাকিনী, দুশ্চিন্তায় অতি,
মৃত প্রায় সে সময় ॥
ভয়ে দুঃখে প্রাণ, উড়িয়া গিয়াছে,
ধূলি ধূসরিত দেহ।

কোথায় বা যান, অন্তরে ভাবিছে,
সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ ॥
সহচরীগণে, বেষ্টিতা হইয়ে,
সতত ছিলেন যিনি।
অদ্য তিনি বনে, কান্দিয়ে কান্দিয়ে,
ফিরে যেন পাগলিনী ॥
যার পরিচর্য্যা, কত যে দাসীতে,
করিত রাজ-ভবনে।
হয়ে হীন বীর্য্যা, পড়ি গহনেতে,
আছেন ধরা শয়নে ॥
হায়রে অদৃষ্ট! লুকাইয়া থাক,
দেখিবারে মোরা নারি।
এরূপ অনিষ্ট ক'রে প্রাণ রাখ,
তাহা না বুঝিতে পারি ॥
দুঃখের সময়ে, দেহ হ'তে প্রাণ,
নিঃসরণ হ'ত যদি।
তবে কেহ ভয়ে, হ'তো না অজ্ঞান,
মনে ভেবে দেখ দিদি ॥
সীতা মনে ভাবে, নাথের চরণে,
কি দোষ করিনু আমি।
নতুবা এ ভাবে, কারে দেয় বনে,
নির্দ্দয় হইয়া স্বামী ॥
বিনা অপরাধে, নারী বধ করি,
কি পৌরুষ হ'ল তাঁর।

এখনি অবাধে, ব্যাঘ্র মোরে ধরি,
করিবে প্রাণ সংহার ॥
নহিলে যেতক, না দেখে তাহারা,
রবে পাপিনীর প্রাণ ।
না ইচ্ছি সেতক, আর সহ্য করা,
মরিলে পাইব ত্রাণ ॥
যে রূপে হউক, মরিব নিশ্চয়,
সন্দেহ নাহিক তার ।
সিংহাদি ভল্লূক, কারো নাহি ভয়,
প্রাণ যে হয়েছে ভার ॥
শ্রীরাম বিমুখ, জীবনে কি ফল,
যাক্ যত শীঘ্র করি ।
কদাচ এ মুখ, না দেখে সকলে,
অযোধ্যার নর-নারী ॥
কি জানি যদ্যপি, না মরি কখন,
অযোধ্যায় ফিরে যাই !
সকলেতে শাপি, পুনঃ দিবে বন,
তাহাতে সন্দেহ নাই ॥
দেবর বলিল, প্রজার কারণ,
বনে দিলা রঘুমণি ।
বড় খেদ রৈল, প্রজা অকল্যাণ,
কি করিল এ পাপিনী ॥
প্রজাগত প্রাণ, আর্য্যের আমার,
ছিল কি অজ্ঞাত মোর ।

থাকি সন্নিধান, মঙ্গল সবার,
করেছে দাসী বিস্তর ॥
স্বপ্নে কি জাগ্রতে, কার অমঙ্গল,
চিন্তি নাই নিজ মনে।
তথাচ প্রজাতে, করি এ সকল,
বিনা দোষে দিল বনে ॥
সুখেতে থাকুক, অযোধ্যা-বাসীরা,
শ্রীরাম মঙ্গলে রন।
যে যাহা ভাবুক, মোর অশ্রু ধারা,
পড়িতেছে অকারণ ॥
নিরপরাধিনী, আর্য্যের নিকটে,
নিশ্চয় জেনেছি আমি।
কেন যে দুখিনী, পড়িল সঙ্কটে,
জানেন অন্তর যামী ॥
রাখিতে এ প্রাণ, আর এক তিল,
বাসনা আমার নাই।
আর্য্যের সন্তান, গর্ব্ভেতে রহিল,
মনে ভাবিতেছি তাই ॥”
কান্দিতে কান্দিতে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
ব্যাকুলা রাজ নন্দিনা।
ভ্রমিতে, ভ্রমিতে, আইলা তথায়,
সহসা বাল্মীকী মুনি ॥
ঋষি বলে একি, পূর্ণ শশী খসি,
পড়িল ধরায় কেন।

ইহা ভাবি আঁখি মুদি ধ্যানে বসি,
সমুদয় জানিলেন।
তদন্তে সত্বরে, সীতা সন্নিধানে,
গিয়া বলিলেন মুনি।
নির্ভয় অন্তরে, কথা মোর সনে,
বলমা! রাজনন্দিনি॥
ভয়ে রুদ্ধস্বর, বাক্য নাহি সরে,
কাতরে বলেন সীতা।
"কানন ভিতর, যে রক্ষিবে মোরে,
অবশ্যই তিনি পিতা॥
যদিও না চিনি আপনি যখন
আসিলেন দয়া ক'রে।
আজি এ দুখিনী আত্ম বিবরণ
নিবেদিছে সবিস্তরে॥
অত্যন্ত বিপদে, পড়েছি হে তাত!
রক্ষা কর কৃপা করি।
নহিলে শ্বাপদে, নাশিবে নিশ্চিত,
অন্যোপায় নাহি হেরি॥
দুর্ব্বলা রমণী, এরূপ অরণ্যে,
বাঁচিতে কি পারে আর।
বুঝি মা অবনী, তনয়ার জন্যে,
তোমারে দিলেন ভার॥
হয়ে অনাথিনী, নিঃসহায়া এবে,
অকুল সাগরে ভাসি।

কৃপা করি মুনি, তারিতে হইবে,
আমি শ্রীরামের দাসী ॥"
.শুনি মুনি বলে, "বলিতে হবে না,
জনক-রাজ নন্দিনি !
জানি যোগ বলে, সমস্ত ঘটনা,
শ্রীরাম-রাজ-গৃহিণী ॥
ভয় নাই আর, এস মোর সনে,
কুটীরে লইয়া যাই।
হ'ল যা হবার, কেন্দনা এক্ষণে
সন্তোষে রবে সদাই ॥
দ্বিরুক্তি না করি, বস্ত্র অভরণ,
যা ছিল আপন কাছে।
মস্তকেতে ধরি, করিলা গমন,
বাল্মীকী মুনির পাছে ॥
পরের কাহিনী, বলি সবিস্তারে,
যেরূপ মোর শকতি।
সকল ভগিনী, মনোযোগ ক'রে,
শুনিলে লভিবে প্রীতি ॥

ষষ্ঠ সোপান।

মনো-সাধ পূরে যদি, তবে কি এ ভবনদী,
তরিতে জীবের এত ভয় ॥
অদৃষ্টে যা লিখে বিধি, ভুঞ্জিবে সে নিরবধি
কভু ইথে নাহিক সংশয় ॥

থাকিতে কোশলে সীতা, কত না আনন্দযুতা,
ভাবিতেন গর্ব্ববতী হ'য়ে।
"হইব যবে প্রসূতা, হ'লে সুত কিম্বা সুতা,
তুষিব দরিদ্রে ধন দিয়ে॥
অযোধ্যা বাসীরা সব, করিবে কত উৎসব,
বাদ্যোদ্যমে নগরী কাঁপিবে।
পেয়ে ধন অসম্ভব, দুঃখিগণ জয়রব—
করি, বাদ্য সঙ্গে যোগ দিবে॥
থাকিয়া সূতিকাগারে, ডাকি আনি রঘুবরে
কোলে দিব প্রাণের পুতলী।
কত যে সোহাগ ক'রে, মুখ চুম্বি বারে বারে,
বন দুঃখ যাইবেন ভুলি॥
হর্ষে শ্বশ্রু ঠাকুরাণী, বস্ত্র অলঙ্কার আনি,
সাজাবেন যতনে আমারে।
অন্ত পুর সীমন্তিনী, কেহ চুণি কেহ মণি-
দিয়ে আশীসিবেন শিশুরে॥
স্থাপিত দেবতাগণে, পূজিব বিধি বিধানে,
পুরোহিতে দিব বহু ধন।
সধবা রমণী এনে, তুষি বস্ত্র আভরণে
আশীর্ব্বাদ করিব গ্রহণ॥"
রাজ মহিষী যখন, হেন তাঁর আকিঞ্চন
বল দিদি! কেন নাহি হবে।
এরূপ যে দুর্ঘটন, হবে জানে কে তখন
বিধি-বাদ সীতারে সাধিবে॥

সাধে কালী দিলা কালী, প্রসবিবে আ'জ কালি,
মুনি-দত্ত পর্ণকুটীরেতে।
বসনে শতেক তালি, একেবারে হাত খালি,
সাধ্য নাই কপর্দ্দক দিতে॥
না যোড়ে তেলের কড়ি, কি দিয়া কাটান নাড়ী,
ভূমিষ্ঠ হইবে শিশু যবে।
কে যাবে ধাত্রীর বাড়ী, কি দিয়া বিছানা পাড়ি
নবজাত শিশুরে শোয়াবে॥
কুটীরেতে একাকিনী, এ সকল ভাবি তিনি,
নিন্দিছেন ভাগ্য আপনার।
পুনঃ চিন্তেন তখনি, আসিবেন রঘুমণি,
যদি আমি প্রসবি কুমার॥"
আশায় ঘটে দুর্গতি, নহিলে কি সীতা সতী
এত দুঃখে আছেন জীবিতা।
প্রসবিলে সুসন্ততি, না রহিবে এদুর্গতি,
রাম সনে হবেন মিলিতা॥
ভাবিতে ভাবিতে সীতা, বিশুষ্ক কণকলতা,
দুশ্চিন্তায় জীর্ণ শীর্ণ দেহ।
হ'লে তিনি পিপাসিতা, কে যোগায় বারি তথা,
নিকটেতে নাহি তাঁর কেহ॥
পত্রে আচ্ছাদিত ঘর, শশধর দিবাকর,
করদান উভয়েই করে।
চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর পশুর কঠোর স্বর,
শুনি সীতা কাঁপিছে অন্তরে॥

গত প্রায় অর্দ্ধ নিশি, অমা কিম্বা চতুর্দ্দশী,
তমসে আচ্ছন্ন ঘোর বন।
কুটীরে আছেন বসি, কি রূপে জানান আসি,
মুনি-পত্নীগণেরে বেদন ॥
প্রসব বেদনা উঠি, কাঁন্দিছেন মথা কুটি,
কারে কন কে বুঝে সে ব্যথা।
রোদন ধ্বনিতে ছুটি, মুনিপত্নীগণে জুটি,
আসিলেন দয়া করি তথা ॥
বলে মুনিপত্নীগণ "কেন করিছ রোদন,
বল মাগো, ভয় কি তোমার ?"
শুনি সীতা কষ্টে কন,— "কি করিব নিবেদন,
যে যাতনা হতেছে আমার ॥
কিছুতে না নিদ্রা হয়, উদরেতে অতিশয়-
বেদনা হইল মোর কেন।
বুঝি মরিব নিশ্চয়, কদাচ নাহি সংশয়,
মৃত্যু রোগ হ'ল এই যেন ॥"
শুনি মুনি পত্নীগণ, বিশেষ দেখি লক্ষণ,
বুঝিলেন প্রসব সময়।
বলে "মাগো অকারণ, ক'র না আর ক্রন্দন,
প্রসব হইবে নাহি ভয় ॥"
সেকালে কর্ত্তব্য যাহা, সম্পাদেন যত্নে তাহা,
মুনি-পত্নীগণ-দয়া করি।
প্রসূতির কষ্ট আহা ! সাধ্য কার বর্ণে উহা
জাত মাত্র ঈশ্বর ঈশ্বরী ॥

দেখিতে দেখিতে সবে, যুগল শিশু প্রসবে,
হুলুধ্বনি করে নারীগণ।
পক্ষী মাত্র কলরবে, সমাধিল সে উৎসবে,
ভানূদয় হইল তখন॥
শিশুরে করিয়া কোলে, সীতা ভাসি নেত্র জলে
মুনি-পত্নীগণেরে বলিল।
"এত দুঃখ মোর ভালে, বসি বিধি লিখেছিলে,
বাছাদেক আর্য্য না দেখিল॥
কত আশা ছিল মনে, সাধি বাদ প্রজাগণে,
পূরাইতে না দিল আমার।
কি রূপে জীবন ধনে, পালিব এ ঘোর বনে,
দুঃখে দুঃখ বাড়িল আবার॥
যে পায় সন্তান নিধি, সন্তোষেতে নিরবধি,
সন্তরয় সুখ-সলিলেতে।
আমারে নির্দ্দয় বিধি, জ্ঞান হয় আধিব্যাধি-
নিরন্তর হইবে ভুগিতে॥
ভাগ্য মোর অপ্রসন্ন নহিলে শিশুর জন্য,
চিন্তা আর করিতে হইত ?
স্বামী কোপে হই ঘৃণ্য, কেহ না করয়ে গণ্য,
কাজেই যাতনা সহি এত॥
কি করি কোথায় যাই, কি রূপে শিশু বাঁচাই,
ভাবিয়া না দেখি আমি কুল।
হাতে কপর্দ্দক নাই, দুগ্ধ বা কেমনে পাই,
ভিক্ষা বিনা নাহি সুপ্রতুল॥

কিন্তু তাহা নাহি পারি, বরং আত্ম-হত্যা করি-
ত্যজিতেও পারি এ জীবন।
শিশু চন্দ্রানন হেরি, এতেক অপেক্ষা করি-
আছি, মাত্র ধরিয়া জীবন॥"
এইরূপে কত মত, আর্ত্তনাদ অবিরত,
করি সীতা কান্দিতে লাগিলা।
ছিলা তপস্বিনী যত, বলে তারা কেন এত,
অকারণে অধীরা হইলা॥
আমরা সকলে মিলি, পালিব স্বর্ণ পুতুলী,
কিছু চিন্তা নাহিক তোমার।
সময়ে ঘটে সকলি, ভেব না মা তাহা বলি,
সুখ ভোগ হইবে আবার॥"
এরূপেতে নারীগণ, আশ্বাসিয়া জনে জন,
কথঞ্চিৎ সুস্থ চিত্ত করে।
হেন কালে তপোধন, আসি "সীতা" সম্বোধন,
করি বলিলেন মধুস্বরে॥
হে মা শ্রীরামের প্রিয়া, শুনিয়া জুড়াল হিয়া,
প্রসবিলে সুনব কুমার।
শুন কথা মন দিয়া, নিশ্চিন্তে থাক বসিয়া
কোন ভয় নাহিক তোমার॥
পুত্র তুল্য নহে পতি, রাজ্য ধন তুচ্ছ অতি,
"মা" শব্দে গলিয়া যায় মন।
সে অতি অভাগ্যবতী, যার নাই সুসন্ততি,
বৃথা তার ভবে আগমন॥

সর্ব্ব দুঃখ পরিহর, করি সদা মনস্থির,
শিশু-মুখ চুম্ব বারম্বার।
অন্তে ভব-পারাবার, পুত্রেতে করয়ে পার,
সংশয় নাহিক এ কথার ॥
পুন্নাম নরক হ'তে উদ্ধার করয়ে সুতে,
সুস্পষ্ট রয়েছে এ প্রমাণ।
সদা আর দুশ্চিন্তাতে, অধৈর্য্যা হ'ওনা সীতে!
ঈশ্বরেরে কর সদা ধ্যান ॥"
তদন্তরে তপোধন, জাতকাদি নিষ্ক্রমণ,
বিধি-বৈধ ক্রিয়া যতগুলি।
স্বয়ং করি সম্পাদন, অন্য কার্য্যে করি মন,
তথা হ'তে যাইলেন চলি ॥
ক্রমে ক্রমে দিন গত, পরমায়ুঃ হয় হত,
তবু জীব এরূপ অজ্ঞান।
বয়ঃক্রম হ'ল এত বলিয়া আহ্লাদে কত,
দুষ্কার্য্যের করে অনুষ্ঠান ॥
অদ্য যে সময় যায়, কল্য কি তা পাওয়া যায়,
কে দেখে কে শুনে হেন কথা।
ভ্রমে মত্ত সর্ব্বদায়, পশ্চাতেতে হায়! হায়!
করি সবে পায় মনে ব্যথা ॥
হৌন সীতা বুদ্ধিমতী, তথাচ শিশুর প্রতি,
দৃষ্টিপাত করেন যখন।
ভুলিয়া সব দুর্গতি, আনন্দে বিহ্বলা সতী,
আত্ম-তত্ত্ব হন বিস্মরণ ॥

পশু পক্ষী কীট আদি, না ভুলি মায়ায় যদি
উপেক্ষিত অপত্য রতন।
বিচারিয়া দেখ দিদি, তবে আর নিরবধি,
প্রজা বৃদ্ধি হ'ত কি এমন ?
সুন্দর কি কদাকার, প্রভেদ নাহিক কার,
মাতৃচক্ষে সকলি সমান।
নহিলে জগতে আর, বাধ্য হয় কে কাহার,
সর্ব্ব স্থান হইত শ্মশান ॥
দিন কার নাহি রয়, ক্রমে শিশু বড় হয়,
ভাবিছেন সীতা বসি বসি।
মম দুঃখ এ সময়, দেখিল না হায় ! হায় !
অযোধ্যাবাসীরা কেহ আসি ॥
ভূতলে অঞ্চল পাতা, শুয়ে খেলে দুই ভ্রাতা,
সূর্য্যরশ্মি পড়েছে ললাটে।
শিয়রে বসিয়া সীতা, আপনি হ'লেন ছাতা,
সময়ে সকলি ভাগ্যে ঘটে ॥
কভু দেয় হামা গুড়ি, আবার ধূলাতে পড়ি,
আধস্বরে করিছে ক্রন্দন।
পুনঃ করি জড়াজড়ি, উভয়েতে গড়াগড়ি,
করি শিশু খেলে সর্ব্বক্ষণ ॥
রাহুতে করিলে গ্রাস, কতক্ষণ অপ্রকাশ
থাকে বল শশী নভস্থলে।
হইলে কুগ্রহ নাশ, সীতাপুত্রে দেখি ত্রাস
না করিবে কে মহীমণ্ডলে ?

সময় কাহার নয়, হ'ক কার দুঃসময়,
তা বলি কি বসিয়া সে রবে।
ক্রমে শিশু বড় হয়, সীতার হইল ভয়,
অন্নারম্ভ কিরূপে হইবে॥
বনে ফল মূল ভিন্ন, কোথা পাইবেন অন্ন,
চিন্তি সীতা কাঁদেন কুটীরে।
যাঁর পুরে নাহি দৈন্য, সে আজি অন্নের জন্য
লালায়িত, পড়িয়া দুস্তরে॥
শুনিয়া রোদন ধ্বনি, আসিয়া কোন রমণী,
জিজ্ঞাসেন কি হ'ল আবার।
বলে জনকনন্দিনী, "না সরে কহিতে বাণী,
অন্নারম্ভ না হ'ল বাছার॥
গৃহ-ধর্ম্ম অনুসারে, কি আঢ্য, নির্ধন ঘরে,
শিশু মুখে ভাত দিতে হয়।
আমি এ বনমাঝারে, পারি তা কেমন ক'রে,
তণ্ডুলের না দেখি উপায়॥"
শুনি মুনি-পত্নী কয়, সে জন্য ক'রনা ভয়,
তণ্ডুল তোমায় দিব আমি।
ভ্রমি তীর্থ সমুদয়, কিঞ্চিৎ করি সঞ্চয়,
আনি দিয়াছেন মোর স্বামী॥
ইহা বলি চলি যায়, সীতা করে হায়! হায়!
মনে দুঃখ জাগিতেছে কত।
থাকিলে কি অযোধ্যায়, অন্যের ধরিয়া পায়,
অন্ন ভিক্ষা করিতে হইত?

ইহা ভাবিছেন বসি, পরে মুনি-পত্নী আসি
যৎসামান্য দিলেন তণ্ডুল।
তদন্তে বাল্মীকী ঋষি, মনে মনে কত হাসি,
অন্নারম্ভে করিলেন তুল ॥
শিষ্যগণে কন ডাকি, আন শীঘ্র আমলকী,
অদ্য বড় হইবে ব্যাপার।
বনে আর পাবে বা কি, যদি পাও হরীতকী,
আন তাহা দুই চারি ভার ॥
করিতে হইবে হোম, সংগ্রহ করহ সোম,
যজ্ঞ কাষ্ঠ আনিবে সত্বরে।
আপনি করিব শ্রম, নাহি হবে ব্যতিক্রম,
সে কারণে ভাবিনা অন্তরে ॥
বলিতে অপেক্ষা মাত্র, টোলে ছিল যত ছাত্র,
উৎসবে মাতিল সর্ব্বজন।
থাকিলে কিঞ্চিৎ যোত্র, কে পড়ে শাস্ত্রীয় সূত্র,
এ কালেতে করিয়া তেমন ॥
নাহি ছিল পূর্ব্বে আর, ব্রাহ্মণের পশ্বাচার,
ষট কর্ম্মে ছিল নিষ্ঠা অতি।
এবে যত অত্যাচার- করে, বর্ণে সাধ্য বার,
ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি ॥
কালেতে এরূপ গতি, পতি ছাড়ি উপপতি,
করিতেছে শত শত নারী।
পুরুষ অসতী প্রতি, সদা অনুরক্ত অতি,
ধর্ম্মভয় বিসর্জ্জন করি ॥

কালেতে সমস্ত হবে, কার সাধ্য বাধা দিবে,
মতি রূপ পায় সবে ফল।
মোর ভাগ্যে কি ঘটিবে, মরি দিদি ভেবে ভেবে,
অনুতাপে জ্বলিছি কেবল ॥
এদিকে বাল্মীকী মুনি, যজ্ঞ শেষ চরু আনি,
অন্ন দেন শিশুদের মুখে।
একত্রে যত রমণী, করিতেছে হুলুধ্বনি,
সীতা চন্দ্রাননী কাঁদে দুখে ॥
সীতারে বিধাতা বাম, নহিলে অযোধ্যা-ধাম,
ধূমধাম কত যে হইত।
না পূরিল মনস্কাম, লব কুশ রাখি নাম,
জানকীরে করেন বিদিত ॥
ক্রমেতে শিশু বাড়িল, হাতে মুনি খড়ি দিল,
বিদ্যাভ্যাস করালেন তিনি।
তদন্তরে যা হইল, বলি আমি স্থূল স্থূল,
শুন দিদি! পরের কাহিনী ॥

সীতা-চরিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম সোপান।

অভ্যন্তরে গুরুতর হইলে বেদনা।
বাহ্য-সুখে অতিরুচি কদাচ থাকে না॥
প্রজা-অপবাদ ভয়ে, সীতা দিয়া বন।
কে বলিবে শ্রীরামের সুস্থ ছিল মন॥
যে দোষে সীতারে বনে দিয়াছেন রাম।
অন্যে হ'লে ঘৃণা করি ব'ল্‌ত রাম! রাম!
দশানন অপরাধী সীতা চুরি করি।
কি দোষে মরিল বালী বুঝিতে না পারি॥
ধনীদের দোষোল্লেখ সাধ্য কার করে।
শুনিলে করিবে দণ্ড সেই ভয়ে মরে॥
"তেজীয়সাং ন দোষায়" শাস্ত্রের বচন।
মনুষ্যে কিরূপে তাহা করে উচ্চারণ॥
দেবের কুকার্য্য হয় লীলাতে গণিত।
মনুষ্যে করিলে তাহা হইবে ঘৃণিত॥
"মাকড়ে ধোকড় হয়" ব্যবস্থা যেমন।
আইনকর্ত্তার বিধি প্রায়শঃ তেমন॥

কুকার্য্যের অনুতাপ অবশ্য হইবে।
সীতা-শোকে সুস্থচিত্ত কে রামে বলিবে॥
সীতা বনে দিয়া রাজ্য করিছেন রাম।
বিরহ-অনলে দগ্ধ হন অবিরাম॥
অশেষ গুণেতে তিনি মণ্ডিত যখন।
অসাধ্য কি আত্ম-ভাব করিতে গোপন॥
সামান্য লোকের ন্যায় রাম যদি হ'ত।
তবে কি ত্রিলোকে তাঁর সুযশঃ রটিত॥
শান্ত-মতি, স্থির, ধীর, বিজ্ঞ অতিশয়।
দুর্দ্ধর্ষ দমনে তাঁর নাহি ছিল ভয়॥
সর্ব্বত্র সুখ্যাতি অতি হইল প্রচার।
রাম-রাজ্যে প্রজা নাহি জানে অত্যাচার॥
পুত্র-সম প্রজা রাম করেন পালন।
অবাধ্যগণেরে সদা করেন শাসন॥
ন্যায়পরায়ণ বটে, হন রঘুমণি।
সীতা বনে দিয়া রাজ্যে প্রবেশিল শনি॥
নির্ব্বিরোধে সুখে রাম যদিও থাকুন।
হৃদয়ে সর্ব্বদা জ্বলে বিরহ-আগুন॥
অন্যে হলে ভস্ম হয়ে তখনি যাইত।
মহাত্মা বলিয়া তিনি ছিলেন জীবিত॥
দিন দিন বিষয়েতে অনাস্থা হইল।
যাগ-যজ্ঞে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল॥
অশ্বমেধ যজ্ঞফল করিয়া স্মরণ।
"করিব" বলিয়া তাঁর হ'ল আকিঞ্চন॥

বশিষ্ঠাদি ঋষিদের সম্মতি লইয়া।
যজ্ঞারম্ভে রামচন্দ্র সন্তোষ হইয়া॥
ক্রমে ক্রমে নগরেতে হইল ঘোষণা।
মন্ত্রিগণ বসিলেন করিতে মন্ত্রণা॥
কে যাবে অশ্বের সঙ্গে ভাণ্ডারে কে রবে;
সমারোহ শুনি, দুঃখী অনেক জুটিবে॥
অগ্রভাগে খাদ্য দ্রব্য কর আয়োজন।
না রবে কাহার প্রাণ হ'লে অনটন॥
বকৃসীরে ডাকি আনি কর সাবধান।
ভগ্ন ঘর নাহি যেন থাকে এক খান॥
দালানগুলিতে আগে চুন ফিরাইবে।
যেখানে যা ভাঙ্গিয়াছে সকলি সারাবে॥
কোন কার্য্যে কভু কার নাহি হয় ভ্রম।
প্রাণ-পণ করি যেন সবে করে শ্রম॥
রাজা মহারাজা যত হবে নিমন্ত্রিত।
অগ্রে বাসস্থান সব করহ নিশ্চিত॥
সৈন্যাধ্যক্ষে সতর্ক করিয়া দাও ডাকি।
যুদ্ধসজ্জা কিছু যেন নাহি থাকে বাকী॥
কি জানি কাহার সনে হয় অকৌশল।
সর্ব্বদা সুসজ্জ সৈন্য থাকিবে সকল॥
নিত্য কার্য্যে প্রয়োজন যত হয় পশু।
অতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে হবে আশু॥
কোষাগারে যদ্যপিও আছে বহুধন।
তথাচ তৎপ্রতি লক্ষ্য করহ এখন॥

এরূপে সুযুক্তি করি রাজমন্ত্রিগণ।
বিভাগ করিয়া কর্ম্ম লয় সর্ব্বজন॥
স্ব স্ব কার্য্যে মনোযোগ করে অবহিতে।
মহাসমারোহ হ'ল দেখিতে দেখিতে॥
চতুর্দ্দিক হ'তে কত আসিতেছে রাজা।
আপন আপন রথে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বজা॥
নট নটী বাদ্যকর গায়কাদি যত।
অযোধ্যায় আসি ক্রমে হ'ল উপস্থিত।
রবাহূত অনাহূত রাক্ষস রাক্ষসী।
ফকির বৈষ্ণব কত আইলা সন্ন্যাসী॥
জাবালি কাশ্যপ আদি যত নিমন্ত্রিত।
ঋষিগণ শিষ্য সহ হন উপনীত॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ভরদ্বাজ শতানিক ঋষি।
একে একে দরশন দিলা রামে আসি॥
ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী আসিল যে কত।
প্রভেদ করিয়া তাহা কে কহিবে তত॥
যেরূপ হইল শোভা নগরে তখন।
বর্ণিতে না পারে বুঝি দেব পঞ্চানন॥
কত স্থানে কত রূপ হইতেছে গান।
ইচ্ছাতে শুনিতে গিয়া কে হারাবে প্রাণ॥
দর্শকের জন্য পথে চলা হ'ল ভার।
যাইতে কি সাধ্য তথা আছয়ে সবার॥
লোকমুখে জনরব রটিল এমন।
গানে ঋষি-শিষ্য সম নহে কোন জন॥

সু-কবি বাল্মীকী মুনি রচিলা যে গান।
তাহাই গাইছে দুটী শিষ্যে সর্ব্বস্থান॥
শিশু দুটী একাকৃতি দেখিতে সুন্দর।
যে ডাকে শুনায় গান নির্ভয় অন্তর॥
তান-লয় সুবিশুদ্ধ সুরে তারা গায়।
কত যে মাধুর্য্যময় বলা নাহি যায়॥
অন্য কিছু গীত নহে শ্রীরাম-চরিত।
যাহারা শুনিল তারা হইল মোহিত॥
যেখানে যুগল ভ্রাতা করে সেই গান!
মক্ষিকা প্রবেশ যোগ্য নাহি থাকে স্থান॥
সর্ব্বজনে ধন্যবাদ দিতেছে সাদরে।
অত্যন্ত প্রশংসা হ'ল অযোধ্যা নগরে॥
শুনিতে আরম্ভি সেই সুললিত গান।
কি সাধ্য শ্রোতারা, ত্যজি যায় অন্য স্থান॥
পরস্পর রামচন্দ্র করিয়া শ্রবণ।
ডাকিতে দোঁহারে দূত করেন প্রেরণ॥
অন্তঃপুরে জানিমাত্র সব পুরনারী।
পূরিল গবাক্ষ দ্বার বউ, ঝি, কুমারী॥
রাজা মহারাজা যত আসিলা যজ্ঞেতে।
বসিলা সভায় তারা সঙ্গীত শুনিতে।
নিমন্ত্রিতগণে পূর্ণ হ'ল সর্ব্ব স্থান।
অমাত্যেরা কি প্রকারে শুনে আর গান॥
তথাচ নিবৃত্ত তারা কেহ না হইল।
কায়-ক্লেশে চতুর্দ্দিকে দাঁড়িয়ে রহিল॥

গায়ক কখন আসে ভাবিছে সকলে।
সশিষ্য বাল্মীকী মুনি আসেন সে কালে॥
হেরিয়া মুনিরে সবে করে গাত্রোত্থান।
পবিত্র আসনে রাম ঋষিরে বসান॥
তদন্তরে সর্ব্বজন বসে স্ব স্ব স্থানে।
আশ্চর্য্য যুগল শিশু দেখে সর্ব্ব জনে॥
বাম দিকে হেলায়ে বেন্ধেছে চুল গুলি।
বিধাতা আঁকিল ভুরু যেন ধরি তুলি॥
মৃগ নেত্র নহে তবু নয়ন সুন্দর।
(নীল নলিনীর মধ্যে যেমন ভ্রমর)॥
বিম্ব সম লাল ওষ্ঠ না হউক তত।
মৃদুল মধুর হাস্য অধরে নিয়ত॥
নাসার সাদৃশ্য নহে কুসুম সহিত।
সৌন্দর্য্য যেমন চাই তদ্রূপ গঠিত॥
কম্বুগ্রীব, সুগঠন গোল বাহুদ্বয়।
সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল নির্ভয় হৃদয়॥
কটির উপমা নহে কেশরীর সহ।
বীরোচিত কটি যাহা হেরি অহরহঃ॥
রম্ভা সহ উরুর তুলনা নাহি হয়।
ভারুতার চিহ্ন শূন্য সুদৃঢ় নিশ্চয়॥
সুগৌর বরণ নহে উজ্জ্বল শ্যামল।
দেখিতে কঠোর বটে, অথচ কোমল॥
নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব তাদের গঠন।
একাকৃতি দুই ভাই সমান লক্ষণ॥

শিশুদ্বয়ে নিরখিয়া চিন্তেন রাঘব।
"মুনি গৃহে হেন রূপ বড় অসম্ভব !
সামান্যবংশীয় কভু এ রূপ না হয়।
উচ্চবংশোদ্ভব এরা নাহিক সংশয় ॥
শিশুদ্বয়ে হেরি কেন কান্দিছে পরাণ।
কিরূপে প্রকৃত তত্ত্ব করিব সন্ধান ॥
চুম্বক যেমন করে লৌহ আকর্ষণ।
তদ্রূপ অপত্যে বিধি করেন সৃজন ॥
দৃষ্টিমাত্র পিতৃ মাতৃ মন হরে লয়।
জীবমাত্রে এ নিয়ম নাহিক ব্যত্যয় ॥"
গর্ব্বিনী সীতায় রাম দিয়াছেন বন।
কত কথা তাঁর মনে উদিল তখন।
সংশয়-দোলায় রাম দুলিতে লাগিল।
বীণা বাদ্যে শিশুদ্বয় গান আরম্ভিল ॥
আশ্চর্য্য তাদের শিক্ষা সুমধুর স্বর !
ক্ষণমাত্রে সকলের দ্রবিল অন্তর ॥
সবে শিশুদের মুখ করি নিরীক্ষণ।
নিস্তব্ধে করিছে মাত্র সংগীত শ্রবণ ॥
সুললিত সে সংগীত যদ্যপি না হবে।
লক্ষ লক্ষ লোক কেন নীরবে রহিবে ॥
সিন্ধু-বধ হ'তে পরে রামের জনম।
গাইল সমস্ত, নাহি হ'ল ব্যতিক্রম ॥
তদন্তে তাড়কা-বধ করি সমাপন।
সীতার বিবাহ পালা করে আরম্ভন ॥

প্রথম মিলন দিন করিয়া স্মরণ।
করিতে নারেন রাম অশ্রু সম্বরণ॥
রাম-অভিষেক তারা যেরূপে গাইল।
শুনিয়া সকলে শোকে মোহিত হইল॥
অন্তঃপুরে কৈকেয়ীর উড়িল পরাণ।
ভাবে মনে বিধি বুঝি বিপাকে ঠেকান॥
স্ত্রৈণ-রাজা যমালয়ে ক'রেছে গমন।
শ্রীরাম কুপিলে রক্ষা কে করে এখন॥
রামের সমান ক্ষমা মানবে কি আছে।
না হয় বিশ্বাস কিন্তু কৈকেয়ীর কাছে॥
কৌশল্যা হইতে রাম ভক্তিমান তাঁরে।
তথাপি কুটিল হিয়া কাঁপে বারে বারে॥
দশরথ-মৃত্যু শিশু গাইল যখন।
সিংহাসন হ'তে রাম পড়েন তখন॥
ক্ষণকাল তরে গান হইল বিরতি।
শোক সম্বরিয়া রাম উঠেন ঝটিতি॥
পুনশ্চ গাইতে রাম করেন আদেশ।
গায় পঞ্চবটী বনে রামের প্রবেশ॥
তৎপরে রাবণ, সীতা যেরূপে হরিল।
কতই করুণ-স্বরে শিশুরা গাইল॥
সীতা লয়ে রথে উঠে রাবণ যখন।
সীতার বিলাপে কান্দে পশু পক্ষিগণ॥
কি আশ্চর্য্য বাল্মীকির মধুর রচিত।
শুনি শোকাচ্ছন্ন হ'ল শ্রোতৃগণ-চিত॥

বালি-বধ শিশু দ্বয় ক্রমে যবে গায় !
অধোবক্ত্র হয়ে রাম অন্য দিকে চায়॥
অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়া স্মরণ।
অনুতাপানলে দগ্ধ শ্রীরামের মন॥
অতি কষ্টে মনোভাব করেন গোপন।
অতঃপর গায় তারা জলধি বন্ধন॥
তদন্তরে যুদ্ধারম্ভ হইল যেমন।
অবিকল শিশুদ্বয় গাইলা তেমন॥
ক্রমে ক্রমে মরে যত রক্ষ যোদ্ধগণ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ আরম্ভে তখন॥
জাগিয়া উঠিয়া বেটা খায় কত হাতী।
অসংখ্য-কলস মদ খেয়ে গেল মাতি॥
মুখ বিস্তারিয়া যায় রামেরে গিলিতে।
একবাণে কুম্ভকর্ণ পড়িলা ভূমিতে॥
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া তখন।
মেঘনাদে রণস্থলে করিলা প্রেরণ॥
ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞে হত হল।
লঙ্কায় একটী যোদ্ধা আর না রহিল॥
ক্রোধে দুঃখে দশানন জ্বলি অগ্নিপ্রায়।
আপনি আসিলা যুদ্ধে না দেখি উপায়॥
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বীর করিতে লাগিল।
ভয়ে কপিগণ সব রণে ভঙ্গ দিল॥
লক্ষ্মণে রাবণ যবে পাইলা দেখিতে।
ক্রোধে তীক্ষ্ণ শক্তিশেল হানিলা বক্ষেতে

"শক্তিশেল" গান রাম শুনেন যখন।
"কোথারে লক্ষ্মণ" বলি হন অচেতন॥
সংজ্ঞা হারাইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
চৈতন্য করায় তাঁরে যত্নে সবে মিলে॥
তাঁর সম ভ্রাতৃ-স্নেহ ছিল দিদি কার।
লক্ষ্মণের ততোধিক ভক্তিও আবার॥
ভ্রাতৃ-ভাব দেখি সবে ধন্যবাদ দিল।
রাবণবধের পালা শিশুরা গাইল॥
রাবণ নিধনে রাম হরষিত মনে।
বিভীষণে আজ্ঞা দেন সীতা আনয়নে॥
সেই গান আরম্ভিলা শিশুরা যখন।
লজ্জায় রামের মুখ শুকা'ল তখন॥
শীর্ণদেহা সীতা আসি রামের নিকটে।
প্রণমিয়া রামপদে রহে করপুটে॥
সীতা হ'তে চক্ষু রাম করিয়া বিচ্যুত।
অযথা তাহারে কটু কহিলেন কত॥
"বহু দিন ছিলি তুই রাবণের পুরে।
কেমনে জানিব আমি নিষ্পাপিনী তোরে॥
বন্দিনী হইয়া তুই থাকিলে লঙ্কায়।
নির্ব্বীর্য্য বলিয়া লোকে নিন্দিত আমায়॥
সে হেতু রাক্ষস বধি করিনু উদ্ধার।
প্রয়োজন তোরে আর নাহিক আমার॥
যথা অভিলাষ হয় করহ গমন!
অথবা লঙ্কায় থাক ভজি বিভীষণ॥"

ইত্যাদি যে কতরূপ করি তিরস্কার।
সীতা পরিগ্রহে রাম হন অস্বীকার॥
তখন সীতার দুঃখ যেই দেখেছিল।
সে বিনা শুনিয়া সত্য কেহ না ভাবিল॥
এরূপে সীতার দুঃখ শিশুরা গাইছে।
হাহাকার-ধ্বনি করি শ্রোতারা কান্দিছে॥
অন্তঃপুরে রমণীরা করিছে রোদন।
শ্রীরামের অশ্রুপাত হইল তখন॥
যেরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করেছেন তিনি।
করিলেন অনুভব! অদ্য রঘুমণি॥
অগত্যা অগ্নিতে সীতা করিলা প্রবেশ।
কি সাধ্য অগ্নির, স্পর্শ করে তাঁর কেশ॥
নির্ব্বিঘ্নে জনক-সুতা সতীত্বের বলে।
অগ্নি হ'তে বিনিষ্ক্রান্তা হ'লেন কুশলে॥
ধন্য ধন্য করিতে লাগিলা দেবগণ।
প্রসন্ন অন্তরে রাম করেন গ্রহণ॥
বিভীষণে রাজ্য দান করিয়া লঙ্কার।
অযোধ্যা আসিয়া লন স্বীয় রাজ্য ভার॥
দৈন্যরূপ দস্যুগণে বিদূরিত করি।
সুখ-সৈন্য সমূহেরে রাখেন প্রহরী॥
নিরুদ্বেগে রাম-রাজ্যে প্রজা করে বাস।
দুঃখ আশঙ্কায় মনে নাহি কার ত্রাস॥
সর্ব্বস্থানে শ্রীরামের সুযশঃ রটিল।
রামদ্বেষী ত্রিভুবনে কেহ না রহিল॥

এইরূপে কিছু দিন বিগত হইল।
সীতাদেবী গর্ব্ভবতী সকলে শুনিল॥
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যাবাসীর।
কত যে সন্তুষ্ট চিত্ত হন রঘুবীর॥
ক্ষণ তরে না রাখেন সীতারে অন্তরে।
সর্ব্বদা থাকেন রাম সন্তোষ অন্তরে॥
অত্যন্ত অন্ত্যজ জাতি রজক দম্পতি।
কলহ করিছে তারা ক্রোধ-ছন্ন মতি॥
ভার্য্যাকে রজক কহে কর্কশ বচনে।
"রাম সম নহি আমি ভেবনা তা মনে॥
বহু দিন সীতা ছিলা রাবণ-পুরীতে।
কি ব'লে তাহারে রাম আনেন গৃহেতে॥
তুই যদি অন্যস্থানে থাকিস্ এক রাতি।
নিশ্চয় তা হ'লে তোর যাইবেক জাতি॥
প্রাণান্তেও তোরে আমি করি না গ্রহণ।
শুন লো হারামজাদী মোর এই পণ॥"
এইরূপে উভয়েতে বচসা করিল।
রাম নিয়োজিত চর দুর্ম্মুখ শুনিল॥
ভৃত্যের অসাধ্য প্রভু আদেশ লঙ্ঘিতে।
অবিকল নিবেদিলা শ্রীরাম সাক্ষাতে॥
সামান্য কথায় রাম সমস্ত ভুলিল।
নিরপরাধিনী সীতা ছলে বনে দিল॥
যেই মাত্র দুই ভাই গায় এই গান।
"হায় সীতা" ব'লে রাম হ'লেন অজ্ঞান॥

অন্তঃপুরে কান্দি উঠে যত পুরনারী।
সভাস্থ সকলে কান্দে হাহাকার করি॥
চতুর্দ্দিক হ'তে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
নিবৃত্ত করিল গান শিশুরা অমনি॥
"সীতা সীতা" বলি রাম আর্ত্তনাদ করে।
নিকটে বসিয়া সবে বুঝান রামেরে॥
কথঞ্চিৎ সুস্থ চিত্ত হইলা যখন।
ঋষিকে সুধান রাম শিশু বিবরণ॥
শুনি মুনিবর সত্য প্রকাশ করিল।
সীতার কুমার বলি সকলে জানিল॥
আনন্দে কৌশল্যা লন কুশীলবে কোলে।
অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করে সভাস্থ সকলে॥
সীতা আনয়ন জন্য বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরামের অভিমত হইল তখন॥
বাল্মীকির শিষ্য সহ বাহক চলিল।
শুন দিদি! বলি আমি পরে যা হইল॥

দ্বিতীয় সোপান।

প্রাণে না বুঝিল, জলে দিল ঝাঁপ
ধরিতে সোণার ফুল।
স্রোতেতে সরিল, পেল মনস্তাপ,
আর না পাইল কূল॥
নাহি জানে সতী, পুরুষের মন,
কঠিন পাষাণ হ'তে।

নহিলে দুর্গতি, হ'ত কি এমন,
যাইত না অযোধ্যাতে ॥
শিষ্য বাল্মীকির, আদেশে রামের,
সীতায় লইতে এল—
দেখি দুঃখিনীর, আপন মনের,
দুঃখ প্রশমিত হ'ল ॥
ভাবিতেছে সীতা, এত দিন পরে,
পড়িনু আর্য্যের মনে।
প্রসন্ন বিধাতা, না হ'লে সংসারে,
লভে সুখ কোন জনে ॥
আর্য্যের তুলনা ত্রিভুবনে আর
হয় না কাহার সনে।
দাসীর কামনা, জনমি আবার,
স্থান পায় শ্রীচরণে ॥"
সহস্র দোষেতে, পতি হ'লে দোষা,
সতী কি তা করে মনে।
দিয়াছে বনেতে, সীতা পূর্ণ-শশী,
অতি তুচ্ছ কথা শুনে ॥
তবু রাম প্রতি, ক্ষণকাল তরে,
সীতার অশ্রদ্ধা নাই।
আছে বহু সতী, জগত ভিতরে,
এরূপ নাহিক পাই ॥
পতি দোষ যদি, পত্নী না ঢাকিবে,
সংসারে কি সুখ বল।

সীতা নিরবধি, পতিরে সেবিবে,
তজ্জন্য চঞ্চলা হ'ল ॥
অকারণে কত, সীতারে শ্রীরাম,
দুঃখ দেন বার বার।
প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু অবিরাম,
রামপদ চিন্তা তাঁর ॥
স্বীয় কর্ম্ম জন্য, দুঃখ আপনার,
ইহাই জানে জানকী।
হ'লে নারী অন্য, এ জনমে আর,
পতি মুখ দেখিত কি?
সরলার মন, হয়েছে চঞ্চল,
যাইতে অযোধ্যাপুরে।
মুনিপত্নীগণ, আসিলা সকল,
কেহ না রহিলা ঘরে ॥
বিষণ্ণ-বদন, হয়েছে সবার,
জানকী-বিচ্ছেদ তরে।
বলে কোন জন, "ঈশ্বর আবার,
নাহি দেন দুঃখ ফিরে ॥
রাজার নন্দিনী, বিজন বিপিনে,
পেলেন অশেষ ক্লেশ।
যেন রঘুমণি, প্রসন্ন নয়নে,
দেখেন না করি দ্বেষ ॥
তব সমা নারী, ভুবন মাঝারে,
না দেখি আমরা আর।

এত সহ্য করি, নির্ম্মল অন্তরে,
ধর্ম্মে মতি থাকে কার ?
এক দিন তরে, শ্রীরাম উপর,
বিরাগ না হেরি তব।
কে বিশ্বাস করে, এরূপ অন্তর,
নারীর যে অসম্ভব ॥
অকারণে পতি, দুর্গতির শেষ,
কে করেছে রমণীরে।
তবু রাম প্রতি, নাহিক বিদ্বেষ
মনে ক্ষণেকের তরে ॥
নারী জন্ম তব, সার্থক হইল,
তোমা সমা নাই নারী।
দেখাইলে সব, সতীত্ব কৌশল,
সাধ্য কি বলিতে পারি ॥
ঈশ্বর নিকটে, প্রার্থনা মোদের,
সুনয়নে হেরে রাম।
হ'ক অকপটে, দয়া শ্রীরামের,
না হ'য়ে আবার বাম ॥
ঈশ্বর প্রসাদে, লব কুশ গুণে,
আর না বিপদ হবে।
মনের আহ্লাদে, অযোধ্যা ভবনে,
নিরন্তর সুখে রবে ॥
পুণ্যের সঞ্চয়, জন্ম জন্মান্তরে,
যদ্যপি মোদের থাকে।

দিলাম তোমায়, সরল অন্তরে,
থাকিবে পরম সুখে ॥
এইরূপ কত, মুনিপত্নীগণ,
সীতারে আশিষ্ করে।
সীতা অবিরত, করেন ক্রন্দন,
বাক্য না মুখেতে সরে ॥
অতি কষ্টে সীতা, মুছিয়া নয়ন,
যুগল কোমল করে।
হয়ে সুস্থ-চিতা, বিনয়-বচন
বলিছেন সবাকারে ॥
বনে বহু দিন, ছিল এ দুখিনী,
জননীগণের সনে।
পর ইচ্ছাধীন, যায় মা নন্দিনী,
অতীব বিষাদ মনে ॥
সাধ্য কি থাকিতে, পতির আদেশ—
কিরূপে লঙ্ঘিতে পারি।
পতির আজ্ঞাতে, সর্ব্ব সুখ শেষ,
অনায়াসে করে নারী ॥
অবাধ্যা পতির, হয় যে রমণী,
নিন্দিতা সজ্জন মাঝে।
এই দুখিনীর, দিবস যামিনী,
মতি পতিপদরজে ॥
পতি মাত্র গতি, পতি মম প্রাণ
হৃদয় দেবতা পতি।

পতিতে ভকতি, রাখুন ঈশান,
শ্রীরাম সীতার গতি ॥
বহু দিন পরে দুখিনী জায়ায়,
পড়েছে নাথের মনে।
সবে দয়া ক'রে, দেও মা বিদায়,
দেখি গিয়া পতি সনে ॥"
এত বলি সীতা, মুনিপত্নীগণে,
প্রণমি আশিষ্ লয়।
হয়ে ত্বরান্বিতা, অযোধ্যা গমনে,
জানকী প্রস্তুতা হয় ॥
দেখি বাল্মীকীর, শিষ্যেরা তখন
বাহকগণেরে ডাকে।
সীতা চক্ষে নীর, পড়ে ঘন ঘন,
অঞ্চলে বদন ঢাকে ॥
মুনির রমণী, সীতার বিচ্ছেদে
অশ্রুতে প্লাবিতা সবে।
বাহক অমনি, চতুর্দ্দোল কাঁধে,
চলিল "হিল্লোড়" রবে ॥
তদন্তর কথা, বলিতে আমার,
হৃদয় ফাটিয়া যায়।
শু'নে মন ব্যথা, হইবে সবার,
সীতার দুঃখেতে হায় !!

তৃতীয় সোপান।

ভাঙ্গিবে কপাল যার, বুদ্ধিতে কি করে তার,
ধনেতেও বাধা দিতে নারে।
ভাবতে এ অধিকার, ছিল যে কত রাজার
সমস্তই গেল ছার ক্ষারে॥
অদ্য যার আধিপত্য, কিরূপে জানিব সত্য
চিরদিন রহিবে তাহার।
সকল দেখি অনিত্য, নিত্য নিত্য লোপাপত্য,
নাম গন্ধ না থাকে কাহার॥
যে দিবসে অযোধ্যাতে, লব কুশ সুসঙ্গীতে—
সীতা-শোকে রাম হৃত জ্ঞান।
সে দিবসে এ ভারতে, রাজ্যধন ক্ষমতাতে,
কেবা ছিল! শ্রীরাম সমান॥
সমস্তই বশীভূত, হয়ে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত,
আসিয়াছে অসংখ্য রাজন।
সভার সৌন্দর্য্য যত, বলিতে কি পারি তত,
এক মুখে আমি কি কখন॥
বাল্মীকির শিষ্য সনে, বাহক গিয়াছে বনে,
সীতারে আনিতে অযোধ্যায়।
শ্রীরাম ভাবিছে মনে, বিলম্ব যে কি কারণে,
হইতেছে বুঝা নাহি যায়॥
হেন কালে দূত আসি, শ্রীরাম পদ পরশি,
সীতা আগমন বার্ত্তা কয়।

শুনিয়া অযোধ্যাবাসী,　　　আনন্দসাগরে ভাসি,
উচ্চারিল শ্রীরামের জয় ॥
বাহিরে কি অন্তঃপুরে,　　　সীতা দেখিবার তরে,
অতিশয় জনতা তখন।
শ্রীরাম কন দূতেরে,　　　আসিতে বল সীতারে
অপেক্ষায় নাহি প্রয়োজন ॥
রাম আজ্ঞা শিরে ধরি,　　　দূত গিয়া ত্বরা করি,
শ্রীরামের প্রকাশে আদেশ।
জানকী ঈশ্বরে স্মরি,　　　বাল্মীকীরে অগ্রে করি,
করিলেন সভায় প্রবেশ ॥
যদিচ দুখিনী-বেশে,　　　ছিলেন অরণ্যবাসে,
তবু এত সতীত্বের বল।
যত রাজা ছিল ব'সে,　　　গললগ্নীকৃতবাসে,
রাম ভিন্ন উঠিল সকল ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী,　　　এমন কার শকতি,
সীতায় অবজ্ঞা দেখে করে।
মূঢ়ের হয় ভকতি,　　　সীতা কি সামান্যা সতী,
পতি যাঁর সতত অন্তরে ॥
লব কুশে দেখি সীতা,　　　হ'য়ে অতি আহ্লাদিতা,
আহ্বানিলা নিকটে যেমন।
হাসি হাসি দুই ভ্রাতা,　　　দৌড়াইয়া গিয়া তথা,
মার কোলে উঠিলা তেমন ॥
যুগ্ম শিশু কোলে ক'রে　　　যান শ্রীরাম গোচরে,
সে দৃশ্যের নাহিক তুলনা।

চমকে সভাস্থ হেরে, হুলু-ধ্বনি অন্তঃপুরে,
বাজে নানা মঙ্গল বাজনা ॥
সীতা সতী বুদ্ধিমতী, পতি-পদে করি নতি,
করপুটে করে নিবেদন।
"ভুলেছি সব দুর্গতি, কৃপা কর দাসী প্রতি,
আর ব্যথা দিওনা কখন ॥
তব পুত্র কোলে কর, দাসীর দুর্দ্দশা হর,
বহু দিন পাইলাম ক্লেশ।
নাহি কিছু অগোচর, জান সীতার অন্তর,
তব পদে নাহি মোর দ্বেষ ॥
কর্ম্ম ফল অনুসারে, দুঃখ পাই বারে বারে
কাহার নাহিক ইথে দোষ।
সতী কি পতি উপরে, দোষারোপ করিবারে
পারে, তার এমন সাহস ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, অনলে পশিতে পারি,
গরল ভখিতে নাহি ভয়।
বলিতেছি দম্ভ করি, ত্রিভুবনে নাহি ডরি,
সতীত্বের বলে হবে জয় ॥
কথা কও দাসী সনে, অধোমুখ কি কারণে,
হ'লে নাথ! দেখি যে আবার।
ইচ্ছা হয় পুনঃ বনে, দেও নাথ এইক্ষণে
যাই, থাকা, সাধ্য কি আমার।
কেনা দাসী তব সীতা, পদে চির অনুগতা,
কি সাধ্য লঙ্ঘিবে তবাদেশ।

হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি ধাতা, প্রাণান্তেও নহি ভীতা
আজ্ঞা কর শুনি সবিশেষ॥
জাগ্রতে স্বপনে সীতা, নহে নাথ দোষাশ্রিতা,
তব পদে নিশ্চয় কখন।
তবু হয় সশঙ্কিতা, বুঝিবা পুনঃ বিধাতা,
দুঃখ দেন হেরে সে লক্ষণ॥
বড় আশা করি মনে, এসেছিল সন্নিধানে,
ঘুচিবে বনের সব দুখ।
দাসীর কপাল গুণে, হেরিলে না সুনয়নে,
বরং দেখে ফিরাইলা মুখ॥
নিশ্চয় জানিলে দোষী কেন পাঠাইয়া ঋষি,
বন হ'তে আনিলে তাহায়।
চিরকাল বনবাসী, থাকিত হে কভু দাসী
আসিত না ছার অযোধ্যায়॥
রমণীর প্রতীকার, করিতে অসাধ্য কার ?
সকলেই করিতে তা পারে।
কিন্তু একি অত্যাচার, বিনা পাপে বারম্বার,
দুঃখ নীরে ভাসালে দাসীরে॥
কণা মাত্র পাপ মনে, থাকিলে কি সন্নিধানে
এ জনমে আসিত পাপিনা।
মিছে তুমি মনে মনে, সীতায় দূষিতা জ্ঞানে,
ভুবনে করিলে কলঙ্কিনী॥
ইথে খেদ নাহি আর, লব কুশ সুকুমার,
দয়া করি করহ গ্রহণ।

কদাচ মুখ আমার, দেখিবে না তুমি আর,
ইহা মোর দৃঢ়তর পণ ॥”
এত বলি সকাতরে, কান্দে সীতা উচৈঃস্বরে,
কত যে করিয়া আর্ত্তনাদ।
অপরে ভাবে অন্তরে, ডাকিয়া আনি সীতারে,
কেন রাম সাধিছেন্ বাদ ॥
এরূপ না হেরি আর, বিনা দোষে আপনার—
পত্নীরে করয়ে বিড়ম্বন।
দেখিতেছি যে প্রকার, ইহাতে বা পুনর্ব্বার,
হয় কোন দুর্দ্দৈব ঘটন ॥
এ দিকেতে অন্তঃপুরে, সীতার দুর্দ্দশা হেরে,
কান্দিতেছে সমস্ত রমণী।
তথাচ বারেক ফিরে, না হেরেন জানকীরে,
পাষাণ হইয়া রঘুমণি ॥
অগত্যা বাল্মীকি মুনি, সত্বরে আসি অমনি
বলিলেন রামের গোচর।
“রাম! তুমি অতি জ্ঞানী, সীতারে সভাতে আনি,
কি কারণে কাঁদাও আবার ॥
বহু দিন তপোবনে, মুনি-পত্নীগণ সনে,
একত্রেতে করিয়াছ বাস।
সীতা তুল্যা এ নয়নে, হেরি নাই আজীবনে—
সাধ্বী সতী, কহিনু নির্যাস ॥
ছিলে তুমি অযোধ্যায়, উদ্দেশেতে তব পায়—
পুষ্পাঞ্জলি দিত প্রতিদিন।

এরূপ না দেখি কায়, তব রূপ সর্ব্বদায়,
ধ্যানেতে করেছে তনু ক্ষীণ ॥
তোমার কল্যাণ তরে, ব্রতাদি নিয়ম ক'রে,
কাল কাটাইলা বনে সীতা।
তাহা ভিন্ন কার্য্যান্তরে, না দেখি কভু সীতারে,
সাধ্য কার এরূপ ক্ষমতা ॥
এত গুণে গুণান্বিতা, রমণী রতন সীতা,
তৎপ্রতি তোমার কেন দ্বেষ।
বল ত এ কি সততা, না কহি একটী কথা,
দিতেছ সীতার মনে ক্লেশ!!!"
শুনি কন রঘুমণি, সব কথা সত্য জানি,
কিন্তু দেব! করি কি উপায়।
বলিবে লোকে এখনি, কিরূপে নির্দ্দোষী জানি,
জানকীরে আনে পুনরায় ॥
বিনা পরীক্ষা গ্রহণে, সীতা রাখি নিকেতনে,
হব আমি নিন্দার ভাজন।
অতএব পুনঃ বনে, অথবা ইচ্ছা যেখানে,
যা'ক সীতা নাহি প্রয়োজন ॥
পরীক্ষার কথা শুনে, সক্রোধে দুঃখিত মনে,
রাম প্রতি বলেন জানকী।
"পুড়িলা যবে আগুনে, তখন বা কি কারণে,
এ বাসনা রেখে ছিলা ঢাকি ॥
সীতার কপাল মন্দ, নতুবা কি নিরানন্দ,
মোরে দেখে হও বারম্বার।

সমস্ত বিধি নির্ব্বন্ধ, কার সনে করি দ্বন্দ্ব
হ'ল ভাগ্যে যা ছিল আমার ॥
তোমার গৃহিণী হয়ে, অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়ে,
নির্দ্দোষিণী হ'তে নাহি পারি।
আমি বলে আছি সয়ে, কি হবে তাহা কহিয়ে,
দেখাইতে পারি বুক চিরি ॥
কাজ নাই সে সকলে, যা ছিল মম কপালে,
সব সাধ হইল পূরণ।
সর্ব্বদা থাক কুশলে, সীতা আর এ কোশলে,
না আসিবে প্রাণান্তে কখন ॥
গৃহে রাখি পাপিনীরে, দেখাবে কেমন করে,
লোকের নিকটে তুমি মুখ।
সীতা এ অযোধ্যাপুরে, রবে না ক্ষণেক তরে,
স্বচ্ছন্দেতে ভোগ কর সুখ ॥
ব্যাধ-বংশীরব শুনি, আসিয়া মৃগী আপনি,
যে রূপ হারায় নিজ প্রাণ।
মুনি মুখে এ দুখিনী, তদ্রূপ তবাজ্ঞা শুনি,
আসি দাসী হ'ল অপমান ॥
পতিবাক্যে অবিশ্বাস, যতক্ষণ থাকে শ্বাস,
করিতে কি পারে সতীগণ।
এবে সে হ'ল বিশ্বাস, নারীদের সর্ব্বনাশ,
পুরুষেতে করে, হরি মন ॥
আমি ব'লে সহ্য করি, নহিলে কে প্রাণ ধরি
হয় বল এত অপমান।

স্বহস্তে কুঠার ধরি, বধিলে সহস্র নারী,
পুরুষের যশঃ সর্ব্বস্থান ॥
জন্মেছি রমণী কুলে, কে দাঁড়াবে সানুকূলে,
সীতা পক্ষে হইয়া এখন।
বড় দুঃখ মনে দিলে, কদাচ না যাব ভুলে,
রৈল দাগ পাষাণে যেমন ॥
না হ'তেম অসন্তোষ, দিতেছ চরিত্রে দোষ,
সেই জন্য এত কথা বলি।
নতুবা কি হ'ত রোষ, অন্য বাক্যে পরিতোষ,
হইয়া, যেতেম আমি চলি ॥
সর্ব্ব-সুখ বিসর্জ্জন, হ'ল, লক্ষ্মণ যখন,
ছলে ল'য়ে দিলা মোরে বনে।
ভেবনা হে সে কারণ, তব সুখাংশ গ্রহণ,
করিতে না আসি এ ভবনে।
নিশ্চিন্তে থাকহ বসি, বিদায় হইল দাসী,
আর না আসিবে কদাচন।
জলে কি অনলে পশি, ঘুচাইব দুঃখ রাশি,
তব নাম করি সংকীর্ত্তন ॥
অন্যে হ'লে সহিতাম, মনে ইহা ভাবিতাম,
মিথ্যা বাক্যে ভয় কি সীতার।
তুমি যে হইয়া বাম, রটালে অসতী নাম,
এই খেদ যাবে না আমার ॥
বনে এত দুঃখ দিয়ে, তথাপি না সুখী হয়ে,
ছল করি আনিয়া আবার—

সমস্ত নৃপতি লয়ে, বসিয়া বিচারালয়ে,
দুশ্চরিত্র করিলে প্রচার ॥
হায়! হায়! কোথা যাই, কেমনে মুখ দেখাই,
বজ্রাঘাত হ'ক মোর শিরে।
মরিলে নিস্তার পাই, নতুবা উপায় নাই,
যত দুঃখ দিলা দুখিনীরে ॥
বলিতে বলিতে সীতা, ভূমিতে হ'য়ে পতিতা,
সংজ্ঞাশূন্যা হইলা যেমন।
লব কুশ দুটী ভ্রাতা, "মা কেন কহে না কথা,"
ইহা বলি করয়ে রোদন ॥
সীতার দুর্গতি হেরি, কি পুরুষ কিবা নারী,
কান্দিয়া ব্যাকুল সর্ব্বজন।
শ্রীরামের বাহাদুরী, চক্ষে এক বিন্দু বারি,
কান্দিয়া ব্যাকুল সর্ব্বজন।
সর্ব্ব-গুণে গুণবান, কিন্তু যে কেমন প্রাণ,
নিষ্ঠুরতা দেখান যেরূপ।
থাকিতে স্বকীয় জ্ঞান, কে ভার্য্যায় অপমান
সভা মাঝে করে হেন রূপ ॥
যত রাজা ছিল তথা, সীতার ব্যথায় ব্যথা
পেয়ে রামে কত বুঝাইল।
না শুনেন কার কথা, সবে করি হেট মাথা,
নিঃশব্দেতে বসিয়া রহিল ॥
মুনিরা আসিয়া পরে, বিস্তর সীতার তরে,
অনুরোধ করিল যখন।

রাম কন বারে বারে, পরীক্ষা বিনা সীতারে,
প্রাণান্তে না করিব গ্রহণ ॥
তদন্তে কৌশল্যা রাণী, ধরি হস্ত দুই খানি,
শ্রীরামে কহেন ধীরে ধীরে।
"বাবা তুমি অতিজ্ঞানী, কি জন্য বধূরে আনি,
দুঃখ দেও সভার মাঝারে ॥
নিশ্চয় বলিতে পারি, সীতা সমা নাহি নারী,
ত্রিভুবনে একটীও আর।
বরং দেখ তত্ত্ব করি, ভুবনে যতেক নারী,
সীতা তুল্যা শক্তি নাহি কার ॥
এত দুঃখ দিলে যারে, তবুও না দেখি তারে,
তবোপরে বিরক্তা কখন।
বল হেন কেবা পারে, দুঃখ পেয়ে বারে বারে,
পতি আজ্ঞা করিতে পালন ॥
এক সঙ্গে বনে গেলে, সকলি চক্ষে দেখিলে,
বনবাসে কষ্ট যত দূর!
বল ত পুনঃ কি ব'লে, অযথা বনেতে দিলে,
সীতা প্রতি হইয়া নিষ্ঠুর ॥
গর্ব্ভবতী ছিল সীতা, অরণ্যে হ'ল প্রসূতা,
কেবা তারে করিল যতন।
প্রসন্ন ছিল বিধাতা, তজ্জন্য র'ল জীবিতা,
নহিলে কি দেখিতে এখন ॥
অভিন্ন আকৃতি তব, সুকুমার কুশী-লব,
একবার কোলে না করিলা।

দেখিলা ভূপতি সব, তব কার্য্য অসম্ভব,
ইহা তুমি মনে না ভাবিলা॥
বিনা পাপে কে কাহারে, দুঃখ দেয় এ প্রকারে,
বল ত আমারে রঘুমণি।
আমার মাথার কিরে, বল বাপ! অন্তপুরে
লয়ে যাই বধূরে এখনি॥
ক্রোড়ে করি সুসন্তানে, বসি রাজসিংহাসনে,
মনোবাঞ্ছা পূরাও আমার।
দেখুক সভাস্থগণে, গায়ক মাঙ্গল্য গানে,
শ্রুতি সুখ করুক সবার॥"
এরূপ বলিয়া রাণী, ছাড়িয়া রামের পাণি,
রহিলেন প্রত্যুত্তর আশে।
বলিলেন রঘুমণি,— "না জানি মোরে জননি!
করিতেছ দোষী কোন দোষে॥
পরীক্ষা নাহিক ক'রে, সীতা যদি লও ঘরে,
নিন্দিতা হইবে সর্ব্বস্থান।
সে দুঃখ চির অন্তরে রহিবে, না যাবে পরে,
ইচ্ছা ক'রে হারাইবে মান॥
পরে যবে কুৎসা গাবে, কদাচ না সহ্য হবে,
তখনি ত্যজিতে হবে প্রাণ।
সাধে কূলে কালি দিবে, অযথা শত্রু হাসাবে,
ইহা বুঝি, কর যা বিধান॥
নিষ্কলঙ্ক সূর্য্য-কূল, নাহি কিছু অপ্রতুল,
অতুল সুখের অধিকারী।

স্ত্রীজন্যে হয়ে ব্যাকুল, হারাইব দুই কুল,
বল ইহা কিরূপেতে পারি॥
এত কেন হয় ভীতা, পরীক্ষা প্রদানে সীতা,
সুপবিত্রা হইতে পারিবে।
অযথা হয়ে দুঃখিতা, তোমারে করে ব্যথিতা,
লোকে বল শুনি কি বলিবে॥
করুক পরীক্ষা দান, এই সভা বিদ্যমান,
নিষ্পাপিণী হইবে প্রচার।
নিজে করি অভিমান, সাধে স্বীয়অকল্যাণ,
এতে বল কি দোষ আমার॥
করিয়াছি দৃঢ় পণ, বিনা পরীক্ষা গ্রহণ,
কদাচ না লইব সীতারে।
কাহার কথা শ্রবণ, করিব না কদাচন,
এবে মাত! যাও অন্তঃপুরে॥"
অদূরেতে ভূমিসুতা, শোকে হয়ে অভিভূতা
ধরাতলে ছিলেন বসিয়া।
কৌশল্যা রামে বারতা, শুনি হয় মর্ম্মাহতা,
উঠিলেন অমনি জ্বলিয়া॥
ক্রোধ অভিমান ভরে কহিলেন রঘুবরে,
"করেছ যখন তুমি পণ।
তখন দুঃখিনী তরে, কেন মিছা বারে বারে,
অনুরোধ করে সর্ব্বজন॥
সহিব সকল দুখ, আর না দেখা'ব মুখ,
যাচি দয়া কেন আর লব।

ফুরাল সংসার সুখ, সর্ব্ব সুখে পরাঙ্মুখ,
হইলাম, যাবত বাঁচিব ॥
সতী কি অসতী আমি, জানে তাহা অন্তর্য্যামী,
অন্যেরে কি দিব পরিচয়।
যখন হইয়া স্বামী, জানিয়াও মৌন তুমি,
তখন কে করিবে প্রত্যয় ॥
বিবাহে এ পাণি ধরি, সূর্য্য অগ্নি সাক্ষী করি,
স্মর, কিবা মন্ত্র উচ্চারিলে।
এবে হ'য়ে দণ্ডধারী, কবিলে হে বাহাদুরী,
পত্নী ত্যজে ধর্ম্ম-ধ্বজা হ'লে ॥
প্রজাপাল, ধর্ম্মভয়ে, কিন্তু কোন ধর্ম্মাশ্রয়ে—
বিদারিলা দাসীর হৃদয় ?
প্রকৃতি-রঞ্জনাশয়ে, কোন রাজনীতি লয়ে,
করিলে হে সত্যে পরাজয় ?
পক্ষপাতে সত্যে নাশি, ডুবাইলা যশোরাশি,
কলঙ্কিত করি ধর্ম্মাসন।
দেখুক জগতবাসী, দোষী কি নির্দ্দোষী দাসী,
বৃথা দ্বন্দে কিবা প্রয়োজন ॥
আদরিণী ছিনু যবে, জানি কি এমন হবে,
পরিণামে দিবে এত জ্বালা।
ভিখারিণী সীতা এবে, নিজ সতীত্ব গৌরবে,
নহে নাথ ! কদাচ দুর্ব্বলা ॥
সতী কি কখন ডরে, দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে,
পতি-পদে থাকে যদি মন।

নহিলে কি লঙ্কাপুরে, দুর্দ্ধর্ষ দশাস্যকরে,
রক্ষা হয় সতীত্ব রতন ॥
কিছুতে-নাহিক ভয়, সর্ব্ব দুঃখ সহ্য হয়,
অসহ্য অসতী দুরনাম ॥
আব (ও) মনে খেদ হয়, তব পদ সমাশ্রয়—
করি মোর এই পরিণাম !
যা হউক বারে বারে, কি লাভ বলি তোমারে,
ভাগ্য ফলে সকলি ঘটায় ।
এত ঘৃণা সহ্য করে, কে মুখ দেখাতে পারে,
জন্ম শোধ হইল বিদায় ॥
শিশু দুটী দয়া ক'রে, রাখিলে অযোধ্যাপুরে,
উপকৃতা হ'ত বড় দাসী ।
নতুবা যাউক ফিরে, বনে মুনির কুটীরে,
থাকিবে না কভু উপবাসী ॥
অকৃতি সন্তান নয়, সে জন্য করি না ভয়,
আত্ম-রক্ষা ক্ষমতা হয়েছে ।
তবু কাঁদিছে হৃদয়, দোঁহে দুঃখিনীতনয়,
ব'লে কষ্ট দেও তুমি পাছে ॥
স্বামী ধর্ম্ম অবতার, পত্নী যাঁর হ'ল ভার,
তাঁর তনয়ের যাহা হ'বে।
জানিতে কি বাকী আর, আছে হে নাথ আমার,
পাষাণ প্রাণেতে সব সবে ॥
সাধ্য নাই থাকি আর, মা ডাকেন বারম্বার,
শুনি কিবা সুমধুর স্বর ।”

(আয়্ মা ! দুখিনী আমার, ত্যজি মায়া অযোধ্যার,
শুনি কাঁপে রামের অন্তর ॥)
ঊর্দ্ধ নেত্র জোড় করে, ডাকে সীতা আর্ত্ত-স্বরে,
"কোথা প্রভো ! জগত জীবন।
সুখে রাখ রঘুবরে, আর তাঁর তনয়েরে,
সীতা করে শেষ নিবেদন ॥
যত রাজা মহারাজা, উড়ুক কীর্ত্তির ধ্বজা,
আছে যত সভা বিদ্যমানে।
অযোধ্যার সব প্রজা, সুখেতে করুক পূজা,
স্বামী আর দেবর লক্ষ্মণে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ কর, পতি যেন রঘুবর,
জন্মে জন্মে পায় এ পাপিনী।
পতি ভিন্ন স্বতন্তর, যেন না হয় অন্তর,
বর মাঙ্গে জনক-নন্দিনী ॥
কোথা মা কৌশলা রাণী, কোথা কোশল-বাসিনী,
বিদায় হইল রাম দাসী।
উদ্দেশেতে জুড়ি পাণি, ডাকিছে হতভাগিনী,
দেখা দেও সকলেতে আসি ॥"
সীতার করুণা বাণী, শুনিয়া সব রমণী,
অন্তঃপুরে কান্দিয়া উঠিল।
ছিল বৃদ্ধা যত রাণী, বৃদ্ধা অযোধ্যাবাসিনী,
আসি সবে সীতারে ঘেরিল ॥
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী, সুপবিত্রা সাধ্বী সতী,
দেবীরূপা হয়েছে তখন।

যে দেখিল সে মূরতি, মনে উদিল ভকতি,
নানা স্তুতি করে সর্ব্বজন॥
হেন কালে দৈববাণী, ভেদিয়া উঠে মেদিনী,
"সীতা কেন বিলম্ব তোমার।"
শুনি জনকনন্দিনী, হয়ে যেন উন্মাদিনী,
দেবোদ্দেশে বলে আর বার॥
"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বরুণাদি পুরন্দর,
ধর্ম্মরাজ দিক্ পালগণ।
নক্ষত্র মেঘ পুষ্কর, শশাঙ্কাদি দিবাকর,
কার্ত্তিকেয় গজেন্দ্র বদন॥
ইত্যাদি দেবতাগণ, দিব্য চক্ষে সর্ব্বজন,
দেখিতেছ জীব-কার্য্য সব।
স্বামী পদ-চ্যুত মন, সীতার হ'বে যখন,
ভুঞ্জে যেন বিষম রৌরব॥
স্বকাণে শুন ঈশানী, ব্রহ্মাণী বাণী ইন্দ্রাণী,
কুবের স্ত্রী মেঘের বনিতা!
কমলা গ্রহ-রমণী, কলানাথ সীমন্তিনী,
সুরধুনী ত্রিলোকপূজিতা॥
সংখ্যাতীতা দেবাঙ্গনা, দূরে থাকি সর্ব্বজনা,
মম বাক্য করহ শ্রবণ।
রাম-পদ সেবা বিনা, মনে হ'লে কুবাসনা,
হয় যেন নিরয়ে গমন॥
রাক্ষস কিন্নর নর, অপ্সরা কি জলচর,
পতঙ্গ প্রভৃতি পক্ষিগণ।

ভূত প্রেত অজাগর, বৃক্ষ লতা গিরিবর,
স্থূল সূক্ষ্ম কীট অগণন ॥
সাক্ষ্য দিবে সকলেতে, ঈশ্বরের সন্নিহিতে,
রাম ভিন্ন জানিলে জানকী।
জন্মিয়া অধোযোনিতে, বারম্বার এ জগতে,
হয় যেন বিষম নারকী ॥
শুন মা রমণীগণ, রাম প্রতি কদাচন,
সীতার নাহিক কোন দ্বেষ।
স্ব স্ব কর্ম্ম সর্ব্বজন, ভোগ করে সর্ব্বক্ষণ,
তপোবনে শুনেছি বিশেষ ॥
পতি মোর আশুতোষ, কি জন্য হইবে রোষ,
চির-ক্রীতা দাসীর উপরে—
মম কর্ম্মে ছিল দোষ, সে কারণ অসন্তোষ,
জনমিল তাঁহার অন্তরে ॥
সতীর পরীক্ষা দান, এ হইতে অপমান,
আছে কিবা এ বিশ্ব সংসারে।
না করি সে অভিমান, দিলাম পতির স্থান,
একবার সমুদ্রের ধারে ॥
তথাপি প্রত্যয় মনে— না করি দিলেন বনে,
গর্ভবতী থাকিতে আবার।
ভুলিব না এ জীবনে, সে দুঃখ ঈশ্বর বিনে—
জানে হেন সাধ্য আছে কার ॥
সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন, করি চিত্ত সমর্পণ,—
পতি-পদে, ছিলাম বনেতে।

পুনঃ আনি বিড়ম্বন, করিলেন কি কারণ,
এ রহস্য নারিনু বুঝিতে ॥
বরং গিয়া পুনঃ বন, ত্যজিয়া ছার জীবন,
মনসাধ সব ঘুচাইব।
করি আমি প্রাণ-পণ, রাখিয়াছি যে রতন,
বারম্বার কেন দেখাইব।
সতী কি অসতী সীতা, জানেন সব দেবতা,
তজ্জন্য আক্ষেপ নাই মনে।
শ্রীরাম পাণিগৃহীতা, ভাগ্য-ফলে বিড়ম্বিতা,
দেখ আজি সকলে নয়নে ॥
ভাগ্য বল বড় বল, হয় দুর্ব্বল প্রবল,
ভাগ্যহীন হইলে ভূপতি—
থাকিতে সমস্ত বল, প্রকাশিতে নারে বল,
শত্রু আসি শিরে মারে লাথি ॥
দুর্ভাগিনী সীতা এবে, হ'য়েছে কি আর(ও) হ'বে,
না হইবে অশ্রুর বিরাম।
সময়ে সব ফলিবে, সাধ্য কার বাধা দিবে,
যবে পতি হয়েছেন বাম ॥
পতি যার অপ্রসন্ন, দেখ করি তন্ন তন্ন,
মনে তার নাহি সুখ-লেশ।
নতুবা কিসের জন্য, এত সব মান্যগণ্য,
লোক মধ্যে সীতা পায় ক্লেশ ॥
নারীর নাহিক বল, পতি মাত্র সুসম্বল,
পতিই সকল সুখ দাতা।

প্রত্যক্ষ দেখিলে ফল, পতির কোপে কেবল,
সীতা এত হইলা ঘৃণিতা ॥
অতএব সতীগণ, জানকীর নিবেদন,
পতি ভিন্ন ভেব না অন্তরে।
পতি নারীর জীবন, পতি-পদে অর্পি মন,
সুখ ভোগ করহ সংসারে ॥
পতি বিনা নাহি গতি, হয় সে অভাগ্যবতী,
যে নারী হারায় পতিধন।
আছে সন্তান সন্ততি, আচারে যে পুণ্যবতী,
তবু সুস্থ নহে তার মন ॥
সুন্দর কুৎসিত পতি, তাহা দেখিবে না সতী,
পূজিবেক ঐকান্তিক মনে।
হ'ক সুখ কি দুর্গতি, সর্ব্বদা পতির প্রতি
মতি যার, ধন্যা সে ভুবনে ॥
সন্তুষ্ট পতির মন, কর সবে সর্ব্বক্ষণ,
মনে ব্যথা দিওনা পতির।
কভু নাহি বিড়ম্বন, ভুঞ্জিবে না আজীবন,
অন্তে হবে সদ্গতি সতীর ॥
কি বলিব আমি আর, পতি কোপে প্রতিকার,
দেখিলে সীতার সর্ব্বজন।
পতি বশীভূত যার, সর্ব্ব-সুখ ভোগ তার
হয় ইহা নিশ্চয় কথন ॥
মাতৃগণ সন্নিকটে, সীতা, আজি করপুটে,
বর মাঙ্গে হইয়া দুখিনী।

না পড়ি আর সঙ্কটে, জন্মান্তরে যেন ঘটে,
গুণ-সিন্ধু পতি রঘুমণি ॥”
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে, কান্দি সীতা রঘুবরে
পুনর্ব্বার বলিছে তখন।
“জন্ম শোধ পাপিনীরে, একটী কথা দয়া ক’রে,
বল শুনে জুড়াই জীবন ॥
এই খেদ রৈল মনে, আনি সভা বিদ্যমানে,
কথা না কহিলে ঘৃণা করি।
বল ত ইহা কেমনে, সহ্য হয় দাসী প্রাণে,
কি প্রকারে এ দুখ পাশরি ॥
পায়ে ধরি রঘুবর, বারেক স্মরণ কর,
যে সময়ে গিয়েছিলে বনে।
ধরি এ দুখিনী কর, বলিতে হে নিরন্তর,
“সীতা দুঃখ সহে না পরাণে ॥”
সে সীতায় অকারণে, কান্দাইলা কোন প্রাণে,
কিছুমাত্র বুঝিতে না পারি।
যাহা তুমি ভাব মনে, সীতা তব পদ বিনে,
জানে না বলিছে সত্য করি ॥”
এইরূপ কত কথা, বলিলেন পেয়ে ব্যথা
খেদে সীতা শ্রীরামগোচর।
করি রাম হেট মাথা, না কহিলা কোন কথা—
নিষ্পন্দ পাষাণ কলেবর ॥
তখন জানকী ভাবে, “সুখ-শশী না উদিবে,
পাপিনী হৃদয়-নভে আর।

তবে কেন কান্দি এবে, কেবল শত্রু হাসিবে,
কিছুমাত্র না হবে সুসার ॥
আমার কর্ত্তব্য যত, করিলাম যথোচিত,
লোক-লজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন।
তথাপি নাথের চিত, না হইল দ্রবীভূত,
এ জনমে হবে না কখন ॥
মিটিল ভবের খেলা, বুকে বাঁধি দুঃখশিলা,
ঝাঁপ দেই অকূল সাগরে।
যদি পতি-পদ-ভেলা, পায় এ দুখিনী বালা,
ঈশ্বর কৃপায় জন্মান্তরে ॥”
এইরূপ চিন্তি সীতা, ত্যজিয়া সব মমতা,
ঊর্দ্ধ-নেত্রে কহিলা তখন।
কোথা বসুন্ধরা মাতা! দুহিতার পতিব্রতা,
যদি থাকে দেও দরশন ॥”
হেন কালে আচম্বিতে, জানকীর সন্নিহিতে,
মৃত্তিকা হইল দুই ভাগ।
দেখি সীতা হর্ষ-চিতে, প্রবেশিলা অবনীতে,
না রহিল কিছুমাত্র দাগ ॥
সভাস্থিত সর্ব্বজন, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন,
ভাবে একি অদ্ভুত ব্যাপার।
না দেখি শুনি কখন, ভূগর্ভে সুখে গমন,
করে হেন সাধ্য আছে কার ॥
দেখিতে দেখিতে সতী, যে ভাবে করিল গতি—
ভূ-মধ্যেতে, কেহ না বুঝিল।

এত যে ছিল ভূপতি, কা'র (ও) তৎকারণ প্রতি,
বুদ্ধি আর নাহি প্রবেশিল ॥
ছিল তথা যত নারী, সবে কোলাহল করি,
কান্দিতেছে জানকীর তরে !
দাস দাসী কর্ম্মচারী, কান্দিতে লাগিল দ্বারী,
শোকোচ্ছ্বাস সবার অন্তরে ॥
যজ্ঞাহূত নৃপগণ, অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
সীতার সতীত্ব স্মরি মনে।
দুর্জ্জন কিম্বা সজ্জন, যত দর্শকের মন,
বিগলিত শোকে সেইক্ষণে ॥
হ'লে সীতা অগোচর, রঘুবর অতঃপর,
শোকাবেগ নারে সম্বরিতে।
কাঁপে অঙ্গ থর থর, অধৈর্য্য হ'ল অন্তর,
মোহ হয়ে পড়েন ভূমিতে ॥
একে সীতা অনুদ্দেশ, তাহে শ্রীরামের ক্লেশ,
সহ্য বল হয় কার প্রাণে।
দুর্দ্দশার হ'ল শেষ, কা'র মনে সুখলেশ,
নাহি আর অযোধ্যাভবনে ॥
সুখ দুঃখ চক্রাকার, ভ্রমিতেছে অনিবার,
নিত্যস্থায়ী আছে কোথা বল।
গত দিনে অযোধ্যার, শোভা ছিল যে প্রকার,
এবে নাহি সেরূপ উজ্জ্বল ॥
দিন কার কেনা নয়, সে কি আর ব'সে রয়,
দেখিতে দেখিতে হয় গত।

লোকাপবাদের ভয়, তবু রাম সে সময়

যজ্ঞ পূর্ণ করে বিধিমত ॥

পরে আমন্ত্রিতগণে, আহ্বানিয়া সন্নিধানে,

তুষিলেন সবার অন্তর।

আপ্যায়িতে আলাপনে, কারে বা বিপুল ধনে,

সন্তুষ্ট করেন রঘুবর ॥

ক্রমে ক্রমে নৃপগণ, ত্যজি অযোধ্যাভবন,

স্ব স্ব রাজ্যে করিলা গমন।

দীন দুঃখী অগণন, পেয়ে স্বেচ্ছাধিক ধন,

যায় সবে নিজ নিকেতন ॥

জনতা হইল হ্রাস, মনে নাহি সে উল্লাস,

পূর্ব্ব মত অযোধ্যাবাসীর।

সর্ব্বদা হ'তেছে ত্রাস, হয় কিবা সর্ব্বনাশ,

ভাবি সবে হইলা অস্থির ॥

গিয়াছে অযোধ্যালক্ষ্মী, দেখাইব তার সাক্ষী,

চল সবে রাজার উদ্যানে।

সুরব না করে পক্ষী, বরং যেন হয়ে দুঃখী,

কুরবেতে ব্যথা দেয় মনে ॥

পূর্ব্বে সেই স্থানে গিয়া, সর্ব্ব-শোক বিসর্জ্জিয়া,

আহ্লাদিত হ'ত সর্ব্বজন।

এবে কেন কান্দে হিয়া, বুঝি অলক্ষ্মী আসিয়া,

করিয়াছে সব আক্রমণ ॥

এরূপ জল্পনা কত, হইতেছে শত শত,

অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে।

ভাগ্য-লক্ষ্মী অস্তমিত, হইলে কি থাকে তত,
পারিপাট্য আর সে নগরে ॥
সতীর এ কোপানল, হইয়া ক্রমে প্রবল,
দহিবেক অযোধ্যার সুখ।
সর্ব্বদাই অমঙ্গল, পড়িছে চক্ষের জল,
কত লোকে পায় নানা দুখ ॥
পূর্ব্বে এই কোশলেতে, হয় নাই অকালেতে
কালকবলিত কোন জন।
সীতার গমন হ'তে, নব রোগ আবির্ভূতে,
শিশুরাও হ'তেছে নিধন ॥
সুখ নাই রাম মনে, সীতা-বিচ্ছেদ দহনে,
দাব দগ্ধ হ'তেছে অন্তর।
প্রায়শঃ থাকি নির্জ্জনে, বশিষ্ঠাদি মুনি সনে,
তত্ত্ব-জ্ঞানে হ'লেন তৎপর ॥
এইরূপে দিন যায়, তদন্তরে অযোধ্যায়,
যে সমস্ত হইল ঘটনা।
কি কাজ আমার তায়, বলিয়া সে সমুদায়,
সীতা-গুণ বর্ণন বাসনা ॥
হ'ল তাহা সমাপন, শুনিলে ভগিনীগণ
বিদায় দাও গো যাই ঘরে।
ঈশ্বর করে কখন, নূতন গানেতে মন
তুষিব আসিয়া বারান্তরে ॥

সমাপ্ত।